Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামামৃত-সাধন-বিজ্ঞান

LIBRARY
No. ২১।১৫২
Ashram

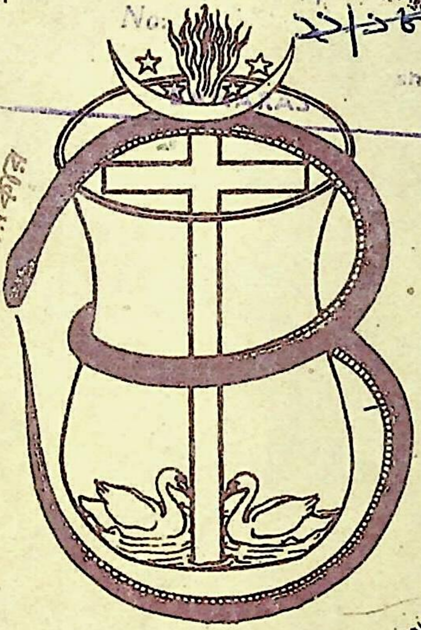

সত্য, চিরসত্য, ব্যাপ্ত স্বীয় মহিমায়।
কাজ কি তব শাস্ত্র, যুক্তি, তর্ক, উপমায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 22/252

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

15-2-78				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

11/182

LIBRARY
No. 22/302
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামামৃত-সাধন-বিজ্ঞান

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর-গীতামৃত-লহরী]

LIBRARY
No. ...২২১৭-২
Shri Shr... ...nayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পত্রাবলীর সারাংশ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন শ্লোকের ভাব ও অর্থের সহিত মিল করিয়া

রামদাস দীন

শ্রীচিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত

Librarian

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ৫৲ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীনরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৭নং বিধান পল্লী, যাদবপুর,
কলিকাতা—৩২

প্রাপ্তিস্থান :
সত্যনারায়ণ ভাণ্ডার
২৭নং বিধান পল্লী, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
শ্রীযামিনীরঞ্জন আদিত্য
৯।৪১, বিজয়গড়, যাদবপুর : কলিকাতা—৩২
শ্রীনকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
জামিরা চা বাগান, পোঃ ডিব্রুগড় : আসাম।

প্রিণ্টার—
১। শ্রীকান্ত প্রেস
২০, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
(১—৮৮ পৃষ্ঠা)
২। যোগমায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০-বি, ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা—৭
(৮৯—১৭২ পৃষ্ঠা এবং ভূমিকা ইত্যাদি)
৩। ইউনাইটেড প্রিণ্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ লিঃ
৩৪, গোপী বসু লেন, কলিকাতা—১২
(১৭৩—২২০ পৃষ্ঠা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... narayan Ashram
BANARAS

উৎসর্গ

যদঙ্ঘ্রিপদ্মার্চ্চনতোঽতিমোক্ষঃ
যন্নামতোঽজ্ঞান-তমো নিরস্তম্।
যতোঽধিকং বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি
তং মন্ত্রদং শ্রীগুরুদেব মীড়ে॥

অতিমুক্তি যাঁর পাদপদ্ম অর্চ্চনায়,
নিরস্ত অজ্ঞানতম যাঁর নামে হয়;
নাহি কোন বস্তু যাহা হইতে অধিক,
স্তুতি করি সেই মন্ত্রদাতার প্রতীক।

তদীয় বস্তু গোবিন্দ! তুভ্যমেব সমর্পয়ে

....

....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ... Shri Shri ... Ashram BANARAS

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের পত্রাবলীর সারাংশ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন শ্লোকের ভাব ও অর্থের সহিত মিলাইয়া "রামামৃত—সাধন-বিজ্ঞান" নামে একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংকলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা তিনটী অবান্তর অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে প্রথম অংশটি "উপক্রম"। ইহার নাম রাখা হইয়াছে "প্রবেশিকা"। অন্তিম অংশটি "উপসংহার"। মধ্যের অংশটীতে চারিটী পৃথক্ স্তবকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থের আলোচনা আছে।

শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন তাঁহাদের নিকট এই মহাগ্রন্থের উপাদেয়তা সম্বন্ধে কিছু অধিক বলা আবশ্যক মনে হয় না, কারণ, ঠাকুরের এক একটি কথা সত্যই "অমৃত সমান"। যিনি ইহা বলেন এবং যিনি ইহা শুনেন উভয়কেই আমি ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। এই সকল বাক্য অত্যন্ত সরল হইলেও অতি গম্ভীর অর্থদ্যোতক এবং শক্তিসম্পন্ন বলিয়া জীবনের পথে সহায়ক।

"প্রবেশিকা" অংশে কৈবল্যধাম ও কৈবল্যধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে জয়ন্তী-মার "বিচ্ছেদানল" নামক উপদেশ-পূর্ণ পত্রখানা প্রকাশিত হইয়াছে। জয়ন্তী মা বস্তুতঃ কে, তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার বাক্য হইতে এবং তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি জগৎ-জননী মহাশক্তির সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া এখন সিদ্ধ দেহে, লোক-নেত্রের অগোচরে জগৎ-কল্যাণের মহাব্রতে ব্রতী আছেন। তিনি কৈবল্যধামের অধিষ্ঠাত্রীরূপা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত ধাম প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থান হইতে অলৌকিক হইয়াও লৌকিক উপায়ে ডাকযোগে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন, ঐ সকল পত্র হইতে জানা যায় যে মার বহু সেবকবৃন্দ সম্ভবতঃ তাঁহারই ন্যায় সিদ্ধ দেহে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীর বিভিন্নদেশে মাতৃনাম ঘোষণার জন্য বিচরণ করিতেছেন।

জগৎ-জননী মার প্রকট হইবার সময় আগতপ্রায়। আজ জগতে যে ভয়ানক নির্য্যাতন, দুঃখ, জ্বালা ও অশান্তি প্রভৃতি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এসব জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধারের আনুষঙ্গিক পূর্ব্ব-সূচনা মাত্র। এই ঘোর সঙ্কটকালে সকলে যেন আকুল প্রাণে ও সরল বিশ্বাসে মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই এই ঘোর অমানিশা কাটিয়া সুদিনের উদয় অবশ্যম্ভাবী। সন্তান মাকে "মা" বলিতে পারিলেই মা কান্তসকাশে গমন করিবেন ও জগৎ যুগল মিলনের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া ধন্য হইবে—জগৎ পরমানন্দের আস্বাদ পাইবে। বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতার বিচ্ছেদ কাটিয়া গেলে আনন্দই আনন্দ।

গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের মধুর উপদেশগুলি সাধক জীবনের অমূল্য সম্পদ্। নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, গুরুকৃপা, অকর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করা, প্রারব্ধ ভোগ, প্রারব্ধ খণ্ডন, কৈবল্যলাভ এই জাতীয় বহু তত্ত্ব গ্রন্থের এই অংশে আলোচিত হইয়াছে।

উপসংহারে ঠাকুরের বাণীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঠাকুরের ও জয়ন্তী মার উপদেশ সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। এখন উহার প্রচার একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া আর আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকার সময় নাই। নিজেকে চিনিবার সময় আসিয়াছে, নিজেকে চিনিয়া সকলকে বলিতে হইবে যাহাতে তাহারাও নিজেকে চিনিতে উদ্যমশীল হয়। ভীষণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া মহা করুণার বিশ্বব্যাপী অমৃতপ্লাবন সুনিশ্চিত। কিন্তু আধার প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিলেই আধার প্রস্তুত হইবে এবং সময়ে সকল অভাব দূর হইয়া যাইবে। মা আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া নিলে কারও কোন অভাব থাকিতে পারে না।

২।এ, সিগ্রা
বেনারস
১৭-১২-৫৪ ইং

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. .... BANARAS

"জয়জগদ্বন্ধু হরি"

সাধু গুরু শাস্ত্র বাক্য   হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

আনন্দহীন জীব যেমন নিরন্তর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীভগবানকে অনুসন্ধান করে, আনন্দনিলয় শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজেকে জীবের কাছে ধরা দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহার স্বীয় আনন্দস্বরূপটির সন্ধান তিনি নানারূপে বিজ্ঞাপন করেন। জীবের সঙ্গে মিলিত হইবার ভগবানের এই নানাবিধ প্রয়াসের মধ্যে ত্রিবিধ প্রকার সাধকভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শাস্ত্র, গুরু ও অন্তর্যামী এই তিনরূপে তিনি নিরন্তর আপনাকে জানাইতেছেন। শাস্ত্র শ্রীভগবানের শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তি, গুরু শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তির মূর্ত্তি, অন্তর্যামী শ্রীভগবানের প্রেরণা শক্তি—বুদ্ধির শাসক, পালক, চালকরূপে তিনি প্রবোদন করেন—সর্ব্বদাই "হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি"। বিবেকের সাড়ার মধ্যে তাঁহার বাণী স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

একই অখণ্ড সত্যের সন্ধান এই তিন দিক্ হইতে আসে। তথাপি কখনও কখনও উহাদের মধ্যে আপাত বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। হয়ত শাস্ত্রবাক্যে গুরুবাক্যে মিল হইল না। হয়ত শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মনের মিল হইল না। হয়ত বা গুরুবাক্যের সহিত অন্তরের মিল ঘটিল না। এইরূপ হইলেই সাধকগণের সাধনপথে অনর্থের উদয় হয়। ঐ তিনের সামঞ্জস্য যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি সাধনমার্গে নিশ্চয়ই উচ্চাধিকারী। ঐ সামঞ্জস্য "তত্তু সমন্বয়াৎ" যিনি অপরকে দর্শন করান তিনি "ভুরিদা" বড় দাতা। এইরূপ দাতার দান যাহারা পান তাহারাও কৃতার্থ হইয়া যান।

"রামদাস দীন" শ্রীযুত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের "রামামৃত—সাধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থখানি হাতে পাইয়া আমি জীবাধম সেইরূপ কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার তাঁহার হৃদয়ের দেবতা শ্রীগুরুদেব দিব্যদ্রষ্টা শ্রীল রাম ঠাকুর মহাশয়ের বাণী, শ্রীপার্থসারথীর কণ্ঠোক্ত গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মবাণী ও নিজ অন্তরের বিচারমূলক বিবেকের বাণী—এই তিনের যে মহা সমন্বয় দেখাইয়াছেন তাহা মাদৃশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগণিত পথভ্রষ্ট জীবের যাত্রাপথে আলোকস্তম্ভ স্বরূপ যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজমান রহিবে।

গ্রন্থে কামকামী, অর্থকামী, ধর্ম্মকামী ও মোক্ষকামী সকল প্রকার সাধকের সাধন-বিজ্ঞানের সন্ধান আছে। এমন কি, সংসারধর্ম্মী অতি সাধারণ জীবেরও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আছে। এই সকল এমন নিপুণভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে যে পাঠ করিতে করিতে হৃদয় অনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে।

কথাগুলি চিরপুরাতন কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ সাধক শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে তাহা অভিনবভাবে ও ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে। চিরসুন্দরকে চির-আপন করিয়া লইবার নবীন প্রেরণা প্রাণে জাগিয়া উঠে। যুগ যুগ ধরিয়া এই রত্ন সাধক ভক্তের কণ্ঠহার হইয়া রহিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

উত্তম বস্তুকে উত্তম বলিতে পারার সুযোগ পাইয়া নিজে ধন্য হইলাম।

দাসানুদাস—

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No.........
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

মুখবন্ধ

আমি এই গ্রন্থের লিখিত বিষয়সমূহ আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকের সঙ্কলয়িতা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক। সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, ঠাকুরের পত্রাবলী প্রকাশ ও প্রচারমানসে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল ; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ সাধুদের ভাষা ও শব্দ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে কোথাও ভাষা, কোথাও বা ভাবের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া আমি কোনরূপ সংশোধন করিতে প্রয়াসী হই নাই, কারণ আমি শ্রীশ্রীরামঠাকুরকে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগসিদ্ধ মহামানব বলিয়া জানি, তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধাও রহিয়াছে। এই সকল কারণেই তাঁহার এবং শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার ভাষা বা শব্দ শুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি নাই।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অমৃতময় একটি **'প্রবেশিকা'** সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে ধর্ম্মজগতে এক অপূর্ব্ব জ্ঞানোদয় হইবে। আমার মনে হয়, এই **'প্রবেশিকা'** পাঠে গ্রন্থের সারাংশ বুঝিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে ও সুচারুরূপে উহার অর্থবোধ হইবে।

পত্রাবলীর মধ্যে অনেক স্থানে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অর্থ ও ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই কারণে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাইলেও এইগুলি গ্রন্থের পরিপোষক হইয়াছে।

আশা করি শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ সাল } ইতি—
শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

নিবেদন

কিছুকাল পূর্ব্বে ঢাকুরিয়া (জিলা ২৪ পরগণা) অবস্থান সময়ে করুণাময়, পরম পুরুষ, পূজ্যপাদ, ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের স্বহস্তলিখিত পত্রাবলীর সারাংশ—যাহা আমার আংশিক সংগ্রহ করার সৌভাগ্য হইয়াছিল—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক-গুচ্ছের সঙ্গে মিল করিয়া তাহা প্রকাশের জন্য প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়া আমি কিছুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু পুনরায় রাজকার্য্যব্যাপদেশে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায়, কতকদিন আর এবিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাই নাই। কর্ম্মত্যাগের পর আসিল দৈব-দুর্য্যোগ—বঙ্গ ভঙ্গ হইল, দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন! অতঃপর কিছুদিন নানাস্থানে ঘুরিয়া, কলিকাতায় আসিয়া অস্থায়ীভাবে যাদবপুরে বাস করিতে লাগিলাম। তখন পুনরায় সেই স্পন্দন অনুভব করিয়া লিখার সংকল্প করিলাম।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল, কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, **"শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি"**; তথাপি **"শুভস্য শীঘ্রং"** নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক আরম্ভ করিয়া দিলাম। জীবনের উপান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সত্তরের কোঠায় পা ফেলিয়াছি। আর কতদিন? আমার ন্যায় 'অল্পবিদ্যা-ভয়ঙ্করী' ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অভাজনের পক্ষে এই প্রকার বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা **"উদ্বাহুরিব বামনঃ"** (বামন হইয়া চাঁদে হাত) বই আর কিছুই নয়; কারণ, যে ক্ষেত্রে—

"কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥"

সম্যক্ জানেন কৃষ্ণ গীতা পরিচয়,
কিঞ্চিৎ জানেন আর বীর ধনঞ্জয়,
আর কিছু বুঝেন ব্যাস, ব্যাস-কুমার,
জনক মিথিলাপতি যাজ্ঞবল্ক্য আর।

আমি কোন্ ছার!

তবে একমাত্র ভরসা, **"গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্"**—একমাত্র **গুরুর কৃপায়ই** অসম্ভব সম্ভব হয়। **"মূকং করোতি বাচালং"**। তাই এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হইয়াছি। ভক্ত পাঠকমণ্ডলী, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপুরুষ, পূজ্যপাদ, ভক্তিভাজন, গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর রামদয়ালের অপার করুণার ফলে এই অধমকর্ত্তৃক সংগ্রহীত তাঁহার অমৃতবাণীপূর্ণ পত্রাবলীর সারাংশ **ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ**—এই চারি স্তবকে বিভক্ত ও পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া শেষের দিকে এক একটি সংক্ষিপ্ত **উপসংহার** সংযুক্ত হইয়া এবং স্থক্ষ্ম-দেহধারিণী **শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার বিচ্ছেদানল** চিঠিখানা ও দয়ানিধি **শ্রীশ্রীঠাকুর কৈবল্যনাথের** আশ্রম-মাহাত্ম্যসম্বলিত পত্রাবলী **"প্রবেশিকা"** রূপে একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে পাণ্ডুলিপি তৈয়ার হইয়া থাকে। কিন্তু কতিপয় স্থলে **বাইবেল ও কোর্-আনের** কয়েকটি সমভাব-উক্তি উদ্ধৃত করার ইচ্ছায় ও চেষ্টায় এক বৎসরকাল অতীত হইয়া ১৩৬১ সালের ১৯শে মাঘ শুক্লা দশমী তিথিতে—রামদয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে এই **রামামৃত-লহরী** সুধী ভ্রাতাভগ্নীগণ,—ভক্ত পাঠক-মণ্ডলীর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল। এই নরাধম নিমিত্ত মাত্র।

এই মায়াময় সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া গৃহীর পক্ষে কি প্রকারে জীবন্মুক্তি লাভ হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের করুণাময় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দয়াল ঠাকুরও তেমনই এই রামামৃতে প্রকাশিত তাঁহার অমৃতবাণীদ্বারা এই **যুগসন্ধিক্ষণে** বিশ্ববাসীর কৈবল্য-মুক্তির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরের এই সকল পত্রাবলী অসীম ও অগাধভাবে পূর্ণ। এক একটি পত্র অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলে তাহার মধ্যে বেদবেদান্ত ও উপনিষদের ভাব-সমূহ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শুধু গীতারই আশ্রয় নেওয়া হইয়াছে। তাই স্থলবিশেষে গীতার শ্লোকগুচ্ছ উদ্ধৃত করিয়া তন্নিম্নে তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলীর সারাংশ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা হইয়াছে। এখন, সাধনেচ্ছু সুধী ভ্রাতাভগ্নীগণ ও ভক্ত পাঠকমণ্ডলী এই সঙ্কলনে প্রকাশিত তাঁহার আলোকচিত্র (ফটো)-গুলির প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া—শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুর সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে আছেন এবং "শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (গীতা ২।৭)—অর্জ্জুনের ন্যায় এই প্রকার সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরতার ভাব নিয়া—শরণাগতের ভাব নিয়া, ধ্যান-ধারণার উপযোগী করিয়া গীতার শ্লোক-ভাষ্যের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলী মিল করিয়া নিবিষ্টচিত্তে ব্যাকুল ভাবে পুনঃ পুনঃ পড়িলেই অর্থবোধের সহিত ক্রমে সহজ সাধনা আরম্ভ হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ....
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
SANAR...

তখন সাধক শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরের কৃপায় স্বপ্নের বিকাশও অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই ; অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিতদের মধ্যে অনেকে ইন্দ্রিয়াতীত অননুভূতপূর্ব্ব স্বপ্নের অনুভূতি উপলব্ধি করিবেন এবং ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্নে মন্ত্র পাইবেন, অথবা কোথায় কাঁহার যোগে মন্ত্র পাইবেন তাহার প্রেরণা পাইবেন।

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব পত্রাবলী কখন, কোথায় বসিয়া, কাহার নিকট, কোথায় লিখিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে অধিকাংশ পত্রেরই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এখন সম্ভবপর নহে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাও কম বোধ হইতেছে ; কারণ এই সব পত্রাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্য হইল শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ জনমণ্ডলীকে পরিবেশন করার চেষ্টা ; তাই যাহাতে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ হয়, সেই প্রকারেই চিঠির সারাংশসমূহ গীতার শ্লোকসহ যতদূর সম্ভব পৃথক্‌রূপে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সংকলিত হইয়াছে। যে স্থানে এক পত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পৃথক্ না করিয়া, সম্পূর্ণ পত্রই দুই তিন স্তবকেই সংকলিত হইয়াছে। একার্থ-বোধক পত্রাবলী এক এক স্থানে যথাসাধ্য সন্নিবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বপত্রের পুরোভাগে গীতার শ্লোক প্রযোজিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক পত্রেই গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরে সুধী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের ও ভক্ত পাঠকমণ্ডলীয় বোধ-সৌকর্য্যার্থে মধ্যে মধ্যে পাদটিকারূপে শ্লোকের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরের পত্রাবলী এবং স্বপ্ন-দেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার চিঠিখানা যে ভাষায়, যে ভাবে লিখিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, দেশকাল প্রচলিত শুদ্ধাশুদ্ধের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, সেই প্রকারেই তাহা ভক্ত পাঠকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত করা হইতেছে। তাহাতেও সম্যক্‌রূপে ভাবগ্রহণের পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধার কারণ দেখা যাইতেছে না।

পাহাড়তলী (চট্টগ্রাম—পূঃ বঃ) **শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম** আশ্রমের 'মা' * একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা, সাধু মহাপুরুষদের ত ভিন্ন ভিন্ন বহু সম্প্রদায় আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে 'আমরা কোন্ সম্প্রদায়' বলিব ?" তদুত্তরে দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, **"আপনারা মানব সম্প্রদায়।"**

---

* ফেনী (নোয়াখালী—পূঃ বঃ) কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মা-ই আশ্রমের "মা" বলিয়া পরিচিতা। এই সম্বন্ধে প্রমথদার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া **গীতামৃত-লহরী** শেষ করিতে গেলে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইতেছে।

পাহাড়তলীতে **শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম** প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই **আব্দুল** নামে জনৈক স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতা আশ্রমের দৈনন্দিন সেবাকার্য্যের সহায়তা করিতেন। পরবর্ত্তী সময় যখন শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুর আশ্রমে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহাকে সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি আশ্রমের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন।

ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে, ফরিদপুর জিলার (পূঃ বঃ) অন্তর্গত, **তাঁহার জন্মস্থান কার্ত্তিকপুর পরগণান্তর্গত ডিঙ্গামানিক গ্রামে, পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমিতে** উৎসব হইল। ঐ সময় **চেরেগ আলী** নামে একজন স্থানীয় মুসলমান ভাইকে শ্রীশ্রীদয়ালঠাকুর একখানা আসন ও শক্তি দিয়া ঐ উৎসবমণ্ডপে রাখিয়া, তিনি স্থানান্তরে গিয়া রহিলেন। এই চেরেগ আলীর আসনের এমন শক্তি ছিল যে, সেই আসনে বসিয়া তিনি যাহাকে যেই ঔষধ দিতেন, তাহাতে তাহার আশ্চর্য্য ফল হইত। এই চেরেগ আলী ভাইকে দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর মন্ত্র দেওয়ার আদেশও দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে, উক্ত ডিঙ্গামানিক গ্রামের নিকটবর্ত্তী জালিয়াহাটী গ্রামবাসী **তমিজ উদ্দিন লাকড়িয়া** নামে একজন বৃদ্ধ

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত চিঠির কিয়দংশ ভক্ত পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

"আপনার পিতামাতা যদি দয়া করিয়া ঐ কৈবল্য আশ্রমে অবস্থান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমার বড়ই আনন্দ হইতো। এই আশায়ই আমাকে ঐ আশ্রমের অর্থাৎ কৈবল্যধামের ভার বহনের স্বীকার করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে ঐ কৈবল্যশক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে শক্তি পাইয়াছিলাম।

আমার আর আপনার একই বলিয়া মনে করি, আপনি কি আমি এ কথনও আপনার পিতামাতার কাছে ভিন্ন বোধ করা, আপনার পিতামাতার পক্ষে ভুল বুদ্ধি বলিয়া মনে হয়। প্রমথ, মন্মথ কি রাম, একই বলিয়া তাহান-দিগকে বুঝার দরকার। আপনি কি মন্মথ বাবু যদি কিছু করেন তাহা কি তিনি পর বুঝিতে পারেন, কথনই নয়। এয়ো সেইরূপ। তাহানই আধিপত্য হয়ে আছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. ....nyas Ashram BENARAS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মুসলমান ভাইও শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বহু মুসলমান ভ্রাতাই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরের নিকট জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কোন বৈষম্য ছিল না। বর্ত্তমানে যাঁহারা মন্ত্র দেওয়ার জন্য দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও জাতি বর্ণনাদির কোনও বৈষম্য নাই। তাঁহারাও জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই মন্ত্র দিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় সাধক কবিও প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে গাহিয়াছিলেন,—

"জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি ;
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি।
মগে বলে "ফরাতারা", "গড্" বলে ফিরিঙ্গি যাঁরা,
"আল্লাহ্" ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি॥" †

যেমন একই লোককে তাহার বিভিন্ন আত্মীয়গণ কেহ বাবা, কেহ কাকা, কেহ মামা, কেহ ভাই, কেহ দাদা ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করে, কিন্তু সম্বোধ্য সেই একই ব্যক্তি, তেমন আমাদের বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরাধ্যও সেই একই চৈতন্য-শক্তি—অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম ‡ ; আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানব-মণ্ডলী বিভিন্ন ভাষায় সম্বোধন করি—এইমাত্র। তাহাতেও সেই অদ্বৈত চৈতন্যেরই আরাধনা করা হয়।

বিশ্বাসই ধর্ম্ম। যে জাতি ও যে সম্প্রদায়ের যে প্রকার বিশ্বাস, তাহাতেই তাহাদের সাধনা হয় এবং মোক্ষপ্রাপ্তিও নিকটস্থ হইয়া পড়ে। গীতায়ও ইহার পরিষ্কার ইঙ্গিত রহিয়াছে :—

---

†. Holy Bible, New Testament : Corinthian Ch. 12, Paras 4-6."

"4. Now there are diversities of gifts, but the same spirit."

"5. And there are differences of administrations, but the same Lord.

"6. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all."

‡ Holy Bible—New Testament : S. Mark : Ch. 12, Para 29.

"......The Lord our God is one Lord."

কোর্-আন্ :—ওয়া ইলাহুকুম্ ইলাহু, ওয়া আহিদুন্ ওয়া ইলাহা ইলাহু—সুরা ২, আয়াত্ ১৬৩

Your God is one and there is no God but He.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়! যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ গীতা ৯।২৩
মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গীতা ৯।৩২

ধর্ম্মজগতে সবই এক—কোন বৈষম্য নাই, কোন পার্থক্য নাই। এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে; তাহাও পূর্ব্বোক্ত গানেই পরিষ্কার পরিস্ফুট হইতেছে। যে-কোন প্রকার সাধনাই অদ্বৈতের সাধনা—নিরাকারের উপাসনা। কারণ, সাধনার **যে একটি চিন্ময় সূক্ষ্ম অবস্থা "চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স-চরাচরম্,"** যাহা এই বিরাট বিস্তারে—সাধকের অন্তরে বাহিরে মিশে আছে এবং এই বিরাট মনোময় আকাশে তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহাই ধ্যেয়, তাহা সাকারেই হউক, অথবা নিরাকারেই হউক। হিন্দুর প্রতিমা-পূজা প্রতিমা নয়, নিরাকারে বিশ্ব-চৈতন্যে চিৎশক্তির পূজা,—যে শক্তি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, সেই শক্তির পূজা। ইহাই **নিরাকারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের আরাধনা; * অমূর্ত্তের সাধনা—যদমূর্ত্তং তৎসত্যং তদ্‌ব্রহ্ম।"** পূজার পূর্ব্বেই প্রতিমা প্রভৃতিতে প্রাণ-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়।

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলীতেও নিরাকারের—অদ্বৈতের সাধনার ভাবই পরিষ্কার প্রতিভাত হইতেছে।

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু মন্ত্রেচাক্ষরবুদ্ধিকঃ।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিরনন্তং নরকং ব্রজেৎ॥"

গুরুতে যে মনুষ্য বোঝে, মন্ত্রে বোঝে অক্ষর,
প্রতিমায় শিলা বোঝে, ভোগে নরক দুস্তর।

এই প্রসঙ্গে সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার চিঠির দুই লাইন সুধী ভ্রাতা-ভগ্নীগণের সতর্কতার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, **"মায়ের এই লিপিসংক্রান্ত কোন আভাস প্রকাশ্য অন্ধজন-সমাজে**

---

* Holy Bible New Testament : the First Epistle General of John, Ch. 1, P-5 "God is light and in him no darkness at all."

কোর্‌আন্‌-আল্লাহু নুর উচ্ছামা ওয়াতি, ওয়া আল্‌ আরজ্‌, সুরা—২৪, আয়াত ৩৫

God is light of heaven and the earth.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিবেন না।" এখানে অভক্তজনসমাজ বলিতে 'অজ্ঞানান্ধ, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন, বেদপুরাণ-উপনিষদে অবিশ্বাসী, তামস-প্রকৃতিসম্পন্ন, তোষামোদপটু জনসমাজকে' বুঝায়। শ্রীশ্রীগীতাও এই বিষয় জনমণ্ডলীকে পরিষ্কার শিক্ষা দিতেছেন :—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ গীতা ১৮।৬৭

শ্রীশ্রীরুদ্রজামালে বগলামুখী স্তোত্রেও ইহার পরিষ্কার উল্লেখ দেখা যায় :—

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥

এই সঙ্কলনকার্য্যে যাদবপুর কৈবল্যধামের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত যামিনীরঞ্জন আদিত্য এবং ভক্তপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তুলসীদাস গাঙ্গুলী তাঁহাদের সংরক্ষিত কয়েকখানা চিঠির নকল দিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, ইহার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমাদের কৈবল্যমুক্ত গুরুভ্রাতা পরলোকগত ডক্‌টর্ প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পি. আর. এস., পি-এইচ্. ডি. মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, বর্ত্তমানে সোদপুর পানশিলা কলোনীর অধিবাসী, দক্ষিণেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষক, মহোপাধ্যায় শ্রীযুত শ্যামাচরণ কাব্য-বেদান্ত-শাস্ত্রী মহাশয় এই সঙ্কলনে স্থানপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুরের পত্রাবলীর সঙ্গে শ্রীশ্রীগীতার শ্লোকগুচ্ছের প্রযোজনা দেখিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিশের সুযোগ্য ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত কৌশিকী চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদ্রণব্যাপারে এবং শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুত অনাথবন্ধু আদিত্য, বি. এল্. মহাশয় এই সঙ্কলনকার্য্যে প্রুফ দেখিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন ; স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুত শচীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল., কাব্যতীর্থ মহাশয় এই পুস্তকের প্রচারকার্য্যে আমাকে সাহায্য করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

বিদ্বদ্বরেণ্য, আগম-নিগম ও সাধনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন, বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ভারতের অমূল্য রত্ন, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ, এম.এ., ডি.লিট. এবং ফরিদপুরের (পূঃ বঃ) প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আশ্রিত, বৈষ্ণবাচার্য্য, বাগ্মীপ্রবর ডক্‌টর শ্রীযুত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (চিকাগো) এই রামামৃত পাঠে তাঁহাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকের ও আমার গৌরব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্দ্ধন করিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইহা বলাই বাহুল্য যে, শ্রীশ্রীরামঠাকুরের উপদেশ ও আদেশে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ধর্ম্মে বিশ্বাসী জনমণ্ডলীর জন্যই বিশেষভাবে এই সঙ্কলন প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ গীতা ৪।৩৯

গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। এই প্রকার শ্রদ্ধাসম্পন্ন, আস্তিক্যবুদ্ধিশালী, তদ্গতচিত্ত ব্যক্তি—যিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ শান্তি অর্থাৎ মুক্তি পাইয়া থাকেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গীতা ৪।৪০

গুরূপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোকও নাই ; এমন কি, তাহার কোন প্রকার জাগতিক সুখও হয় না।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ !
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ গীতা ৯।৩

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'এই ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানরূপ ধর্ম্মে, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে, গুরু ও বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসশূন্য, সন্দেহযুক্ত ব্যক্ত আমাকে—শ্রীভগবান্‌কে, শ্রীগুরুকে—না পাইয়া মরণশীল সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে ; অর্থাৎ 'জন্মমৃত্যুর গতাগতি ঘোচে না'।

যেমন বাইবেলের প্রেরিতপুরুষ যীশুখ্রীষ্ট এবং কোর্-আনের প্রেরিতপুরুষ হজরৎ মোহাম্মদ, সেইরূপ **এই রামামৃতের প্রেরিতপুরুষ শ্রীশ্রীরামঠাকুর।** যে সব ভক্ত পাঠকমণ্ডলী এই রামামৃতে উদ্ধৃত তাঁহার উপদেশ ও আদেশে বিশ্বাস করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, তাঁহারাই সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিপদ হইতে—**প্রলয় ঝঞ্ঝা** হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া **কৈবল্যধামে** বাসের অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই।

সহৃদয় ভক্ত পাঠকমণ্ডলী এই গ্রন্থের যে-কোন দোষ ত্রুটির প্রতি সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহারা বাধিত হইবে।

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া হইলে এই রামামৃত হিন্দী, আসামী, ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রকাশের বাসনা রহিল। ইতি—

যাদবপুর, ২৪ পরগণা } **রামদাস দীন শ্রীচিন্তাহরণ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়)**
১৯শে মাঘ ১৩৬১ } (ভূতপূর্ব্ব আসাম গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সূচীপত্র

প্রবেশিকা

কৈবল্য প্রাপ্তির মুখ্য উপদেশ ... ১-১৩

কৈবল্যধামে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের নির্দ্দেশ ... ১৪

সূক্ষ্ম-দেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার উপদেশ—"বিচ্ছেদানল" ১৫-২৯

কৈবল্যধামের মাহাত্ম্য বর্ণনা ... ৩০

শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের ভক্তগণের কৈবল্যমুক্তি ... ৩১

অখণ্ড কৈবল্যনাথের নির্দ্দেশবাণী ... ৩১-৩২

প্রথম স্তবক

ধর্ম্ম

সাধন সম্বন্ধীয় উপদেশ ... ৩৩-৫৩

পাতিব্রত্য ধর্ম্ম—সত্যনারায়ণ-সেবা ... ৫৪-৬৩

ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম ... ৬৪-৭৮

গুরুকৃপা—গুরুভক্তির ফল ... ৭৯-৮৮

দ্বিতীয় স্তবক

অর্থ

সংসার ধর্ম্মীর সাধারণ কর্ত্তব্য ... ৮৯-১১৬

অকর্ত্তা হইয়া কার্য্য করা ... ১১৭-১৩০

তৃতীয় স্তবক

কাম

প্রারব্ধ ভোগ ... ১৩১-১৪৫

প্রারব্ধ খণ্ডন ... ১৪৬-১৫০

শোকে সান্ত্বনা ... ১৫১-১৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ স্তবক

মোক্ষ

কৈবল্য প্রাপ্তিই মোক্ষ ... ১৫৩-১৭২

উপসংহার

শ্রীমুখের অমৃতবাণীর—

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সারার্থ ... ১৭৩-১৮৮

অর্থ সম্বন্ধীয় সারার্থ ... ১৮৯-২০২

কাম সম্বন্ধীয় সারার্থ ... ২০৩-২০৭

মোক্ষ সম্বন্ধীয় সারার্থ ... ২০৮-২১৩

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় ... ২১৪-২১৯

দৃষ্টিশক্তি রক্ষার উপায় ... ২২০

পরিশিষ্ট

তারকব্রহ্ম নামমাহাত্ম্য ... ১-৪

শ্রীরাম মন্ত্ররাজ-স্তোত্রম্ ... ৫-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS

রামামৃত—সাধন-বিজ্ঞান

প্রবেশিকা

কৈবল্য প্রাপ্তির মুখ্য উপদেশ

'প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখং ন বিন্দতি ।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ' ॥

প্রাণশূন্য দেহে যথা সুখদুঃখে নাহি ব্যথা,
কৈবল্য মুক্তিকামি, হে ভ্রাতা-ভগিনীগণ!
মোরা হইব তেমন সুখেদুঃখে বোধহীন,—
মাতা-পিতা-জায়া-পুত্রে অনাসক্ত-প্রাণ।
এই ভাবে যে চলিবে পরিত্রাণ সে-ই পাবে,
ভবজ্বালা ঘুচি যাবে কৈবল্যভবন।

মানুষ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। * অতীত আর্য্য সভ্যতার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিনে এই ভারতবাসীর জ্ঞান, প্রেম ও তেজের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তার মূল কারণ ছিল আত্মানুভূতি। এই আত্মানুভূতি অল্প-বিস্তর সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। কি প্রকারে সেই আত্মানুভূতি লাভ করা যায়, তৎপ্রতি তাঁহাদের কালোচিত বিশেষ লক্ষ্য ও চেষ্টা ছিল। তাঁহাদের মনপ্রাণ, ধ্যান-ধারণা, শুধুই ঐ আত্মানুভূতিলাভের জন্য নিয়ত নিযুক্ত থাকিত। কারণ, এই আত্মানুভূতির জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম রূপ এমনই সুন্দর, এমনই মধুর যে, জীব একবার সন্দর্শন করিলে, আর তাহা ভুলিতে পারে না। জাগতিক যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশিও সেই অবিনাশী সৌন্দর্য্যের নিকট অতি তুচ্ছ। সেই সৌন্দর্য্য "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং" ভোগ করাই তাঁহাদের একমাত্র প্রধান

---

* "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্য ছিল। আজও লোকের তাহাই কাম্য ; কিন্তু জীব অজ্ঞানান্ধকারে এতই সমাচ্ছন্ন যে, অস্থায়ী পার্থিব সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হইয়া, সেই আনন্দ লাভের জন্য কেবল উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় ; কেহ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়া আনন্দ পায়, কেহ বহুবিধ উপায়ে তাহা সম্ভোগ করিয়া আনন্দ পায়, কেহ বা দান করিয়া আনন্দ পায়। কিছুদিন ভোগ ও দান করিয়া তাহার প্রকৃত আনন্দের কোন অনুভূতি না পাইয়া পুনরায় ছুটিতে থাকে ; মূল বিষয়বস্তুর সন্ধান পায় না—কেহই প্রকৃত আনন্দ পায় না।

শ্রুতি বলিতেছেন,—

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্ ব্রহ্ম'॥ তৈঃ উঃ

আনন্দ হইতেই এই বিশ্বজগতের যাবতীয় জীবের উৎপত্তি, এই আনন্দেই স্থিতি এবং এই আনন্দেই লয়। এই সৎ—চিৎ—আনন্দময় ব্রহ্মই আমাদের ধ্যেয়। 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' ; কারণ, এই সৎবস্তুর অভাব হয় না, ধ্বংস হয় না, হ্রাস হয় না, বৃদ্ধি হয় না ;—ইহা সদা চৈতন্যময়—জ্ঞানময়—অমৃতময়—আনন্দময়। মানুষ এই আনন্দেরই সন্ধান করিতেছে। একমাত্র যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁহার আত্মানুভূতি হইয়াছে, তিনিই আনন্দ পান এবং আনন্দের সন্ধান দিতে পারেন। আজ আমরা সেই অতীত যুগের বিশ্ববরেণ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আর্য্য-সভ্যতাকে হারাইয়া, আত্মানুভূতি হারাইয়া, শক্তিহীন হইয়া, অধঃপতিত হইয়াছি ; আবার জগৎ জুড়িয়া সেই আর্য্য-সভ্যতার, সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের, সেই আর্যজ্ঞানের, অভ্যুত্থান হইবে ; তাহারই ইঙ্গিত পরমপুরুষ পূজ্যপাদ, ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীগুরু-দেবের এবং শ্রীশ্রীপরম গুরুদেবের অমৃতবাণী—আশ্বাসবাণী, আশ্রম-মাহাত্ম্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানিধি কথা প্রসঙ্গে এক সময় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "আমার কোটি কোটি অংশের এক অংশের, কোটি কোটি অংশের এক অংশের, এক কণা যে আমাকে বুঝিতে পারিয়াছে, সে এই দেহে নাই ; যদিও থাকে, সে লোকালয়ে নাই।" এই কথা দ্বারা প্রাণগোবিন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে কি এই কথাই বুঝাইতেছেন না যে, তিনিই স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্—"অনাদিরাদি-গোবিন্দ কারণকারণম্?" কারণ, গীতায়ও আমরা ইহার পরিষ্কার আভাস পাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ গীতা ৭।৩

অতএব এই আশ্রম-মাহাত্ম্যে যাঁহাদের শ্রদ্ধা হইবে, তাঁহারাই এই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মহামানবকে, তাঁহার উপদেশানুযায়ী অনুশীলন দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা, সাধনা দ্বারা বুঝিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রাম (পূঃ বঃ) পাহাড়তলীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের ভূতপূর্ব্ব প্রথম মহন্ত মহারাজ কৈবল্যমুক্ত পরম শ্রদ্ধেয় ৺হরি-দার (১) নিকট, শ্রীশ্রীঠাকুর

---

(১) কৈবল্যমুক্ত, পরম শ্রদ্ধেয় ৺হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এখানে যৎসামান্য আভাস দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি আসাম লিডুতে 'আসাম রেলওয়ে এ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর' ডিপো ক্লার্কের পদে চাকুরী করিতেন। সন ১৩৩৭ বাং ১০ই শ্রাবণ, শুক্রবার (১৯৩০ ইং ২৬শে জুলাই) চট্টলস্থ (পূঃ বঃ) পাহাড়তলীতে শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন হইতেই ৺হরি-দা শ্রীশ্রীগুরুদেব রামদয়ালের আদেশে অবসর গ্রহণান্তর আশ্রম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি সাধন-পথে কিছু কিছু অগ্রসর হইতেছিলেন। মৃত বা জীবিত সূক্ষ্ম-দেহীর সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়া অনেক দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসাও করিতে পারিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়প্রাপ্তির ইঙ্গিতও তাঁহার মৃতপত্নীর নিকট হইতে, তাঁহার কর্ম্মত্যাগের বহু পূর্ব্বেই তিনি পাইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বভাব অতি কোমল ও মধুর ছিল। কোন ভক্ত আশ্রমে গেলে তাঁহার যাহাতে কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি তাঁহার আশ্রমোপযোগী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ভিতরে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। ভ্রাতৃসংসর্গে তিনি 'অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। ঐ আশ্রমে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর রামদয়ালের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী সেবা পূজা করিতে করিতে তাঁহার আত্মানুভূতি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয়ে একদিন বলিয়াছিলেন, "হরিবাবুর মধ্যে যোগ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে" এবং এই সম্বন্ধে যাদবপুর (২৪ পরগণা) "কৈবল্যধামের" ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ যামিনী-দার নিকট লিখিত দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা চিঠি দেখিয়া আমারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গে সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার (২) **"বিচ্ছেদানল" চিঠির বিষয় এবং আশ্রমমাহাত্ম্য সম্বলিত উপদেশপূর্ণ অমৃতবাণীসমূহ** আমার শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। যে সব কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সেই চিঠিতে দয়াল ঠাকুর যামিনী-দাকে লিখিয়াছেন—"তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, তুমি হরিবাবুর ছায়া-স্বরূপ হইয়া থাকিবা তাহাতেই তোমার সকল যোগজ্ঞান সম্পাদন হইবে।"

আমার অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে (পূঃ বঃ) থাকা কালে, আমি বৎসরে ২।৩ বার পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জিলার অধীন কার্ত্তিকপুর পরগণার অন্তর্গত ডিঙা-মানিকের নিকটবর্ত্তী আমার বাড়ী আটপাড়া গ্রামে আসিতাম; প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পাহাড়তলী আশ্রম হইয়া যাইতাম। সেই সময় ৺হরি-দার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রসঙ্গে সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার চিঠি এবং আশ্রম মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয় শুনিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাই ৺হরি-দার সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখার আগ্রহ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। অবশ্য ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন, তাঁহারা হয়ত শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রসঙ্গসহ ৺হরি-দার জীবনের একখানা নাতিদীর্ঘ ইতিহাস, পরবর্ত্তী আশ্রিতদের অবগতির জন্য রাখিয়া যাইবেন।

আমার মনে হয়, স্নেহময়ী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার এইপ্রকার উপদেশপূর্ণ চিঠি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও প্রেরিত হইয়াছে।

(২) আমার মনে হয়, এই জয়ন্তীমাই "মেরুপৃষ্ঠ ঋষি।" আমাদের আসন-শুদ্ধিমন্ত্রেই তাহা পরিষ্কার পরিস্ফুট হইতেছে; যথা,—

"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলশ্ছন্দঃ।
কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥"

অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ অগম্য ভূ-দেশ মেরুপৃষ্ঠে কেমন করিয়া ঋষিরা বিচরণ করেন। সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার লিখিত 'বিচ্ছেদানল' চিঠি পরিষ্কাররূপে এবং বিস্তৃতভাবেই তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। যাঁহাদের এই চিঠি দেখার সৌভাগ্য হইবে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, এই চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডলে কুত্রাপিও ঋষিদের অগম্যস্থান নাই।

চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডল—গোলোকের নিম্নে বৈকুণ্ঠ নারায়ণের আবাস, বিধিভক্তির ধাম। বৈকুণ্ঠের নীচে ব্রহ্মলোক—নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃ, জ্ঞানপন্থার সাযুজ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No...............

...ayee Ashram

BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

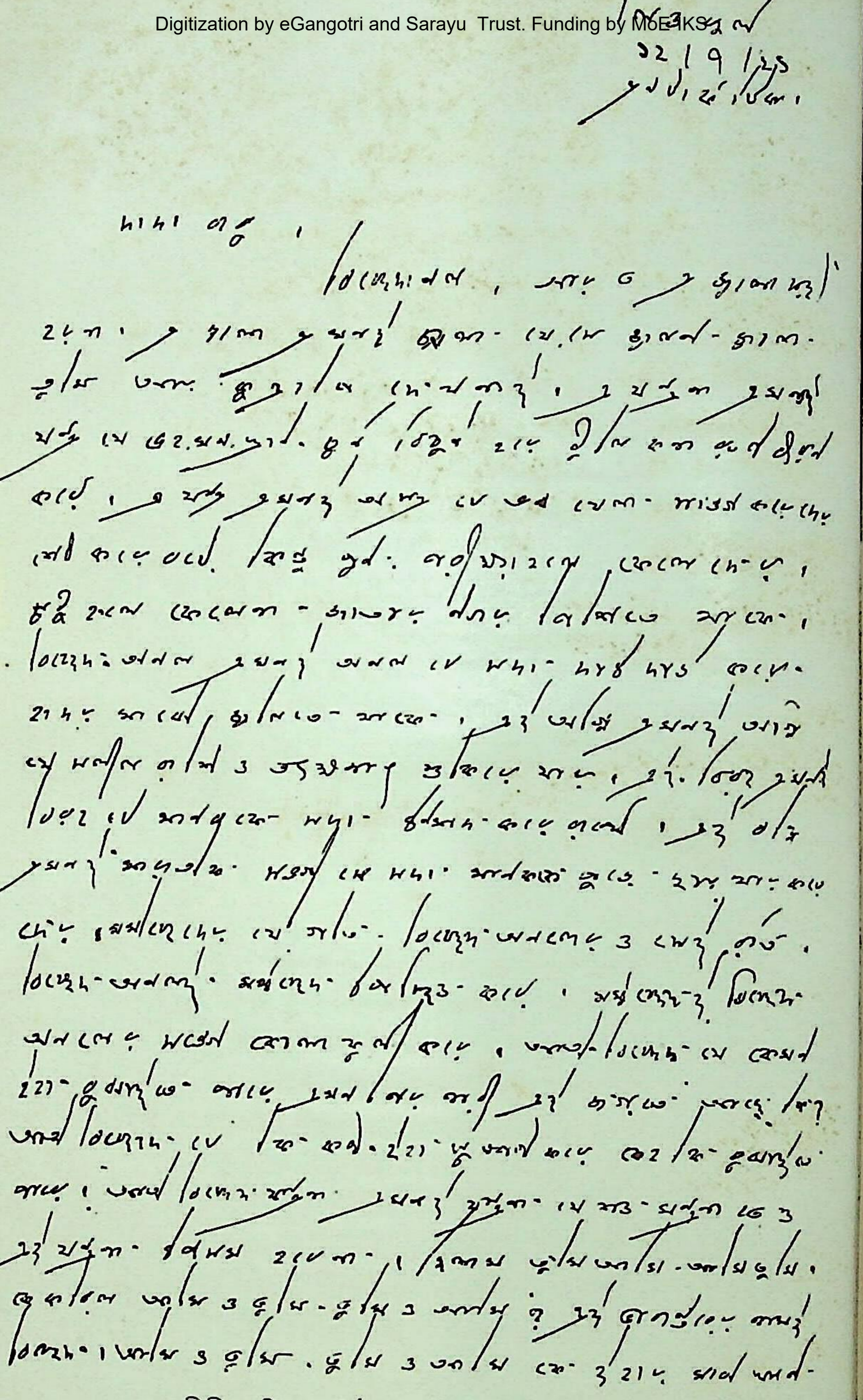

শ্রীশ্রীজয়ন্তী-মার চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত স্বরূপ সংগৃহীত হইয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য **গীতামৃত-লহরীর প্রবেশিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।**

গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোক লইয়া চিন্ময় রাজ্য। ব্রহ্মলোকের নীচে বিরজা নদী—চিন্ময়, মায়াময়ের সীমারেখা। বিরজার এপারে প্রকৃতির রাজ্য। এই মায়াময় মোহময় প্রকৃতির রাজ্যে সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং সপ্ত অধোলোক লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন। উর্দ্ধলোকে সর্ব্বোপরি—(১) সত্যলোক—নিরহঙ্কারের ধাম, তার নিম্নে (২) তপোলোক - সন্ন্যাসীগণের ধাম, তার নিম্নে (৩) জনলোক—তপস্বী-দিগের ধাম, তার নিম্নে (৪) মহর্লোক—যোগসিদ্ধগণের ধাম; এই চতুর্লোক—যোগসিদ্ধ, তপসিদ্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার পূর্ণসিদ্ধ মহা মহা অশরীরী শক্তিগণের আবাস স্থল। এই চতুর্লোকের নিম্নে (৫) স্বর্গলোক—যাগ-যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা দেহত্যাগ করেন তাঁহারা পুণ্যফলে ঐ স্বর্গলোকে বাসের অধিকারী হন। এই স্বর্গলোকের নিম্নে (৬) ভুবঃ লোক, অন্তরীক্ষ প্রেত পিশাচাদি খেচরদিগের আবাস-স্থল। সর্ব্বনিম্নে (৭) ভূর্লোক, মানবের আবাস ভূমি। এই সপ্ত উর্দ্ধলোকের নিম্নে অতল-বিতল-সুতল-পাতালাদি সপ্ত অধোলোক। এই সপ্ত উর্দ্ধ এবং সপ্ত অধো-লোক লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন—চতুর্দ্দশ ভূ-মণ্ডল।

সূক্ষ্মদেহধারিণী স্নেহময়ী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার এই 'বিচ্ছেদানল' চিঠি "লিওপুল" "এ্যাণ্টার্কটিকা." দক্ষিণ মেরু (কুমেরু) হইতে ১২।৭।২১ ইং তারিখে লিখিত হইয়া U. S. A. Philadelphia-তে Posted হইয়া পাহাড়তলী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ১০ বৎসর পূর্ব্বে পাহাড়তলী Loco. Office-এ Carr. Supt. নামে পৌঁছে। তৎপর পাহাড়তলীতে 'কৈবল্যধামের" প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তদানীন্তন আশ্রম-বাসীদের সঙ্গে এই সব পত্রের পরিচয় হয় এবং এই প্রকার বহু চিঠিই তাঁহাদের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে মাত্র এই "বিচ্ছেদানল" যাদবপুর (২৪ পরগণা) "কৈবল্য-ধামের" ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত যামিনীরঞ্জন আদিত্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি আছে যে, অপাত্রে গুহ্যতত্ত্ব ন্যস্ত করিতে নাই। তাই মা-জয়ন্তীদেবীও এই লিপি-সংক্রান্ত কোন আভাস অন্ধজনসমাজে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অন্ধ—অজ্ঞানান্ধ, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন—অবিশ্বাসী—তমসাচ্ছন্ন—তোষামোদপটু লোকের জন্য এই পুস্তক নয়। এই **"রামামৃতের"** প্রারম্ভেই এই সম্বন্ধে গীতার শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া ভক্ত পাঠকমণ্ডলীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রবেশিকায় দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের পাহাড়তলী (চট্টগ্রাম পূঃ বঃ) আশ্রম-মাহাত্ম্য সম্বলিত পত্রাবলী ও সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার "বিচ্ছেদানল" পত্রখানাই স্থানলাভ করিয়াছে।

মেরুপৃষ্ঠ-ঋষি সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার এই "বিচ্ছেদানল" চিঠি সম্বন্ধে এখানে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাই নিম্নে 'বিচ্ছেদানল' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল।

এই "বিচ্ছেদানল" পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদের কথাই পরিষ্কার-ভাবে সপ্রমাণ করিতেছে। পরমাত্মার অংশরূপে মানুষ যখন এই মরজগতে জন্মগ্রহণ করে, তখন হইতেই এই বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়, যাঁহার বিচ্ছেদে মানুষ কোটীকল্পশতজন্মই এই জন্মমৃত্যুর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। কারণ, সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই আমাদের এই বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। এই বিচ্ছেদ কতই গভীর, কতই দুঃখাবহ কতই অসহ্য, তাহা এই সংসারের সাধারণ মানুষও তাহাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারে।

এই চিঠির কভারের উপর নিম্নরূপ লিখা দৃষ্ট হইতেছে—

From—The Baldwin Locomotive Works,
Philadelphia, U. S. A.

To—Locomotive Carr. Supt.
Assam Bengal Railway,
Pahartali—(India).

With a Postage Stamp

United States.
M. C. Kinley.

সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না করুণাময়ী মা শ্রীশ্রীজয়ন্তীদেবি, এই রামদাস নরাধম অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনারা দেখিতেছেন, সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকারা এই বিচ্ছেদ অসহ্য বোধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। কেহ বিষ ভক্ষণে, কেহ উদ্বন্ধনে, কেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে, কেহ বা জলাশয়ে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই বিচ্ছেদের জ্বালার চির অবসান ঘটাইতেছে। এই ভারতে এক সময় যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাও এই বিচ্ছেদ অসহ্য বোধেই মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সতী স্ত্রী আত্মবিসর্জ্জন করিতেন।* সকলের উদ্দেশ্যই মহামিলন। গীতায়ও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা ৮।৬

এই বিরহ কতই অসহ্য, কতই মর্ম্মন্তুদ, কতই মাধুর্য্যপূর্ণ—তাহা রাধাকৃষ্ণের—ভক্ত-ভগবানের প্রেমের কাহিনীতে বৈষ্ণব কবিগণ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

"সখি গো, যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে নাহি এলো,
আমার জীবন আবরণ, পরশ রতন কাঁচের সমান ভেল,
আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব শঙ্খের কুণ্ডল পরি,
আমি যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে যথায় নিঠুর হরি॥
দে দে, আমায় সাজিয়ে দে গো,
আমার ভূষণ ভাল লাগে না গো—।"

আমাদেরও সেই প্রকার, পরমাত্মায় লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, তাঁহার সঙ্গে মিলনের জন্য, কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্য, প্রয়োজন মত "নবদূর্ব্বাদল শ্যাম" বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ত্তব্য।

পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন উদ্দেশ্য হইলেও মানুষ ভ্রম বশতঃ মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া, জীবাত্মায় মিলন কামনা করে। আমাদের মানবাত্মার প্রেমভাব

* আমার প্রপিতামহী তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় একমাত্র শিশু পুত্রটিকে এই সংসারে অসহায় অবস্থায় ভবিতব্যের হস্তে ফেলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে, হুলুধ্বনি দিতে দিতে, মৃত প্রিয়-পতির জ্বলন্তচিতায় প্রাণ আহুতি দিয়া, সানন্দে পতির সহগমন করিয়াছিলেন। তখন আমার প্রপিতামহ বারভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া, লক্ষ্মণ মাণিক্যের ভুলুয়ায় (নোয়াখালী—পূঃ বঃ) চাকুরী করিতেন সে আজ প্রায় ১৫০ বৎসরের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের (১) মত এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের (২) মত যাহাতে পরমাত্মায় স্থাপন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করাই মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরমাত্মার বিরহে আমরা যখন রাধার মত উন্মাদ হইতে পারিব, সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া যোগী সাজিতে পারিব; প্রণবধ্বনিকে, মুরলী-নাদকে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বর মনে করিয়া "যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী, মন কেমন করে"—এইভাবে, মিলনের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া, ব্যাকুল হইয়া, সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিব, তখনই পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের মানব-আত্মার মিলনের সূত্রপাত হইবে।

---

(১) ভক্তপ্রবর তুলসীদাস অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন; তাঁহার স্ত্রীকে তিনি এক দিনের তরেও কাছছাড়া করিতেন না। একদিন তিনি স্থানান্তরে থাকা সময় তদীয় পত্নী তাঁহার পিত্রালয়ে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তুলসীদাস বাড়ী আসিয়া ঐ কথা শুনিয়া পত্নীর পশ্চাদ্ ধাবন পূর্ব্বক রাস্তায় তাঁহাকে পাইয়া, ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট হইলেন। তুলসীদাসের ঐ প্রকার সাময়িক পত্নীবিরহে কাতরতা দেখিয়া তদীয় পত্নী তুলসীদাসকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুলসীদাস, তুমি আমার জন্য যেমন ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছিলে, সেই ব্যাকুলতা ভগবান্‌কে পাওয়ার জন্য প্রয়োগ করিতে পারিলে তোমার ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিত।" এই কথায় তুলসীদাসের চৈতন্য হইল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি স্ত্রীকে ছাড়িয়া ভগবৎ আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

(২) বিল্বমঙ্গল ঠাকুর একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। পূত-সলিলা ভাগীরথীর পরপারে "চিন্তামণি" নামে তাঁহার একটি রক্ষিতা বারাঙ্গনা ছিল। ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের মত তিনিও ঐ বারাঙ্গনার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। একদিন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের পর গভীর রাত্রে তিনি অবসর হইলেন। সেই সময় পারাপারের সকল নৌকা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গল পার হওয়ার জন্য এতই অধৈর্য্য হইলেন যে, তিনি নদীর তীরে আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তখন একটি গলিত মনুষ্যশব ভাসমান দেখিয়া, ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া ঐটি অবলম্বনপূর্ব্বক, তাহার গলিত অবস্থার দুর্গন্ধ, পোকা প্রভৃতির অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ঐ অবস্থায় নদী পার হইয়া, সেই বারাঙ্গনার বাড়ী গিয়া দেখিলেন, তাহার উচ্চ প্রাচীর ঘেরা বাড়ীর দরজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মিলনের আর বিচ্ছেদ নাই। ইহাকেই বলে সাযুজ্য কৈবল্য মুক্তি।* মেরুপৃষ্ঠ-ঋষি সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমাও আমাদিগকে সেই মুক্তির সন্ধানই দিতেছেন।

সুদূর প্রান্তদেশে, সুদীর্ঘ প্রবাসী, বিপথগামী, উচ্ছৃঙ্খল সন্তানের কিসে মঙ্গল হয়, কি করিলে সে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তাহার কোনপ্রকার আকস্মিক বিপদপাৎ না হয় এবং তাহাকে যাহাতে মা'র কোলে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তজ্জন্য মা যেমন সর্ব্বদা ছটফট করেন এবং সাধ্যমত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন, আমাদের ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না, জগদীশ্বরী, স্নেহময়ী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমাও তেমন আমাদিগের মন ভগবৎমুখী করিয়া এই বিচ্ছেদের চির অবসান ঘটাইবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, আমাদের ভগবৎমুখী মনোবৃত্তির অভাব দেখিয়া, স্নেহময়ী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার আক্ষেপ। প্রলয়ের প্রতীক্ষা শুধু নিরর্থক নয়, সর্ব্বনাশকর। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির বীজ ধ্বংস হইয়া যায় ; কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য খণ্ড প্রলয় অবধারিত ! তাই স্নেহময়ী, সূক্ষ্মদেহধারিণী জয়ন্তীমার এই **'বিচ্ছেদানলে'** সর্ব্ব সংস্কারের রণভেরীর উচ্ছ্বাস – যুগ পরিবর্ত্তনের আভাস।

আসুন ভক্ত-পাঠকমণ্ডলি, আমরা—

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" গীতা ১৮।৫৮

এই ভাব নিয়া শ্রীকৃষ্ণে শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে—শ্রীশ্রীজয়ন্তী-উপদেশে, সম্পূর্ণরূপে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, এই ভবসংসারের জ্বালা হইতে নির্ব্বাণ-মুক্তি—কৈবল্য মুক্তি লাভ করি।

বন্ধ। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া, রজ্জুভ্রমে একটি সর্পের লেজ ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই বারাঙ্গনা বিল্বমঙ্গলের গায়ের দুর্গন্ধ ও পোকা দেখিয়া এবং কি প্রকারে তিনি ঐ গভীর রাত্রে নদী পার হইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাহা শুনিয়া, ঠিক সেই ভক্ত প্রবর তুলসীদাসের পত্নীর মতই তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন। ঐ ভৎসনা শুনিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও, ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের ন্যায়, ভগবান্‌কে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

* সর্ব্ববিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক চিরনিবৃত্তিই 'কৈবল্য মুক্তি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাশক্তিশালিনী, সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার এই সব চিঠি. "এ্যাণ্টার্কটিকা," * দক্ষিণ মেরু এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে লিখিত হইয়া, কৈবল্যধাম প্রতিষ্ঠার বহু বৎসর পুর্ব্বে হইতেই ডাকযোগে পাহাড়তলিস্থ (চট্টগ্রাম পুঃ বঃ) আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের লোকো আফিসে আসিত। এই সব সূক্ষ্মদেহী অশরীরী শক্তিসমূহের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে পাছে কেহ সন্দিহান হন, তজ্জন্য স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

পরপারের এই প্রকার সূক্ষ্মদেহী বহু অশরীরী শক্তিই (Spirit) ধরার সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদিগকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিতেছেন, অনেক সময় অনেক আকস্মিক বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতেছেন,—এমন কি মৃত্যুর কবল হইতেও রক্ষা করিতেছেন। এই সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে যদি কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Mr. Percy Alen, Sir Oliver Lodge প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য occultist-দের গ্রন্থ পাঠ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের আশ্রিতদের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন যে, আমাদের আশ্রয়দাতা দীনদয়াল, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানবরূপী ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুদেব রাম ঠাকুর, প্রয়োজনানুসারে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতেন এবং এখনও বিচরণ করিতেছেন। এমন কি, তিনি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দর্শনও দিয়া থাকেন।† এই সব সূক্ষ্মদেহী শক্তিবর্গের ক্রীড়াভূমি, যজ্ঞস্থলীতে সূক্ষ্মদেহে উপস্থিত হইয়া বহুবার তিনি যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানও করিয়া আসিয়াছেন।

---

* এ্যাণ্টার্কটিকা—দক্ষিণমেরুর চিরতুষারাবৃত, জীবজন্তু ও মনুষ্যবাসের অযোগ্যস্থল ; প্রায় ইউরোপের সমপরিমাণ বিস্তৃত অঞ্চল।

† শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ানিধি তিরোধানের পরে আমার একাদশ বর্ষীয় একটি দৌহিত্র, ৩।৪৪, বিজয়গড় (যাদবপুর, ২৪ পরগণা) নিবাসী শ্রীমান্ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণদাসকে স্বপ্নে মন্ত্র দিয়াছেন। আমার ভগ্নী শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী দেবীকে এবং যাদবপুরের কালীবাড়ী রোড্স্থিত কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও তিরোধানের পরে দর্শন দিয়া, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য অনেককেই শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুর এই প্রকার দর্শন দিয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাতাশকর সরকার

এই প্রকার সূক্ষ্মদেহী অশরীরী হিন্দু এবং শ্রীহট্টের (পূঃ বঃ) মুসলমান পীরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ মহামানব হজরত সাহজালাল ছাহেব এবং ফকির-শ্রেষ্ঠ আওলীয়া-দরবেশ, ফতেগাজী সাহ ছাহেব মরহুম্ প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে, ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে, কোন কোন স্থানে বসিয়া, অন্যান্য সূক্ষ্মদেহী অশরীরীদের সঙ্গে মিলিয়া, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য সাধন-ভজনের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং প্রয়োজনমত স্বপ্নে ঔষধ বিতরণও করিতেছেন। ঐ সব স্থানে যাতায়াত-কারী আমাদের মত স্থূলদেহধারী সংসারী, যাঁহারা সূক্ষ্মদেহে ধরার সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ,—এই প্রকার কতিপয় ত্যাগী গৃহী-সন্ন্যাসীর * সঙ্গে শ্রীহট্টে (পূঃ বঃ) আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল; তাঁহারাই আমাকে এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

পরলোকগত সাধক-প্রবর আমার স্বর্গত বন্ধু, ফরিদপুর (পূঃ বঃ) জিলার অধীন ইদিলপুর পরগণার অন্তর্গত কালুরগাঁ নিবাসী স্বনামধন্য "কিষ্ট ফকির" বিগত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের অনুত্থান পরাজয় † সম্বন্ধে প্যানচেটে পরিষ্কার ইঙ্গিতই আমাকে দিয়াছিলেন।

এমন কি, মহল্লোকবাসী স্বনামধন্য রাজর্ষি সোহহং স্বামী মহারাজও ঐ সব পরলোক সম্বন্ধীয় অনেক তথ্যই আমাকে জানাইয়া দিয়া, পরলোক সম্বন্ধে আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়া, আমার মরণভয় দূর করিয়া দিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রদত্ত সাধনসম্বন্ধীয় একটি উপদেশ সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমার জনৈক occultist বন্ধু, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, শ্রীযুত সরোজকুমার চৌধুরীর সঙ্গে পরলোক এবং তৎস্থানীয় সূক্ষ্মদেহীদের সম্বন্ধে আলাপ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। ইহার তিন চারিদিন পরে পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি, তখনই তিনি

---

* "সূক্ষ্মদেহীর আশ্রিত, স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত কমলাসাগর কালীর বাড়ীতে দ্বাদশ বৎসর সাধন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত, সূক্ষ্মদেহে বিচরণশীল পরম শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র রক্ষিত এবং মৌলবীবাজার চৌয়াল্লিশের (শ্রীহট্ট—পূঃ বঃ) জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ মদনমোহন, "পাগল বাবা"।

† 'ব্রিটিশ এবার এমন ছেঁচা খাবে, আর মাজা তুলিতে পারিবে না।" এই কথাই ফকির আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে নিম্নোদ্ধৃত লিখাটি দিয়া বলিয়াছিলেন—আমি যেইদিন তাঁহার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলাম, ঐ দিনই, শেষরাত্রি ৪ টার সময়, রাজর্ষি সোঽহং স্বামীজী মহারাজ, তাঁহার হাত দিয়া ঐ সব উপদেশ লিখাইয়া তাহা আমাকে দিতে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এই সরোজবাবু আমাদের পাহাড়তলী (চট্টগ্রাম পূঃ বঃ) কৈবল্যধামের ভূতপূর্ব্ব প্রথম মহন্ত মহারাজ কৈবল্যমুক্ত শ্রদ্ধেয় ৺হরি-দার মতই একজন Auto-writer। তিনি মহাপুরুষ শ্রীশ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজের আশ্রিত ; চিৎপুর ৩১-এ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটে থাকেন।

ওঁ

21. 10. 47—4 A. M.

Message by সোঽহংস্বামী

Chinta Haran Babu is now at the fag-end of his life. It will be advisable for him to lead a life of renunciation and entrust .his son with the wordly duties. The realisation of the Parmatan should be the mission of man. As he has retired from worldly avocations, he should not again entangle himself in worldly affairs and if he does so, he should remain unattached.

God is immanent as well as transcendent. He is creating, working, ruling in the universe today, in your life and in mine, just as much as He ever has seen. You are apt to regard Him, after the manner of an absent landlord, one who has set in operation the forces of this great universe and then taken himself away. In the degree that we open ourselves to the inflowing tide of this immanent and transcendent life, do we make ourselves channels through which the Infinite Intelligence and Power can work. It is through the instrumentality of the mind that we are enabled to connect the real soul life with the physical life and so enable the soul life to manifest and work through the physical.

The thought-life needs continually to be illumined from within. This illumination can come in just the degree, that through the agency we recognise our

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

one-ness with the Divine of which each soul is an individual form of expression. This gives us the inner guiding, which we call intuition. Intuition is to the spiritual nature and understanding practically what sense perception is to the sensuous nature and understanding. It is an inner spiritual sense, through which man is opened to the direct knowledge : the secrets of nature and life and through which he is brought into conscious unity and fellowship with the Higher Self and made to realise his own nature and supremacy of being as the son of God. Intuition is a spiritual sense opening inwardly, as the physical senses open outwardly and because it has the capacity to perceive, grasp and know the truth at first hand, we call it intuition.

Please try to attain this faculty. You have got a good and great Guru.

ওঁশান্তি ওঁ

"সোঽহংস্বামী"

এই সব সূক্ষ্মদেহী ও তদাশ্রিত মহাশক্তিবর্গ, ভারতবাসীর আর্য-জ্ঞানের উদ্বোধনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন। স্থূল-দেহীদের মধ্যে যাঁহারা পরম ভাগ্যবান্ এবং চক্ষুষ্মান্, তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন ও দেখিবেন ; সেইজন্য আমাদের সচকিত প্রস্তুতি প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্যধামে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের নির্দ্দেশ

"চট্টগ্রাম কৈবল্যধামের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান সমস্তই কৈবল্যধামের অধীনে আসিবে। যত খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, সকল শ্রেণীর সাধক এখানে আসিয়া সাধনা করিবে।* কুম্ভ-মেলায় যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মিলন হয়, তদপেক্ষা বৃহৎ সম্মিলন এই স্থানে হইবে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকের তীর্থস্থান হইবে।"

"দেবতারা সর্ব্বদা কৈবল্যধামে যাতায়াত করেন। জগন্নাথ অধিকাংশ সময় এই ধামেই থাকেন। অনন্ত নাগ সহস্রফণা বিস্তার করিয়া কৈবল্যধামে শয়ন করিয়া আছেন। মন্দির ঠিক তাহার জঙ্ঘার উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়া সতত কৈবল্যনাথের পদসেবা করিতেছেন। মহাশক্তি কালী, একপাদ কামশ্রীকুণ্ডে, অপর পাদ কৈবল্যকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সতত তথায় দণ্ডায়মানা আছেন।

"জয়ন্তি মা ওখানে সতত অবস্থান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান আছেন। কৈবল্যধামের বৃক্ষ-লতা পত্র প্রত্যেকটী পবিত্র ও অশরীরিদিগের আশ্রয়স্থল। এই ধামে দেব, দেবী, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্বদা বিহার করেন। তদ্গত-চিত্ত যাঁরা দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁরাও সকলে আসিয়া এই ধামে মিলিত হইয়াছেন। একটু নিগম হইলেই এই সব দেখা যায়, বুঝা যায়।

"কৈবল্যধাম সকল তীর্থের বীজস্বরূপ।' বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ণদৃষ্টি এই ধামের উপড় রহিয়াছে। **সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এই ধামেই হইবে এবং এই ধাম হইতে প্রচারিত 'স্বভাব ধর্ম্ম' বিশ্বের লোকের ধর্ম্ম হইবে।** কালে কোন মহাপুরুষ আসিয়া ঐ ধামের মাহাত্ম্য ত্রিলোকে প্রচার করিবেন।"

---

* "কিরাত-হূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা।
আভীরশুহ্মাযবনাঃ খসাদয়ঃ ॥" (ভাগবত—২, ৪, ৮)
"সর্ব্বজাতীয় লোক একসঙ্গে ভগবানের শরণ প্রার্থনা করিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী কৈবল্য নাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্যধামে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের নির্দ্দেশ

"চট্টগ্রাম কৈবল্যধামের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান সমস্তই কৈবল্যধামের অধীনে আসিবে। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, সকল শ্রেণীর সাধক এখানে আসিয়া সাধনা করিবে।* কুম্ভ-মেলায় যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মিলন হয়, তদপেক্ষা বৃহৎ সম্মিলন এই স্থানে হইবে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকের তীর্থস্থান হইবে।"

"দেবতারা সর্ব্বদা কৈবল্যধামে যাতায়াত করেন। জগন্নাথ অধিকাংশ সময় এই ধামেই থাকেন। অনন্ত নাগ দেহরক্ষা বিস্তার করিয়া কৈবল্যধামে শয়ন করিয়া আছেন। মন্দির ঠিক তাঁহার মস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়া সতত কৈবল্যধামের সেবা করিতেছেন। মহাশক্তি কালী, একপাদ কামাখ্যাকুণ্ডে, অপর পাদ কৈবল্যকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র তথায় দণ্ডায়মানা আছেন।

"জয়ন্তি মা ওখানে সতত অবস্থান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে রত রহিয়াছেন। কৈবল্যধামের বৃক্ষ লতা পত্র প্রত্যেকটী পবিত্র ও অশরীরিদিগের আশ্রয়স্থল। এই ধামে দেব, দেবী, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্বদা বিহার করেন। তদগত-চিত্ত যাঁরা দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাঁরাও সকলে আসিয়া এই ধামে মিলিত হইয়াছেন। একটু নিগম হইলেই এই সব দেখা যায়, বুঝা যায়।

"কৈবল্যধাম সকল তীর্থের বীজস্বরূপ।' বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ণদৃষ্টি এই ধামের উপর রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এই ধামেই হইবে এবং এই ধাম হইতে প্রচারিত 'স্বভাব ধর্ম্ম' বিশ্বের লোকের ধর্ম্ম হইবে। কালে কোন মহাপুরুষ আসিয়া ঐ ধামের মাহাত্ম্য ত্রিলোকে প্রচার করিবেন।"

---

* "কিরাত-হূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা।
আভীরকঙ্কাযবনাঃ খসাদয়ঃ॥" (ভাগবত—২, ৪, ৮)

"সর্ব্বজাতীয় লোক একসঙ্গে ভগবানের শরণ প্রার্থনা করিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

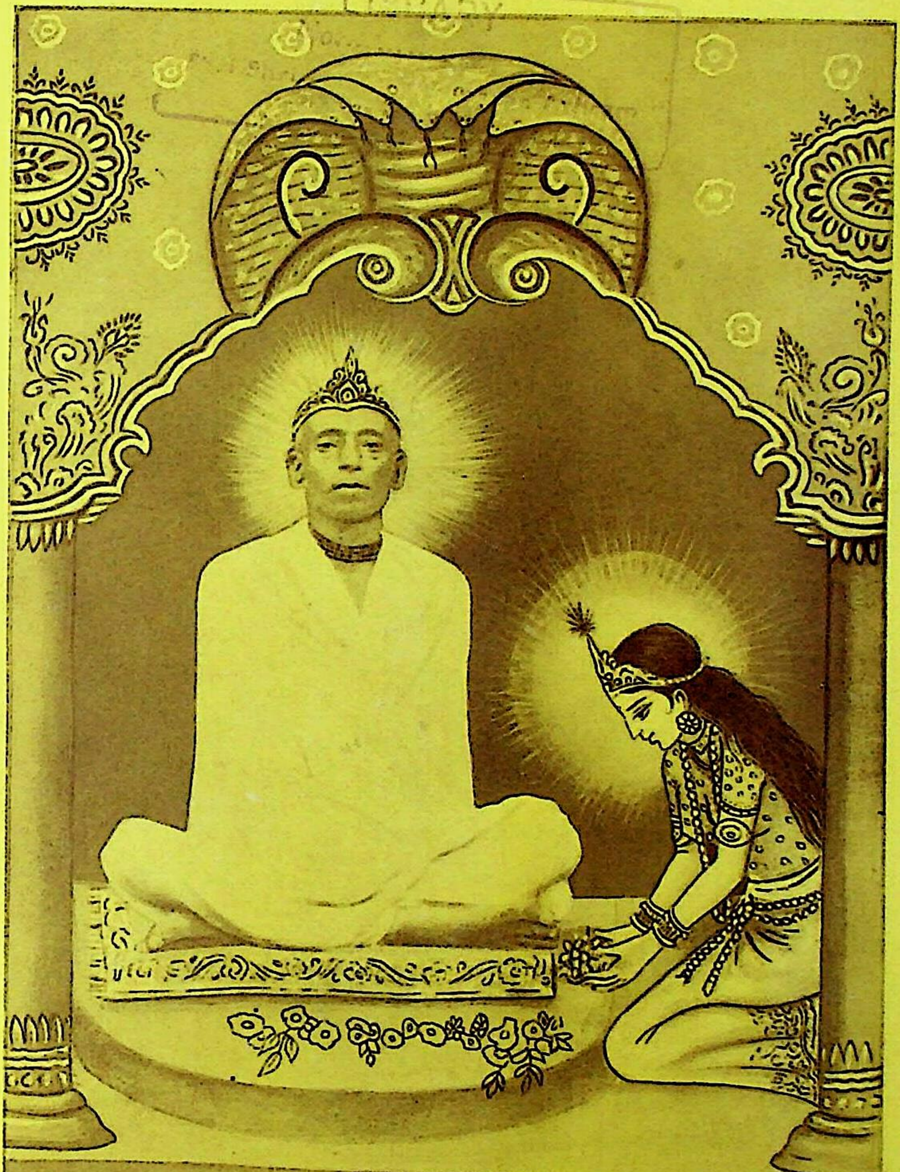

শ্রীশ্রী কৈবল্য নাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...২১৩৬

Ashram
BENARAS

ধ্বংসলীলা হইতে পরিত্রাণের জন্য মানবমণ্ডলীর প্রতি সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার উপদেশ

"বিচ্ছেদানল"

"রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা,
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥" (শ্রীশ্রীচণ্ডী)
১১শ অঃ—৩২

দুষ্ট রাক্ষসের দল করি বিচরণ
সদ্‌ভাব সদা যেথা করিছে দলন,
বিষধর সর্পরূপী অরি সমুদয়
করিতেছে ধ্বংস সৎ-প্রবৃত্তি যেথায়,
সত্যে প্রতিষ্ঠিত সজ্জন করি পেষণ,
অসৎ যেথা অসত্য করি প্রবর্ত্তন,
করিছে সৃষ্টি যেই দুঃসহ দাবানল,
বিভ্রান্তকারী সেই দস্যুবৃত্তি-প্রবল
মহার্ণব মধ্যে, তুমি মা করুণাময়ী,
জগৎ ঈশ্বরী মা জয়ন্তি! জগন্ময়ী,
সদা থাকি বিদ্যমান করিছ পালন
যতনে রচিত তব এ বিশ্বভুবন।
বিশ্বাধিপতিগণ তোমা করিছে বন্দন,
ভক্তিনম্রচিতে পূজিছে তোমার চরণ॥

"দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী)"
১১শ অঃ—৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ বিনাশিনী. তুমি মা জয়ন্তি !
পথহারা শোকার্ত্তের
ভূভারহারিণী তুমি মা জননী
এ অখিল জগতের ;
কল্যাণদায়িনী জগৎ পালিনী
তুমি ঈশ্বরী বিশ্বের,
প্রসন্ন হও মা, কৈবল্যদায়িনী—
নিখিল চরাচরের।

"বিচ্ছেদানল", আর ত এ জ্বালা সহ্য হয় না। এ জ্বালা এমনই জ্বালা যে, সে জ্বলন জ্বালা আর কুত্রাপি দেখ নাই। এ যন্ত্রণা এমনই যন্ত্রণা যে দেহ মন প্রাণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলিকণারূপ ধারণ করে। এ যন্ত্রণা এমনই অসহ্য যে ভবখেলা সাঙ্গ করে দেয়, শেষ করে বটে কিন্তু পুনঃ পরীক্ষা হলে ফেলে দেয়। সুধু হলে ফেলে না, জাতার ন্যায় পিশিতে থাকে। বিচ্ছেদ অনল এমনই অনল যে সদা দাউ দাউ করে হৃদয় মাঝে জ্বলিতে থাকে। এই অগ্নি এমনই অগ্নি যে সলিলরাশিও তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়। এই বিরহ এমন বিরহ যে মানবকে সদা উন্মাদ করে রাখে। এই বহ্নি এমনই মারাত্মক, সঙ্গীকে সদা মানকঙ্কে পুরে ছারখার করে দেয়। মর্ম্মচ্ছেদের যে গতি, বিচ্ছেদ-অনলেরও সেই রতি। বিচ্ছেদ-অনলই মর্ম্মচ্ছেদ উপস্থিত করে। মর্ম্মচ্ছেদই বিচ্ছেদ-অনলের সঙ্গে কোলাকুলী করে। আত্ম-বিচ্ছেদ যে কেমন, ইহা বুঝাইতে পারে, এমন নর-নারী এই জগতে আছে কি? আত্ম-বিচ্ছেদে যে কি কষ্ট, ইহা সুস্পষ্ট করে কেহ কি বুঝাইতে পারে? আত্ম-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এমনই যন্ত্রণা, যে শত যন্ত্রণাতেও এই যন্ত্রণা উপসম হ'বে না। ছিলাম তুমি আমি, আমি তুমি, কে করিল আমিও তুমি, তুমিও আমি? এই ভাবান্তরের নামই বিচ্ছেদ। আমি ও তুমি, তুমি ও আমি, কে ইহার মাঝখানে সুযোগ সেতু বেঁধে দিয়াছে? জগতে এমন মহাশত্রু কে? কে এমন বৈরী যে মানবকে বেড়ী পায়ে দিয়ে রেখেছে? আমি তুমি, তুমি আমি, কে ইহার সন্ধিস্থলে নিশান পুতে রেখেছে? এমন সুন্দর সজ্জিত বাগানে কে নালা খনন করেছে?

আমি তোমার তুমি আমার, কে এখানে ভেদ বুদ্ধি রচনা করেছে? এই রচনা বশতঃই ত বিচ্ছেদ অনল সুচনা হইয়াছে। এই সুচনাই ত অনুশোচনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। অনুশোচনা অবশেষে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বিচ্ছেদ অনলে পরিণত হয়েছে। আর ত বিচ্ছেদ অনল সহ্য হয় না। সামান্য জ্ঞান-অঙ্কুরে পদার্পণ করা অবধি আজ পর্য্যন্ত ধরণীর দুর্দ্দশা দর্শনে বিচ্ছেদানলে জ্বলে পুড়ে মরিতেছি। "জগত আমার" এই মায়া সুন্দরী জগতকে নানা প্রলোভনে মায়া রজ্জুতে বেঁধে ফেলে অন্ধকারে রেখে দিয়াছে। জগত অন্ধ নয়, এই "অন্ধ" বিশেষণে জগৎকে কখনও ভূষিত করিও না। "অন্ধ জগৎ" এই ধারণা করে জগৎকে দোষারোপ করিও না। বাস্তবিক, জগৎ অন্ধ—মায়ার ফাঁসিতে জগৎ অন্ধ। আমিত্ব অভিমানে জগৎ অন্ধ। জগৎ চক্ষুষ্মান, শ্রেষ্ঠ পদার্থের অনুভব শক্তিই অন্ধ। জগতজননী জগতে আছেন, জগৎ ইহা জানে, কিন্তু জগতের জগৎবাসিরা জানে না, বা বুঝে না যে শক্তিরূপিণী জননী জগতেই ভ্রমণ করিতেছেন।

মানব! তুমি অন্ধ, জগৎ অন্ধ নয়। তুমি অন্ধ বলেই ত তোমাকে আমাকে প্রভেদ মনে করিতেছ। আমার করুণা যে তোমার জন্য কত, তত চিন্তা তুমি একবারও করিতেছ না। জগতজননী জগতের এই ভাব দর্শনে বিচ্ছেদ-অনলে দগ্ধ হইতেছেন। এত বিচ্ছেদ তবুও করুণা কত? সামান্য করুণার কণাটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হ'লে তখনই ধরা রসাতলে যাবে। এত অসহ্য বিরহ, তবুও মায়ের করুণা কত? অহো! এত মর্ম্মচ্ছেদ যন্ত্রণা, তবু ঐ দেখ, দেখ, দেখ, এখনও কত স্নেহ নয়নে তোমার মুখপানে ঈষৎ হাস্যে চেয়ে রয়েছেন। দিবানিশি জগদীশ্বরী তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন। তবুও একবার তাঁহাকে মনে করিতেছ না। কত আদর, কত যত্ন পেতেছ, তবুও মাকে ডাকিতেছ না। যিনি সর্ব্বদা তোমাকে লোকনয়নের অন্তরালে কোলে করে বসে রহেছেন, হায়! কেমন করে তাহাকে ভুলে রহিয়াছ? তোমার সর্ব্বকার্য্যে, প্রতি নিশ্বাসে তিনি, তবুও তো তুমি এক মুহূর্ত্তও আত্মচিন্তা ক'রে দেখিতেছ না, সে কেমন জননী। এমন আত্মীয়কে কেমন করে ভুলে আছ? আত্মবিচ্ছেদ জ্ঞান তোমার নাই, তাইত বুঝিতে পার না, এ অনল কি ভীষণ! **কলি মানবের কুটিল চক্র আর কিছুতেই মা ভেদ করিতে পারেন না।** পাপবহ্নির ভীষণ অনলচ্ছটায় মা পুড়ে ভস্ম হইতেছেন। তাইত মা রোষকষাইত নেত্রে জগতের প্রতি তাকাইয়া আছেন। কলির মহামন্ত্রে সয়তানের প্ররোচনায় মানবত্ব পদ হারাইতে বসিয়াছে, তাইত মা মর্ম্মচ্ছেদ অনলে দগ্ধ হচ্ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা সন্তানদিগকে চায়, সন্তানসন্ততীরা মাকে চায় না। মা কত আদরে ডাকেন, মূর্খ নরপশুরা এই আদর বুঝিতে পারে না। তাইত জগতে এত অশান্তি অনল! পরীক্ষার চরম দণ্ডে মা এইবার জগৎকে দাঁড়া করাইবেন। দেখিবেন তবুও মা নাম ফুটে কি না। অধর্ম্মের তাণ্ডব নিত্য দর্শনে বসুমতি বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন। ধর্ম্মলোপ ভয়ে মেদিনী উন্মাদিনী সাজিতেছেন। সন্তান-বিচ্ছেদ অনল ভেবে ভেবে মা দিশাহারা হ'য়ে পড়িয়াছেন। দিক ভ্রম হ'য়ে পড়িয়াছে। জননী জানে, সন্তান-বিচ্ছেদ কি কঠোর যাতনা। দেখ, দেখ, মর্ম্ম যাতনা কেমন যাতনা, ক্ষণিক চিন্তা করে কল্পনা করতঃ বুঝিয়া লও মর্ম্ম যাতনা কি ভয়াবহ। অনুমান করি, জগদীশ্বরী অধর্ম্ম দর্শনে জগৎকে সতর্ক ক'রে দিতেছেন। তাই ত বিচ্ছেদানল জ্বলিল। দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ, দিকে দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই ত এই অশান্তি অনল।

এত দিনে শক্তিরূপিনী পাপের দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়াছেন। আর মা সারা না দিয়ে থাকতে পারেন না। পাপের প্রশ্রয় দিয়ে আর জগৎকে নিদ্রিত রাখিতে পারেন না। কলির আধিপত্য একেবারে তিরোহিত করাই মায়ের বাসনা। মর্ম্মচ্ছেদ-অনলে দগ্ধ হয়ে উন্মাদিনী মা, অধর্ম্মকে বিচ্ছেদ-সলিলে ডুবাইয়া রাখিতে চান। হায়! জীব! বসুমতীর গর্ভে বাস করেও বসুধাকে ভুলে থাকিলে? কেবল আমোদপ্রমোদ বিলাসিতায় দিন অতিবাহিত করিলে? জগন্মাতার সন্তান হয়েও স্বীয় মা জগদীশ্বরীকে চিনিবার চেষ্টা করিলে না, মোহনিদ্রায় থেকে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলে থাকিলে? ধৈর্য্যশালিনী বসুমতী সকলই সহ্য করিতে পারেন, করেও আছেন। কিন্তু জগৎ তোমার পাপের মাত্রা এতই প্রবল, পাপস্রোত এতই তীক্ষ্ণতর, যে আর ত মা দেখতে পারেন না। পাপের তরঙ্গ এতই ভীষণ, যে মাতৃ-আসন বুঝিবা ধ্বংশ হয়ে যায়। দেখ, দেখ, কি ভীষণ অনলরাশি চতুঃদ্দিকে বিস্তারিত! ঐ দেখ, দিকে দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আমারই নির্দ্দেশ মতে এই অশান্তি অনল চারিদিকে বিস্তারিত হচ্ছে। জগন্মাতারই ইচ্ছায় অশান্তি স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

আমারই ইঙ্গিত মতে জগতের চারিপার্শ্বে মাতৃ-নাম উত্থিত হচ্ছে। এই ইঙ্গিত এমনই কৌশলে চালিত হচ্ছে, যে মানব বুঝিতে পারে না, কোথা হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এমন প্রতিধ্বনী উপস্থিত হচ্ছে। মানব এখনও বুঝিতে পারে নাই, যে কোথা হইতে এই নব শক্তি, স্বীয় স্বীয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জগৎমাকে ডাক, নিদ্রায় থাকিও না, প্রলয়ের অপেক্ষা করিও না, মনঃপ্রাণে মাকে ডাক। জীবের অধঃপতন দর্শনকরতঃ ঐ দেখ মা উন্মাদিনী সেজে জগতের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছেন। জীব জাগ্রত হও, আর অলসতা করিও না। ইহকাল পরকাল নষ্ট করিও না। **জাগ, জেগে মাকে মা বলে ডাক।** আমি এক ফুলে মালা গেঁথে জগতের আশে পাশে বিতরণ করিতেছি। শুভকর্ম্মফলে শুভদৃষ্টিপাতে তাহা শুভ গলেই পতিত হচ্ছে। পতিত হচ্ছে বটে, কিন্তু মানব জানে না রচনা-কারিণী কে? ভক্তি-জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ মানব অনুভবে বুঝিতে পারে, বিশ্বে এই বিশ্বখেলা কাহার? কিন্তু হায়! জানে না যে সেই বিশ্ব খেলোয়ার এই বিশ্ব মাঝেই, মানবের আশে পাশেই অতি সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অন্ধ মানব! একবার নয়ন খুলে ঐ দেখ, তোমার মা তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। চক্ষুষ্মান যদি হতে চাও, তবে দর্শনের জন্য ব্যগ্র হও। দেখবার যদি সাধ থাকে, তবে প্রাণ খুলে মাকে ডাক। যদি শান্তি সলিলে অবগাহন করার বাসনা থাকে তবে শান্তিময়ী স্তনধারা মাতৃদেবীকে প্রাণ খুলে ডাক। অহো! বিচ্ছেদ অনল কি অসহ্য! মায়াবিনী মানবী হয়ে কেমন করে মানব ভুলে নিদ্রিত থাকব? মানবী হয়ে মানব ত্যাগ করে জানি না কোন ভুবনে বাস করিব? মানবী হয়ে মানব বিচ্ছেদ ভোগ করা কি কর্ম্মফলের নির্দ্দেশ? আমি মানব মনের মত ভালবাসি, মানব কিন্তু দুর্ভাগিনীকে ভালবাসে না। **ধর্ম্মপ্রাণ যেখানে আমি নিশ্চয়ই সেইখানে বসবাস করি। একসঙ্গে হৃদয়ে বাহিরে কত খেলা খেলি, মনের মত কত সোহাগ করি। ধর্ম্মহীন কুলাঙ্গারদের ব্যবহারে আমি মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছি।** জগৎ কলিধর্ম্মকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। মানবের মানবত্ব একেবারে জলাঞ্জলী দিতে বসিয়াছে। বিবেকরূপে আমি কত আদরে কত যত্নে সুপথে, সুপরামর্শে চালিত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু হায়! বিবেক দিবানিশি লাঞ্ছিত হচ্ছে। সুতরাং বিচ্ছেদ অনলই আমার উপযুক্ত শিরস্ত্রাণ।

জ্ঞান-ময় স্বামী অবশেষে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে জগৎ, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানে কি ভক্তিতে জ্ঞানদাকে না চিনিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানময়ী বা জ্ঞান অঙ্কে ঝাপাইয়া পড়িবেন না। তস্করের মতন তিনি চুপি চুপি একা জ্ঞান ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিসুধা পান করিবেন না। জ্ঞান ও ভক্তি ক্রোড়ে তিনি একা বসিতে ভালবাসেন না। জগৎকে নিয়া তিনি বসিতে ভালবাসেন। জ্ঞান ও ভক্তি ক্রোড় এতই প্রশস্ত যে **চতুর্দ্দশ ভুবন** * একত্রিত হইলেও সহনাভাব হবে না। প্রাণেশ্বর আমার, জগতের নরনারী নিয়ে জ্ঞান ও ভক্তি ক্রোড়ে বসিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু হায়! সে সম্ভাবনা কোথায়? জগতের নরনারী জগতের মোহচক্রে আবদ্ধ, অধর্ম্মের চাতুর্য্যে মোহিত, পাপের প্ররোচনায় মুগ্ধ।

প্রাণপতি আমাকে কঠোর জ্ঞানজালে আবদ্ধ করেছেন। যখনই প্রাণেশের সহিত একত্রিতা হব, ঠিক তখনই তিনি জ্ঞান-অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকেন। আমার পতি আমার অতি নিকটেই আছেন। আমি কিন্তু তবুও আমার গতি স্থির করিতে পারি না। জ্ঞান নিয়া পতি ভক্তির সহিত যে ভাবে খেলা করিতেছেন, বোধ হয় সহসা ভক্তিচক্রে পতিত হ'বেন না। জ্ঞান ও ভক্তির বড় সুন্দর খেলা। কখন জ্ঞান ভক্তির পদতলে, কখন ভক্তি জ্ঞানের পদতলে, ধরি ধরি করে ধরিতে পারিতেছি না। জ্ঞানের কঠোর তপস্যার ভিতর ভক্তি প্রবেশ করিতেও চাহিতেছে না।

প্রাণপাখী আমার কঠোর তপস্যায় রত, শীত গ্রীষ্ম ভ্রুক্ষেপ নাই, আহার নিদ্রার চিন্তা নাই, অনবরত অশ্রু বক্ষঃভেদ করতঃ ভুমিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা প্রিয়তমের পদতলে লুণ্ঠিত। অশান্তি নির্য্যাতন প্রাণনাথকে অহরহঃ চুম্বন করিতেছে। বিষধর সর্প প্রাণপতির ক্রোড়ে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে নিয়াছে। দুর্দ্দান্ত হিংস্রক পশু স্তম্ভিত হয়ে দিবা নিশি পতির মুখকমলে তাকাইয়া আছে। নিবির বনভূমির ভিতর এ অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিলে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠে। প্রাণ-কান্তের ভুবন মোহন ছবি নয়নের অন্তরালে ক্ষণিক সময়ও লুকাইত থাকে না। যে কার্য্যের জন্য এই ভুবনমাঝারে বিচরণ করিতেছি, সে কার্য্য সম্পন্ন করা সহজে সম্ভব নয়। **প্রলয় হ'তে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। বুঝিবা সে আশা অতল জলে ডুবিয়া যায়। অধর্ম্ম কিছুতেই ধর্ম্মের পাদ মুলে পতিত হতে চায় না। আর ও পথ রোধ করে বসে থাকে। কলিতে মানব হতে পশুই শ্রেষ্ঠ পদ লাভের যোগ্য হয়ে দাঁড়াইয়াছে। মানবের**

* "শ্রীশ্রীজয়ন্তীমার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবত্ব সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নরাকারে পশু ইহাই বর্ত্তমান কলির শ্রেষ্ঠতম উপাধি।

জগতের অস্বাভাবিক ব্যবহারে, মা জয়ন্তি মর্ম্মচ্ছেদ জ্বালায় দিশাহারা হয়ে পড়িয়াছে। প্রাণেশ্বরের সহিত সম্মীলিত আশার সম্মুখে গাঢ় কুঝটিকা উপস্থিত হইয়াছে। যুগলমিলনের অপূর্ব্ব বাসনা জ্ঞানচক্রে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইতেছে। জ্ঞান অস্ত্র আমার হস্তে থাকিলেও প্রয়োগ করার শক্তি এখন আমার নাই। আমি আমার নিজের জন্য জগতে আসি নাই! জগতের মঙ্গলের জন্যই জগতে আসা। কিন্তু হায়! জগৎ ভুবনেশ্বরীকে চায় না। জগতের মুখপানে তাঁকাইয়া আছি, কিন্তু জগৎ স্বীয় স্বীয় সুখ সস্থকির প্রতি সদা দৃষ্টিপাত ক'রে আছে। জগৎকে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করাইতে না পারিলে পতি সকাশে গমন দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার স্তনযুগল হ'তে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তবুও ত জগৎ নয়ন মেলিতেছে না। সুতরাং বিচ্ছেদানলে পুড়ে মরিব বই আর সুপন্থা কৈ?

জীব বিচ্ছেদানল অনুভব কর। দেখ, দেখ, ভগবানকে ভুলে থাকার কি পরিণাম, কেমন করে জীব মাতৃবিচ্ছেদে স্থির হয়ে আছ? জ্বলিল, দেখ, দেখ, কি ভীষণ অগ্নুৎপাত, চারিদিকে অশান্তি অনলরাশি। এত দেখে শুনেও কি জগদীশ্বরীকে মনে হয় না? ক্ষণিক মুহুর্ত্তের জন্য যাঁর করুণার কণা পাইলে শান্তি মনে করিতে, জীবন মন প্রাণ ধন্য বোধ করিতে. বিচ্ছেদ হ'লে কেমন করে পান্থশালায় সুখে বাস করিবে? বাহিরে ভিতরে সব স্থানেই ত অগ্নি জ্ব'লে উঠিয়াছে। তবুও ত চিন্তা দেবীর চক্‌মিলান প্রাসাদের গুহ্যন্তরে গমন করিতেছ না। . ধিক্ মানব, ধিক্ তোমার মানবত্ব! অহো.! কি কঠোর দণ্ড যে তোমাকে পেতে হ'বে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ক্ষণকালও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নাই, কত জনম্ ঘুরে ঘুরে যে তুমি মনুষ্য জন্মে আসিয়াছ, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই। কর্ম্মফল প্রদাতা দেবী, কর্ম্ম সুচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বীয় মেধাকে বিস্মৃত সলীলে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। **তোমার এমনই নয়ন যে সত্যকে অসত্য ব'লে ধারণা করিতেছ। কর্ণ কুহর এমনই অপবিত্র যে ধর্ম্মের নামটী পর্য্যন্ত শুনিলে বিরক্তি বোধ কর।** স্বজিত ক্ষণিক কল্পনা প্রসুত সুখ শান্তি পাইবার আশায় অর্থ উপার্জ্জন করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতেছ, কিন্তু ধৰ্ম্মধন মাতৃনাম সঞ্চয় করার কি সদুপায় অবলম্বন করেছ? ভবিষ্যৎ ইহকালের সম্পত্তি নয়, ভবিষ্যৎ পরকালের অমূল্য ধন।"*

জীব যদি ধৰ্ম্মধন সঞ্চয় করার বাসনা থাকে তবে মাকে ডাক। জঠর যন্ত্রণা হতে যদি মুক্তি কামনা কর, তবে প্রাণ খুলে মাকে ডাক। মাতৃ-বিচ্ছেদ যদি অসহ্য হ'য়ে থাকে, তবে প্রাণ ভরে মনের আনন্দে মাকে ডাক। আমার পতি-সকাশে মিলন বুঝিবা সত্তর সম্ভব হইল না। জগতের পাপ রাশি আমার পথ রোধ ক'রে রয়েছে। আমার প্রাণ-পাখী যে খেলা খেলিতেছে, এমনভাবে জগতে আর ত কেহ খেলাইবার অবসর পায় নাই? জগতকে মাতৃ-সুখে হেলাইতে দুলাইতে পারিলে তিনিও 'মা' 'মা' রবে আমার ক্রোড়ে শোভা পাইবেন। পাখী আমার কখনও নৃত্য করিতেছে, কখনও বা মাতৃ ধ্বনীতে তপোবন আলোকিত করিতেছে।

জগৎ! অধমা নারীর এই সঙ্কট সময়ে মা বলে ডাক। মায়ের বাসনা পুরণের সহায় হও। এই বিচিত্র খেলা কেন? সৌভাগ্য থাকিলে ভবিষ্যতে বুঝে ধন্য হবে। শত সহস্র নির্য্যাতন অশান্তি উপস্থিত হউক না কেন, ভীত হইও না, মাকে ডাক। জগৎকে উদ্ধারের জন্যই ত এই অচিন্তনীয় মনোরম খেলা। কত সময়ে কত বহুরূপিনীর মত, কত নরনারীকে আদর করেছি তাহার সংখ্যা নাই। সে সময়ে যে চারুকে দেখেছে, সে এখন আর সেই অধমা চারুকে চিনিয়া নিতে পারিবে না। আমি কখনও সাধারণ নারীর মত, কখনও চণ্ডালিনীর মত, জগৎ ভ্রমণ করিতেছি। আজ যিনি আমাকে যে ভাবে দর্শন করিলেন, কল্য আর তিনি সে ভাবে দেখিতে পাইবেন না। আমার নাট্যশালার

---

* Holy Bible.
New Testament.
S. Mathew—Ch—6.
Paras:

(19) Lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

(20) But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনয়ের ইহাই প্রধানতম খেলা। এই খেলার রহস্য ভেদ, তেমন সাধক ব্যতিত আর কেহ (করিতে) পারিবে না। ফাদার নরম্যান ডোনাড যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরে আসিলেন, অথচ বলিতে পারেন না তিনি কোথায় গিয়াছিলেন।

মহাসত্য মাতৃ নাম ঘোষণার জন্য আমার ভক্তবৃন্দ জগতের চারিধারে নানারূপ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছে। ভারতে ও আমার অনেক ভক্ত মাতৃ নাম ঘোষণা করিতেছে। অথচ তাঁহারা জানে না বা বুঝেনা যে আমিই এই খেলার কর্ণধারিণী। অসীম শক্তি চালনা করতঃ অনেক মানব ও মানবীর বিবেককে জাগ্রত করেছি। অথচ তাঁহারা জানে না যে আমারই এই রণচাতুর্য্য। দিক্ বিজয়ী "মাতৃ অস্ত্র" মাত্র সহায় করে অধর্ম্মের সহিত রণ-খেলা ঘোষণা করেছি। এই রণ-খেলার আভাস বোধ হয় সমস্ত জগৎই অনুভব করিতেছে। চিন্তাহীন জগৎ একবার চিন্তার দ্বারস্থ হও। মাতৃনাম মহাঅস্ত্র প্রয়োগে অধর্ম্ম কলিকে ধুলিস্যাৎ কর। সত্য যেখানে স্থির নহে, মাতৃনাম মহামন্ত্র তাহা খাটি সত্যে পরিণত কর।

কলির কুটিল চক্রে ভীত হইও না। পাপের মহা সমুদ্র দেখে পিছে হটিও না। অশান্তি নির্য্যাতনের নৃত্য দেখে মানবত্য হারাইওনা। অশান্তি নির্য্যাতনই ত তোমাকে মাতৃ ক্রোড় প্রদান করিবে। এন্টার্ক-টিকার সমস্ত অগম্য ভুদেশ পরিভ্রমণ করিলাম। আরও কত কি দেখিবার বাসনা রহিয়াছে। প্রবল বেগে জগতের পাপস্রোত প্রবাহিত না হইলে, এতদিনে হয়তঃ বাসনা-সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে পারিতাম। কে আমার বাসনা-সমুদ্র রোধ করেছ? কে আমার গমনপথে বাধা প্রদান করিয়াছ? নির্ম্মল আকাশ কেন গাঢ় তিমিরাবৃত? আনন্দ তুফানে কেন বিচ্ছেদের ভঙ্গিমা? মানব, স্থির হও, পাপের মাত্রা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, শাস্তিরও ব্যবস্থা তদনুরূপ করা হইয়াছে। নর ও নারী হয়ে যেমন পশু সেজেছ, কর্ম্ম ফলের নির্দ্দিষ্ট লিষ্টে তোমার অদৃষ্ট পশু যোনী ভুক্ত করা হইয়াছে। তখন বুঝিবে ভগবৎ বিচ্ছেদের কি কঠোর সাজা। এখন হয়ত তুমি ধনী, মানী ও বড় জ্ঞানী, তখন হয়ত পরের উচ্ছিষ্ট অন্নও স্থির হয়ে খেতে পারিবে না। কত লাঠির আঘাত তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইবে। বলদ মহিষের মত হাল চাস করিবে। তুমি অনাত্মীয় যাহাকে মনে করিতেছ, জানিও সেই তোমার আত্মীয়। কি হেতুতে জগৎ তুমি মানব হয়ে মানবকে ঘৃণা কর?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কচি ছেলেটী কদাকার দেখে তুমি ঘৃণা বোধ করিতেছ জানিও সেই রত্নটী তাহার পিতামাতার বড় আদরের ধন। তুমি ধন ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া শিশুকে স্নেহ চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেও শিশু তোমাকে চায় না। সে তাহার দরিদ্র পিতৃ-মাতৃ কোলেই ঝাপাইয়া পড়িবে। জয়ন্তী মাতৃধর্ম্মে এসে আপনারাই বা আমার এই জ্ঞানসঙ্কট সময়ে কি সাহায্য করিলেন? আপনারা আমার সব বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তথাচ পুত্রানুযায়ী একটি কাজও করিলেন না। প্রাণ সদায় সন্দেহ দোলায় আলোরিত, অবিশ্বাস ঝরে বিদ্ধস্ত। জীবনও প্রায় শেষ হয়ে আসিল, তথাচ নিঃসন্দেহে মাকে মা বলিতে পারিলেন না। আমার খেলা এত দেখে শুনেও চমক ভাঙ্গিল না। ভগবৎ খেলা পাখির খেলার সহিত তুলনা করিলে, অবিশ্বাস ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে।

আপনাদের জন্যই আমি কান্ত সকাসে গমন করিতে পারি নাই। যুগল মিলনের অপূর্ব্ব খেলা জগৎকে দেখাইতে পারি নাই। যাহারা আমার আভাস পায় নাই, তাহারা আমার গতিবিধি লক্ষ্য না করিতে পারে, কিন্তু আপনারা ত আমার সবই অবগত আছেন, তথাচ জগতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে ও মাকে মা বলিতে পারিতেছেন না। আপনাদের ঘৃণীত জীবনের মত এ জগতে বোধ হয় আর তেমন কোন ঘৃণীত পদার্থ নাই। **জগত যদি আপনাদের মত আমার উপদেশাবলী ও পরিচয় আদি পাইত, তা হ'লে জগৎ উন্নতিশীল পথে ধাবিত হইত।** জগৎকে সঠিক পরিচয় দেওয়ার অধিকার আমার নাই। কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে জগৎকে পরিচয় দিতে হবে। সখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত দিবা নিশি বসবাস করিলেও কৃষ্ণকে বন্ধু ব্যতিত আর কিছুই ভাবিতে পারে নাই। কৃষ্ণ বা যিশুর অসম্ভব কার্য্যাদি দর্শন করিলেও, মানব তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই।

আপনারা পরিচয় চান, কিন্তু পরিচিত হতে চান না। মানব বলে পরিচয় দেন নিশ্চয়ই পরিচয় পাবেন। জয়ন্তী মাতৃনামে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিলাম, অথচ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই কুয়াসাচ্ছন্ন কুফলই প্রাণকান্ত সম্মিলনে বাধা প্রদান করেছে। আমার সমস্ত আশা মুলে আপনারা কুঠারাঘাত করিতেছেন। আপনারা আমার হয়ে আমার ভব খেলাতেও অবিশ্বাস। ইহার ফল যে কঠোরতম হবে তাহার আর সন্দেহ কি? আপনারা সয়তান হতেও নিকৃষ্ট। ক্রমশঃই বুঝিবেন অবিশ্বাস হেতুর কি পরিণাম? কল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহের কি ভীষণ অবস্থা। অশান্তি উদ্বেগ ও মনস্তাপে মনপ্রাণ জর্জ্জরিত হ'বে। কালের হাত এড়াইতে পারিবেন না। কলির শাসনে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু কালের চক্রদণ্ড গ্রহণ করিতেই হবে। দুর্ব্বিনীত মাতৃঘাতক সন্তানকে সরিসার ন্যায় পিশিয়া না লইলে কোলে করিবার শক্তি আমার নাই। আমি এতদিন নির্ব্বাক ছিলাম বটে, কিন্তু দৃষ্টি সমভাবে আপনাদের উপর ছিল। আপনারা যে ভাবে ধর্ম্মস্তরে খেলা করিতেছেন, দুর্ভাগা নারী তাহা সমস্তই অবগত আছে। আপনাদের মনের ভাবটী পর্য্যন্ত অধমা নারী জানে।

আর কিছু পারুন আর না পারুন মা বলে ডাকুন। সত্য পথে থেকে সদ ভাবনা করুন। জগতের সকল বিষয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মন নিবিষ্ট রাখুন। যখনই যে ধর্ম্ম পুস্তক পড়েন না কেন, আধ্যাত্মিক অর্থে মন প্রাণ নিযুক্ত রাখুন। তা হলে মানবীয় কর্ত্তব্যটী অনেকটা সরল পথে রাখিলেন। দিবা নিশি আধ্যাত্মিক তত্ত্বই পাঠ করুন। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পাঠ করিলে আর কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। জয়ন্তী খেলা যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিতে পারিতেন তা হ'লে আম আর আপনাদের জন্য বিচ্ছেদানল জ্ব'লে উঠিত না। মনের ভাব মুকুলটী পর্য্যন্ত যখন প্রকাশ করে দেখাইতেছি, ইহাতেও যদি পুনঃ মনপ্রাণ অবিশ্বাসে দগ্ধ হয়, তবে স্থির জানিবেন যে বিচ্ছেদানল জ্বলিল। লক্ষ বৎসর তপস্যা করিলেও আর জয়ন্তীতত্ত্ব খুজে পাবেন না। তাই বলি আপনারা নিঃসন্দেহে মাকে ডাকুন। মাতৃনাম বা মা নাম যে পুস্তকে দেখিতে পাবেন, সেই পুস্তক পাঠ করুন। জয়ন্তীর পত্রাদি ভাব নিয়া ভাবসমুদ্রে খেলা করুন। অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক ও জয়ন্তীতত্ত্ব নিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। সময়কে নির্দ্দিষ্ট করে সাবধানে চালিত করুন। তখন এক মুহূর্ত্তও বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। সময়কে নির্দ্দিষ্ট করতঃ সদা নিজ অধীনে রাখিবেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে মনকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবেন। চিন্তাকে ভাবক্ষেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়াইতে বলিবেন, তা হলে পাঠ বা শ্রবণ পবিত্রময় হইবে।

আমার প্রাণতুল্যা ভগ্নি সেই উমাশশি "হিমাদ্রী কুসুম"নাম গ্রহণ করে উত্তর এফ্রিকায় গমন করিয়াছে। স্নেহের পুতুলী বিনোদিনী "অতসীবালা" নাম গ্রহণ করে আমার সঙ্গেই ভ্রমণ করিতেছে। স্নেহের তনয়া তরু "পার্ব্বতী" নাম গ্রহণ করে রুশরাজ্যে, কশাক প্রদেশে মাতৃ নাম কলে কৌশলে বিতরণ করিতেছে। প্রাণ সম দুহিতা হিরণ "বিজলী" নাম ধারণ করে ভারতে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতঃ এখন চীন সাম্রাজ্যে আছে। ভাগ্যবতী যমুনা "পঙ্কজহীরা" নাম গ্রহণ করে জাবা দ্বীপ হ'তে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। "সমরেন্দ্র" আয়েরলেণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য ভক্তেরাও কতেক ভারতাভিমুখে কতক অন্যান্য মহাদেশে গমন করিতেছে। সকলেই অতি সাবধানে, অতি গোপনে স্বীয় স্বীয় শক্তি চালনা করতঃ অধর্ম্মশালীকে দগ্ধ করিবার প্রয়াস পাচ্ছে।

আমার ভক্তেরা মহাদেশের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে ঐশী শক্তি বলে মানব ও মানবীর বিবেককে মহাশক্তি প্রদান করতঃ জাগ্রত রাখিতেছে। কে বিবেককে জাগ্রত করিল? এই শক্তি বুঝিবার সামর্থ কয়জনেরই বা আছে? ঐশী শক্তি ধারণা করাও ত অসম্ভব। আপনারা আমার দলভুক্ত, আপনাদের চৈতন্য উৎপাদন করার জন্য এতদিন পর আমার ভবখেলার অনেক গুঢ় রহস্য নিবেদিত করিলাম। দেখি তবুও চৈতন্য হয় কি না? সে জন্য জন-কোলাহলে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আপনাদিগকে আমার প্রাণসম করার জন্য হায়! কত কৌশল করিলাম, তবু আমার হতে চেষ্টা করিলেন না! ধিক এ জীবনে! সাধু "সেটজী," মা "কেতকী" ও বাবা "বেচা" ও "কেনারাম" হিমালয় শিখরে ভ্রমণ করছে। ভারতের ধর্ম্মের অবস্থা দর্শনে শিহরিয়া উঠিয়া সময় সময় পত্র দ্বারা মাকে বিচলিত করিতেছে। বাবা বেচা "বীরেন্দ্রকেশর' লিখিয়াছে,—

'মা সবদিক যেমন তেমন ভারত না জানি কেমন। প্রায় সবারই কর্ত্তব্য বাক্যে ও সঞ্চয়ে। ভারতের ধর্ম্মগোয়ালের গাভীরা হাম্বারবে দেশ মুখরিত করিতেছে সত্য, কেহ তাকায় না। কেহ বা নানাস্থানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে বটে, কিন্তু কেহ সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না। কিন্তু মাগো! একটু যেন নূতনত্ব কিছু আছে। চারিধারে মাতৃনাম শুনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মাগো! তব শক্তি ভারতের আংশিকধমনীতে প্রবেশ করিয়াছে। তব শক্তিবলে যাহারা বলিয়ান, তাহারা অশান্তি নির্জ্জাতনেও ভ্রুক্ষেপ করেনা, কিন্তু তবুও মা ইহা মন্দের ভাল, খাটি ধর্ম্ম নিয়া রণ নহে। হয়ত বা এই রণ-কৌশল সময়েতে খাটি ধর্ম্মে পরিণত হ'বে। তব কৌশলে নিশ্চিত ভারত ক্রমশঃই জাগিতেছে।

মহাশক্তি স্বরূপিনী মাগো! তুমি আর একবার ভারতের পানে দৃষ্টিপাত করে ভারতকে ধর্ম্মের জন্য লালাইত কর। তোমার এই নরাধমেরাও যথাসাধ্য তব প্রদত্ত ভিক্ষা "শক্তিবিন্দু" নিয়া বাঞ্ছনীয় মানব মানবীর হৃদয়মন্দিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োগ করিতেছে। মাগো! এই সেই তপোবন যেখানে শিশির পুষ্পে তব সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হয়েছিল। এই কি মা সেই তপোবন, যেখানে অতুলানন্দ তোমার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করেছিল? স্বামী অতুলানন্দ হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বসে জয়ন্তী পুষ্প তুলিতেছে। দাদা কেনারাম বা জমদূত স্বামী, সাধু সেঠজীর সদা চরণামৃত পান করিতেছে। সময় সময় শিশির পত্র সংগ্রহ করে ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছে। সাধু সেঠজী উর্দ্ধ মুখে কেবল 'মা' 'মা' রবে চিৎকার করিতেছে। অশ্রু প্লাবিত নয়নদ্বয় হতে অনবরত শিশির বিন্দু পাত হইতেছে। মা পাষাণী কেমন করে ইহা স্বনয়নে দেখিতেছ? মর্ম্মচ্ছেদে জ্বলিতেছ, তাই বুঝি জগতে এত অশান্তি অনল? ক্ষণিক স্থির হও মা!

মাগো! তোমার ভবিষ্যৎ আশা চাচাদের সংবাদ রাখ কি? গোপালেরা সরল পথে হাটিতে জানে না, বিষধরেরা সদা তোমাকে দংশন করে, চাচারা অবিশ্বাস বিষ্ঠা কুণ্ডে সদা স্নান করে; প্রলাপ ব্যতিত ভাষা নাই। মনে ভাবে তুমি তাহাদের মতই এক জন। তবে তোমার সয়তান স্নেহশূন্য দাদা, ভাবের সহিত পত্রাদি প'ড়ে প'ড়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। জটিল কান্নাতত্ত্বের মর্ম্মচ্ছেদ লিপি সয়তান বেটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব গভীর গবেষণার সহিত মস্তিস্কে বেশ খেলা করে। ভাবুক বিজয়ের আধ্যাত্মিক গীতা অনুশীলন করে তোমার অস্তিত্বে একটু যেন আস্থা স্থাপন করিয়াছে। এই মা সেই বিজয়, যাহার ভাব কমল মুলে তুমি অহরহ অজ্ঞাতসারে জল সেচন করিতেছ। মাতৃভক্ত বিজয় মা ব্যতিত এই ধরাধামে আর কিছুই বুঝিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে তোমার সয়তান চাচা, দাদা, কোন ক্রমে এই অমূল্য রত্ন নয়নপথে পতিত হওয়ায় জয়ন্তী গীতার সার মর্ম্ম কতেক বুঝে নিয়াছে। তবে নূতনত্ব পায় নাই। সঞ্চয় রন্ধন, কুঞ্জ সঞ্চয় ব্যতিত আর তেমন চিন্তা তাহার নাই, স্ব আত্মীয় ব্যতিত আর কিছু সে বুঝে না। বেটা বড় বোকা, সে অর্থের পোকা। তবে মা, সে বড় শ্রদ্ধার পাত্র, সদা জিহ্বাগ্রে মাতৃনাম অঙ্কিত আছে। 'মা' 'মা' রবে পাপ পুরী পবিত্র করিতে জানে। আর যাহারা তোমার তত্ত্ব কিছু জানে তাহারা পিছু হটে জাচ্ছেন। হতভাগাদের চৈতন্য মরি মরি আর বোধ হয় হবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম সাধু "বীরেন্দ্রকেশর" কখনও আপনাদিগকে দেখেন নাই, অথচ দেখুন ধর্ম্ম বলে ঐশী শক্তিতে আপনাদের চরিত্র নিয়া সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছে। এত দেখে শুনেও কি আপনাদের পাপ প্রাণ রোমাঞ্চিত হয় না? এত ভৎর্সনায়ও কি আপনাদের মনপ্রাণ অশ্রুজলে খেলা করে না? জ্বলিল, ঐ দেখুন বিচ্ছেদ অনল বিদ্যুৎবৎ চমকিতেছে। বুঝিবা বার বার এইবার চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটিল। কি করে এই বিচ্ছেদ অনলে রক্ষা করিবেন? বৃথা কেন মাতৃবুকে বিরহ বেদনা উপস্থিত করিতেছেন? এখনও একটু সময় আছে এখনও তৎপর হউন। প্রাণ খুলে মা বলে ডাকুন। স্থির বিশ্বাসে মায়ের উপদেশাবলি ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব মনোযোগের সহিত পাঠ বা শ্রবণ করুন। অবশিষ্ট জীবন বৃথা সময় কর্ত্তন করে নষ্ট করিবেন না। সময় নির্দ্দিষ্ট করে, নির্দ্দিষ্ট অনুসারে কাজ করুন। আর কয়টা দিন বা বাচিবেন, বাড়ী যাইবার ডাক ঘণ্টা যে বেজে উঠিয়াছে। শমন যে শিয়রে উপবেশন করে রহিয়াছে। কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না। সময় হইলেই সময়ানুসারে চুলে ধরে নিয়া যাবে। তৎপর যে কি হবে তাহা বুঝিবেন সেই দিন, যে দিন ক্ষুধায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিবেন। বিষ্টা ব্যতিত অদৃষ্টে আর কিছু জুটিবে না। সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই সঙ্গে যাবে না। অহো! এই তত্ত্ব চিন্তা করিলেও মন প্রাণ ভয়ে জরসর হয়ে পড়ে। যাহারা জয়ন্তীতত্ত্ব জানে না তাহারা ক্ষমার পাত্র হতে পারে। কিন্তু আপনাদের নিস্কৃতি নাই। আপনারা বিশ্বাসের পদে নত হয়ে পড়ুন। ক্ষণিকমাত্রও মনে জয়ন্তী খেলায় সন্দিগ্ধচিত্ত হবেন না। সদা মাকে মা বলে ডাকুন। অশান্তি অনলে ভ্রুক্ষেপ করিবেন না। প্রাণ ভরে মাকে ডেকে রসনা তৃপ্ত করুন। আর মাকে অনলে সদা দগ্ধ করিবেন না।

এত দিন সব সহ্য করে আছি। কিন্তু আর নয়! প্রকৃতির কোপানল হতে আর কত বাধা প্রদান করিব? স্থির হয়ে মাকে ডাকুন। আর কিছুই করিতে হ'বে না। মাত্র বিশ্বাসের পদে নত হয়ে মাকে ডাকুন। তাহলে মা ধূলা কাদা মুছে কোলে না করে পারিবেন না। জগৎ জননী অহরহঃ আপনাদের হৃদয়মুকুরে ক্রমে কত আশ্বাস প্রদান করিতেছে। বিপদ ও অশান্তিতে অলক্ষিতে থেকে কত শান্তনা প্রদান করিতেছে। জগৎ জননীর জয় গান করুন। জগৎ জননীর করুণাতে মোহিত হউন। ইন্দ্রিয়াদিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃনামে দীক্ষিত করুন। শক্তিরূপিনী জগদম্বার করুণা ভিক্ষা করুন। মঙ্গলদায়িনী মঙ্গল ব্যতিত আর কিছুই বিতরণ করিবেন না। মাতৃ ভাণ্ডারে মঙ্গল বই আর আছে বা কি? আপনারা সকলে যদি আপনাদের বর্ত্তমান চিন্তা করেন, নিশ্চয়ই তা হলে জগৎ জননী আপনাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবেন।

আমি অধমা নারী জানে না কখন ভারতে উপস্থিত হইব। ভারত বলতে পারে কখন আমার গতি নিকটতর হবে। **ভারতের নরনারী যখন প্রাণ খুলে আহ্বান বা নিমন্ত্রণ করিবে তখন তখনই আমি ভারতে উপস্থিত হইব।** আপনারা আমার গতিবিধি, খেলাতত্ত্ব জেনে শুনেও আজ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করতঃ দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন না। অপরে এখন অজ্ঞাতকুলশীলাকে কেমনে বা আহ্বান করিবে? তবে এখন ভারতবাসীর যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় আশাতরি নিকটবর্ত্তী। আকৃতি প্রকৃতি আমার এই প্রদেশে থাকিলেও প্রাণপাখী আমার ভক্ত সমাগমে সদা খেলা করিতেছে। মা নামে ধ্বনী যেখানে, মনপ্রাণ আমার সমীরণের সহিত ঘুরে ঘুরে সেখানে ক্রীড়া করিতেছে। সদ্ বাসনা ও ভাব ক্রিয়া যেখানে আমার মন প্রাণ সুধাখাচ্ছে সেখানে, আপনারা আর সন্দিহান হবেন না। অধমা বান্ধবী দুর প্রান্ত-দেশে থাকিলেও আপনাদের অতি নিকটেই খেলা করিতেছি, আপনারা দেখ্‌তে পাচ্ছেন না বটে। যে নয়নে দেখা যায়, সে নয়ন আপনারের কৈ? সে ইন্দ্রিয় আপনাদের কৈ, যে ইন্দ্রিয় দিবা নিশি মাতৃ পানে নিস্তব্ধ।

আমার ইঙ্গিত অনুসারে কত অনুচর ছদ্মবেশে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, কিন্তু হায়! ভক্ত চরণামৃত পান করিবার বাসনা আপনাদের কৈ? বাসনা যদি থাকৃতো তাহলে কি বাবা "জিরী" হিমালয় শৃঙ্গে চুপ করে বসে থাকতেন? আমার কত বিধুবালা মাতৃমধু বিতরণ করার জন্য ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। অধর্ম্মের নাশ ধর্ম্মের জয়, ইহা সর্ব্ববাদী সন্মত। **সুতরাং সর্ব্বসন্মতি ক্রমে যখন মা নাম নর-নারীর মনে প্রাণে উচ্চারিত হবে, তখন জয়ন্তী মা ভৈরবে প্রবেশ করিবে।** আশায় উৎফুল্ল হয়ে মাকে ডাকুন। শান্তিসুধার জন্য ব্যগ্র হউন। মাকে ভুলিবেন না। **মায়ের এই লিপি সংক্রান্ত কোন আভাস প্রকাশ্যে অন্ধজন সমাজে প্রকাশ করিবেন না।** তবে ভাবসমুদ্রে রণখেলা করিলে মা তাহা নিজ শক্তিবলে জানিতে পারিবেন। **অপূর্ব্ব মনোহারিণী দৃশ্যে মন প্রাণ ডুবাইয়া রাখুন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্য ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন

"এই আশ্রমে আমার প্রাণ, প্রাণেরই ঈশ্বর শ্রী সম্পদ ভগবানের স্বরূপ শক্তি শ্রীগুরুদেবের পরমানন্দ সাধ্য, আত্মশক্তি, তাহান স্বজন স্বগণ সহকারে ঐ কৈবল্য-ধামে কৈবল্য নিত্য বিস্তার করিয়া ভগবৎ বিভূতি স্থান সমূহ তির্থাদি, সমস্ত ত্রিলোকের গোলকাদি, বৈকুণ্ঠ কৈলাশের আদর্শ শক্তি নিয়া, গয়া প্রভৃতি পুরোষোত্তমীয়, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি যাবতীয় অধিস্থানীয়, সমস্ত বিশ্বশক্তি নিয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন। কৈবল্য শক্তিতে সিংহবাহিনী প্রভৃতি মহাদেবীর যত রকম বিভূতি আছে সাবিত্রী প্রভৃতি সমস্ত শক্তি বিস্তার রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই স্থানচ্যুত হইয়া এক পাওও কোথায় যায় না। গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুপদাদিতে পিণ্ডদানে, গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থে স্নান উৎসবাদিতে যে সকল ফলশ্রুতি আছে, তাহার সমস্ত ফল ওখানে বাস অবগাহন পিণ্ডাদি দানে কি শুশ্রূষাদি দ্বারা পূর্ণরূপে ফলবতী হইবে। ইহা শ্রীমুখে * আপন হইতে প্রকাশ করিয়া শেষে সেই আশ্রমে আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাকে কোন আশ্রমেই থাকিবার অধিকার নাই। কালে কোন মহাজনের দ্বারা ঐ আশ্রম মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া এই ত্রিলোক ধ্বনিত হইয়া যাইবে।"

সমস্ত ধর্ম্মপিপাসুর কৈবল্যশক্তির প্রতিভা-প্রাপ্তি

"কৈবল্য নাথের যে কোন রকমেই হউক, উৎসবে কিম্বা এমনি কিছু সময়ের তরে, যে কোন ভক্ত সেখানে † উপস্থিত হন, তিনি কৈবল্যনাথের দয়ায় নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। যেহেতু ভগবানের যাবতীয় শক্তিই সেখানে পূর্ণরূপে, অনিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি-যুক্ত নিত্য অলক্ষিতভাবে, বিরাজ করিতেছেন। সেখানে সমস্ত তীর্থ পূর্ণরূপে কৈবল্যশক্তি দিতে শক্তি রাখেন। সকল দেবতার সার সেখানে কৈবল্যদানে মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। কৈবল্যধামে সমস্ত ধর্ম্ম-পিপাসুগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম যাজন রূপে কৈবল্য শক্তির প্রতিভা পাবেন সন্দেহ নাই।"

---

* অশরীরী শ্রীশ্রীপরমগুরুদেব।

† কৈবল্যধামে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈবল্যধামে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের চির অবস্থিতি—তাঁহার ভক্তগণের কৈবল্য মুক্তি

"কৈবল্যনাথের আশ্রমে, কৈবল্যনাথের পাদপদ্মে অর্চ্চনা অঞ্জলী দানে ত্রিলোক ধন্য লাভ হয়। কৈবল্যনাথ স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ আশ্রমে সর্ব্বদা অক্ষুন্নভাবে অবস্থিত আছেন। ত্রিলোকের মধ্যে যাবতীয় তীর্থ ওখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। তাহান ভক্তগণকে তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত নিত্য নিজ পরিকর করিয়া রাখেন, এই তাহান ধর্ম্ম। **তাহান ভক্তগণের কোন প্রাক্তন দশার আকর্ষণে পড়িতে হয় না।**

ওখানে সমস্ত দেব দেবী নিত্য অধিষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব ভক্তগণকে কৈবল্যধামে কৈবল্যনাথের গোচরে পৌছাইয়া দিয়া থাকেন। ঐ কৈবল্যনাথের অর্চ্চনাতে ত্রিলোকের অর্চ্চনাগত ফল দিয়া থাকেন। ঐ কৈবল্যনাথের অর্চ্চনায় ত্রিলোকের অর্চ্চনার ফল হয় এবং ত্রিলোক তৃপ্ত হয় জানিবেন। সংসার বন্ধন মুক্তির হেতুই ঐ কৈবল্যধাম প্রকাশ হইয়া আছেন।"

কৈবল্যধামে শ্রীশ্রীপরম গুরুদেবের নিত্য অধিষ্ঠান—তাঁহার ভক্তগণের নির্ব্বাণ মুক্তি

"শ্রীগুরুদেবের পূর্ণশক্তি কৈবল্যধামে স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা তিনি সেইখানে অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্য অধিষ্ঠান আছেন বলিয়া আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও বলিলেন কৈবল্যধাম ত্যাগ করিয়া এক পাদও স্থানান্তর হইবেন না। তিনি সর্ব্বদাই থাকিবেন। **সকল তীর্থের পূর্ণ শক্তি অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য বিরাজ করিবে এবং তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গ সম্বলিত অধিষ্ঠান থাকিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি দিবেন। এই প্রতিজ্ঞা তাহান হইয়াছে।"**

অখণ্ড কৈবল্যনাথের নির্দ্দেশ-বাণী

"কৈবল্যের শাখা প্রশাখা কি অংশ নাই। সমষ্টি শক্তিই কৈবল্যপূর্ণ থাকেন। যেমন আপনার শরীরের মাথা হইতে বহু অংশ দেহেরই হয়, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহীর কোন অংশ নাই। সেই যত রূপ যত বর্ণ পৃথক পৃথক দেহই হয়।* সকল দেহের কর্ত্তা এক আত্মা অর্থাৎ দেহী ; সেইরূপ কৈবল্য শত খণ্ড বিভক্ত করিলেও কৈবল্যশক্তি পূর্ণ থাকিবে। এইজন্য যাদবপুর কৈবল্য, পাহাড়তলী কৈবল্য একই রস সম্পন্ন জানিবেন। দুর্গা, শিব একই শক্তি। যেমন কালী শিবরূপ মহাকাল, একই পদার্থ, সেইরূপ সর্ব্বশক্তি একই পদার্থ জানিবেন। কর্ত্তাভিমানে পৃথকরূপ দেখে—বুঝে। কর্ত্তা লুপ্ত হইলে একই ভাব ধারণ করে, যেমন জীব ঘুমাইলে কর্ত্তা থাকে না, কিন্তু সত্যরূপ কৈবল্য থাকে, জীবের জ্ঞান থাকে না। সেইরূপ কর্ত্তা মুক্ত হইলে পৃথক কিছু দেখেও না, বুঝেও না, কারণ, তখন মন বুদ্ধি জ্ঞান থাকে না। আবার কর্ত্তা হইলেই মন হবে, বুদ্ধি হবে, জ্ঞান হবে। এই অবস্থায় ভেদবুদ্ধি ঘটিয়া মনের কর্ত্তৃত্ব গেলে শিবত্ব হয়, জ্ঞানশূন্য ভক্তি লাভ করিয়া কৈবল্যনাথের সকল সম্পদের অধিকারী হয়! মন বুদ্ধির অগোচর হইয়া যায় জানিবেন। পৃথকত্ব কিছুই নাই।"

দুগ্ধমন্থনেই ঘৃতের উৎপত্তি এবং ইক্ষু দণ্ড চর্ব্বণেই রসের উৎপত্তি। এই **গীতামৃতলহরীও** যতই মন্থনরূপ—চর্ব্বিত চর্ব্বণরূপ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন, ততই নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়া মন স্থির হইবে, মন স্থির হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিবে।

"অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্
গুরো পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্,
ওঁ শান্তি ওঁ

---

* Holy Bible. New Testment : Corinthians
Chapter 12, Para 12

For as the body is one, and hath many members (limbs), and all the members of that one body, being many, are one body : So also is Christ.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

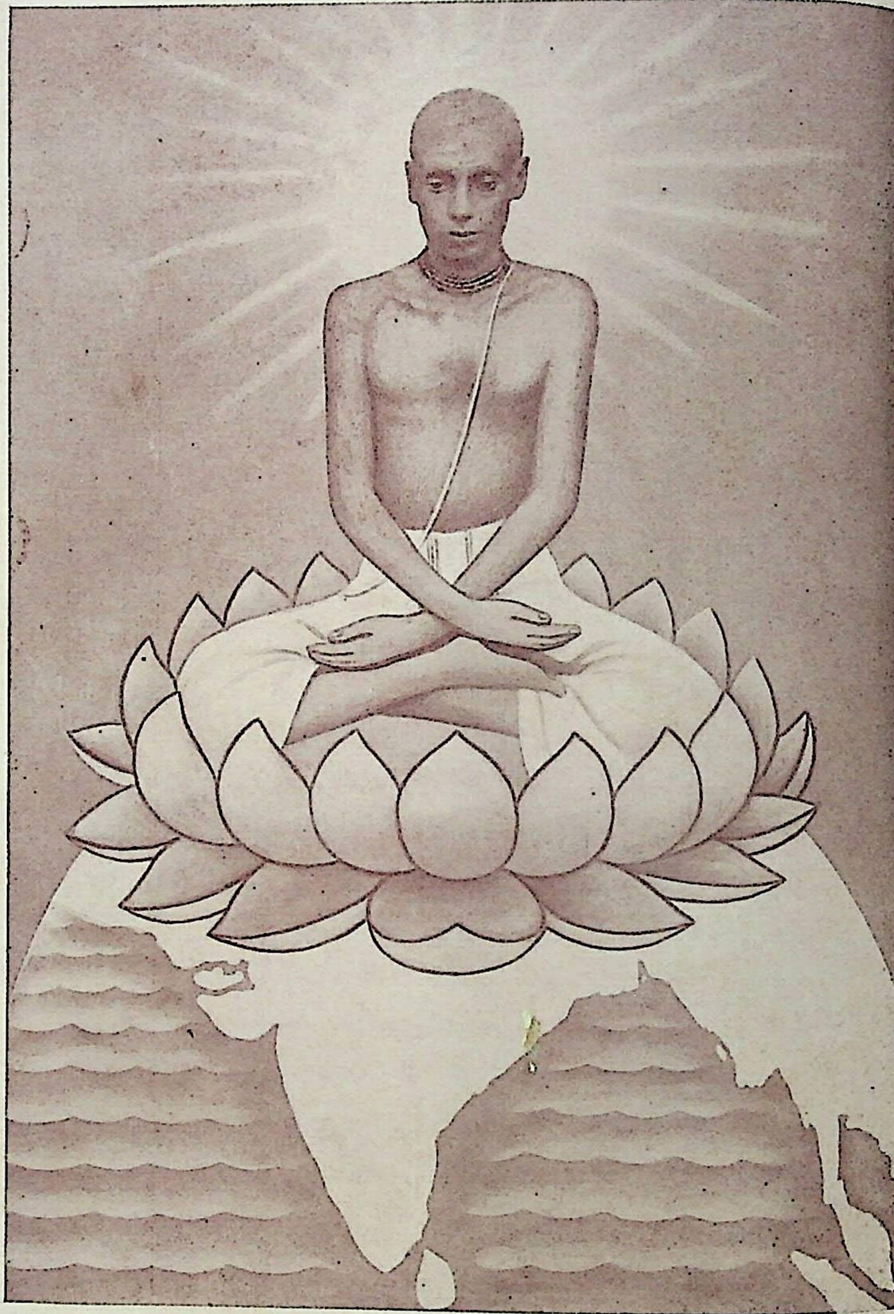

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম স্তবক

ধর্ম্ম

সাধন সম্বন্ধীয় উপদেশ

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

নাম জপই কলির শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ গীতা ৬।১০

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ গীতা ৬।১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ গীতা ৬।১৪

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ গীতা ৬।১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ গীতা ৬।১৭

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোমপা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ গীতা ৬।১৯

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা ৬।২৬

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা ৬।৩৫

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ গীতা ৬।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম স্তবক

ধর্ম্ম

সাধন সম্বন্ধীয় উপদেশ

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

নাম জপই কলির শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ গীতা ৬।১০
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ গীতা ৬।১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ গীতা ৬।১৪
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ গীতা ৬।১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ গীতা ৬।১৭

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোমপা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ গীতা ৬।১৯
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গীতা ৬।২৬
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা ৬।৩৫
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ গীতা ৬।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি সতত বনমালী।

ধীরভাবে নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বায়ুর স্থিরবত্তা উপস্থিত হয়। তৎপর প্রকাশ পায়, পরে জীতেন্দ্রিয় হয়। ইন্দ্রিয়গণ যে দিকে মনকে কর্ষণ করে, সেই দিক হইতে অন্তরালে থাকিবার সতত চেষ্টা করিয়া, পুনঃ পুনঃ মনকে ধীর সমীরে রাখার চেষ্টা করিতে হয়। যতই মন চঞ্চল হউক না কেন ততই মনকে ধীর স্থানে রাখিবার চেষ্টা করাই প্রয়োজন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ প্রলুব্ধ হয় তাহাতে যতই মন আকৃষ্ট হউক না কেন, ততই আস্তে আস্তে ধীরের যোগে বশ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। **নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই যোগ অভ্যাস না করিলে, কার্য্য সিদ্ধ হয় না। আর বেশী বাজে আলাপ ব্যবহার করিলেও বাধক অনেক উৎপন্ন হইয়া থাকে।** যে পর্যন্ত নিদ্রা আকৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ ধীর সমীরে থাকিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবেন। কূটস্থ চৈতন্যের আবির্ভাবে নিত্যানন্দের যোগ হয়। ধীর সমীরে যাওয়ার ব্যবস্থাটুকুকে অদ্বৈত ভাব বলিয়া থাকে। এখানে প্রতিষ্ঠা রুচি জন্মিলে যে ভাব হয়, তাহাকে গদাধর বলে। সতত এইস্থানে আবেগ-বৃত্তি বর্দ্ধন শক্তিকে শ্রীবাস বলে। এইস্থান ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে মনের গতি এবং কোন কামনা বাসনা না আসে তাহাকে যোগস্থ বলে। এই পরিচর্য্যার প্রতি যে পিপাসা এবং পাওয়ার জন্য যে ব্যগ্রতা অধিক হয় তাহাকে বৈষ্ণব বলে। সতত ইহারই পরিচর্য্যাকারী চিত্তকে ভক্ত বলে জানিবেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ গীতা ৪।২৯

হংস, শব্দের অর্থ হাঁস, প্রকাশ করা, ইহাই ভগবানের আশ্রয়। যেমন গরুড়-বাহন বিষ্ণু, বৃষবাহন শিব, তেমন হংসবাহন ব্রহ্মা; ইনিই ত্রিবেদ, ত্রিগুণ, ত্রিতত্ত্ব, ত্রিদেব; ইনিই ত্রি-অগ্নি, ইনিই ত্রিশক্তি, ইনিই ত্রিমূর্ত্তি, ইনিই তুড়িয়া রূপে জনার্দ্দন হইয়া থাকেন, তাহাকেই সোহং বলে। ইহাই ভগবানের নাম। **এই যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, হংসেরই একটী চঞ্চল অবস্থা।** প্রাণের সঙ্গে নাম করিতে করিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমান যাইয়া নামের অর্থাৎ প্রাণের দাস হইয়া যখন বুদ্ধি স্থির হইবে, তখন যে অবস্থা হইবে তাহাই সোহং। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

হংস কলবিং নামের প্রকাশে থাকিলে, নাম বৈ আর কিছুই বুঝিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় গেলে সোহং হইবে (অর্থ সো=সে, হং—প্রকাশ, সে ভিন্ন আর কিছুই নাই)।

"অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্ ।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং ॥"

হংস নাম, নাম হয় চিন্তামণি। এই হংসই প্রাণ, ইহার প্রতিষ্ঠা হইলে ভগবান প্রাপ্তি হয়।

নিরপেক্ষ, সকল অবস্থার মধ্যস্থকে বলে। এই নিরপেক্ষ হইয়া, প্রাণের অধীন হইয়া, নাম করিতে করিতে প্রাণের প্রতি যখন ভালবাসা আসিবে, তখন ইন্দ্রিয়-গণে প্রীতি-প্রলোভন শক্তির ভালবাসা বিরক্তিজনক হইবে। নচেৎ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে রোধ করিতে গেলে, তাহাদের সাঙ্গপাঙ্গ আসিয়া বিরক্ত করিয়া নামের পথে যাইতে বাধা জন্মাইবে। মনে বিচার করিয়া, প্রাণ বৈ আর কেহ নাই, এই প্রাণের সঙ্গ ছাড়িয়া মায়ামৃগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রলোভনে পড়িয়া আমাকে এই অনিত্য বস্তুর আলয়ে আটক করিয়া নিয়াছে, এই বোধ হইবে। তখন ঐ প্রলোভনের, ইন্দ্রিয়ের বেগ সহ্য আপনা হইতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গুলি একমাত্র মনের বৃত্তি জানিবেন। একটুকু ধৈর্য্য ধরিলেই ইন্দ্রিয়গণও ধীরত্ব লাভ করে। তখন ঐ ইন্দ্রিয়গণই মিত্র হইবে। প্রাণের বোধন হইলেই ইন্দ্রিয়গণ শান্তশিষ্ট হয়। সুকৃতিদিগের নিকট লক্ষ্মী এবং কুকৃতির নিকট অলক্ষ্মীরূপা এই প্রাণ হইয়া থাকে।

সংসারে নিত্য যন্ত্র করাই প্রয়োজন। শ্বাস-প্রশ্বাস না টানা না ফেলার অবস্থায় হাপ না হয়, কষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত যতটুকু পর্য্যন্ত রাখা যায়, ততটুকু সময় রাখিয়া পুনঃ পুনঃ মাথা হইতে মূল গুহ্য পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যে বিদ্যুতের লটার মতন চিন্তা করিয়া, নিত্য কার্য্য করিতে অভ্যাস করিবেন। এতৎ চিন্তাই মনকে সুস্থ করিয়া নিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রাস্পর্শাস্তুকৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ গীতা ২।১৪
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ গীতা ৩।২৭
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ গীতা ৭।৯

বাজে চিন্তা করিবেন না, সকল বেগই সহ্য করিবেন। লোভাদির অধীন হইয়া সংসারের বন্ধন ঘোচে না। জয় পরাজয়, লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উপস্থিত যখন যে যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা সম্পাদন করিয়া, বাকি সময় নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমান যে ভুল, ইহা জনিবার চেষ্টা করিবেন। শরীরের উপরই যখন কাহারো কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধুর উপর কর্ত্তৃত্ব কি করিয়া হইতে পারে ? এই সকল বিচার করিয়া সর্ব্বদা **প্রাণ, যাহা শরীরের মধ্যে আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিবেন**। নাক দিয়া যে শ্বাস প্রশ্বাস যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। ধীর হইয়া বসিয়া যতটুকু সময় পারা যায় বাজে কথা না বলিয়া ঐ নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণের স্বরূপ জানিতে পারিবেন।

সংসারের তরঙ্গে লক্ষ্য রাখিয়াই জীব বদ্ধ হয়। তাহাতেই লাভ লোকসান অনুভূতি হইয়া থাকে, ইহাতেই সুখ দুঃখকর শান্তি অশান্তির তরঙ্গ চলিয়া থাকে। অতএব ঐদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শূন্য ভাবে, অর্থাৎ আকাশের দিকে চিন্তাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে পরম শান্তির উদয় হয়। ভাল মন্দ যাহা হয়, সেই সকল অতিথির ন্যায় মনে ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে হয়।

নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র অমাবস্যা দিন যাহা দেখা যায়, সেই আকাশকেই তাহারা যত্ন করিতেছে। তদ্ অনুগত হইয়া এই প্রকার বৃত্তি-গুলিকে মনের সঙ্গে নির্ম্মল আকাশ চিন্তায় যত্ন করিতে হয়। এই নির্ম্মল আকাশকে যত ঘনিষ্ঠ করিয়া সেই আকাশের চন্দ্রাদির ন্যায় নিজ শরীরে অবস্থান করাইতে পারা যায়, ততই সাধ্যসাধন পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আশাভরসার দিকে যত্ন করিতে নাই। লাভ লোকসান হউক, না হউক, যেমন করিয়া সংসারে প্রারব্ধ ভোগ হয়, সে সমস্ত কেবল সহ্য * করিয়া গেলে পরে সংসারের চেষ্টা সকল আপনিই চলিয়া যাইবে। ভগবৎ চক্র উদয় করিবে, কোন দরকার থাকিবে না। কামনা বাসনা সকলি প্রারব্ধের দণ্ড। **সর্ব্বদা নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যাদির ন্যায় মনকে লাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়।** ইহাতে যাহা হউক, আর না হউক, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে নাই।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" গীতা ৯।২২
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা ৮।১৪

নাম বলিতে চিন্তাকেই বুঝাইয়াছে।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ॥"

অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে এই নাম বই আর এ জগতে প্রাপ্তির কিছুই নাই। এই যে অনন্ত জ্ঞান, ইহার নিকট সর্ব্বদা মন ইচ্ছা প্রভৃতি কামদবস্তু রাখিয়া তাকে নিতে কোন প্রলোভনে কি কোন উৎপাতেও ভুল না হয়, তাহাকেই নাম বলে। সংসারে যাবতীয় পদার্থেরই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়া থাকে, সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন যত নাম সকলি মনের ভ্রম। এই ভ্রম শুদ্ধ প্রকৃতির গুণের তরঙ্গ হইতে হইয়া থাকে। অতএব ঐ নামের বিলং পদে না যাইয়া, মনে মনে আপদে বিপদে সেই নামের নিকট সর্ব্বদা চিন্তায় ভাবনায় সকল অবস্থায়ই এই বিশ্বাস স্থাপন করিবেন যে, **এই নামই ভগবানের। এই নাম ছাড়া যে কোন নাম করা হয় তাহা ভ্রান্ত ও নামের বিভুতি।** যখন মনে বুদ্ধিতে সকল অবস্থায়, সকল শব্দেতে একটী নাম বোধ হইবে, তখন নামের সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। **অতএব সর্ব্বদা সকল অবস্থায়ই নাম করিবেন।** সেই নামেরই বিভুতি সকল নাম জানিবেন। সত্যনারায়ণ

---

* গীতা ২ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রত বই আর কিছুই নাই। **সেই সত্যনারায়ণই স্ব স্ব প্রাণ * জানিবেন। প্রাণের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া সেবা করিতে হয়।**

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। গীতা ৯।৩১

চিন্তা ভাবনা করিবার কি আছে? তুমি শরীরের গুণের প্রতিভায় চালিত হইতেছ। তাহার কর্ত্তা না হইয়া কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাক, নামেই উদ্ধার করিয়া লইবে। **নাম ছাড়া আত্মীয় কেহই নাই জানিবে।** নাম করিতে ভাল মন্দ বিচার করার কারণ কি? যখন যেমন হয় প্রারব্ধবশতঃ তাহা তখন তখন করিয়া যাইবে। ভগবান অভাব সাগর হইতে ত্রাণ করিয়া নিবেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। গীতা ১৮।৬১

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ১৩।১৩

সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর রাখিবে। কর্ত্তা অভিমানে থাকিয়া মন স্থিরের প্রয়াস করা কেবল দুঃখের ভাজন হইতে হয়। মন স্থিরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। **ভগবান হৃদয়ে এবং পিছনে সর্ব্বদা আছেন নিশ্চয়, ইহার সন্দেহ রাখিবে না। দেখিতে পাও আর নাই পাও, ইহা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আঢ্য করিয়া সতত থাকিবে, ইহাই ভগবৎ সেবা।** কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তখন ভগবান প্রত্যক্ষ পাইবে—শান্তির আকর ভগবৎ সেবা ফল লাভ করিতে পারিবে। **মন** নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা থাকিবে, ইহা ধ্রুব বাক্য সন্দেহ নাই। সংসার শব্দটী লোকেতে এই ভাব হইতেই আসিয়াছে। কারণ, বাসনা,—কর্ত্তৃত্ব ভ্রান্তি সাগরে পড়িয়া নানাবিধ লাঞ্ছনা ভোগ হয় বলিয়াই সংসারক্ষেত্র উপাধি ধারণ করে। ইহাই ভগবৎ

---

* গীতা ৭।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া (ভগবানের স্মৃতিলুপ্ত) জানিবে। সর্ব্বদা ভগবান প্রাণরূপে * হৃদয়ে গতা গতি করে, ইহা সত্য। অতএব ভগবান পদে (আশ্রয়ে) অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ গুরুরূপে সর্ব্বদা স্মৃতিপটে প্রকাশ আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই।

অদৃষ্টচক্রে নানান অবস্থায় ফেলিয়া কেবল জীবগণের কষ্ট দিয়া থাকে। তজ্জন্য ভয় করিতে হয় না। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে জানিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া সর্ব্বদা ভগবানের নামে রুচি নিবার চেষ্টা করিতে হয়। **ভগবান ভিন্ন এই সংসারের তরঙ্গজ্বালা মোচনের আর উপায় নাই।** অতএব দিবানিশি নাম করিবে। ভগবানেতে আর তাহার নামে ভেদ নাই জানিয়া লইতে হয়। নাম লইতে মন বুদ্ধি কিছুই লাগে না। প্রাণেই নাম করিতেছে। প্রাণের সেবা করার অবস্থাই নাম করা বলে।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
নিত্যশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনঃ॥

নামের অধীন হইতে পারিলেই নাম প্রাপ্ত হয়। মনাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে উপভোগ হয়, তাহা সকলই অস্থায়ী, ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়াকর্ম্ম প্রাণের সাহায্যেই হইয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়গণের সহায় করার অধিকার নাই। অহঙ্কারের আবর্ত্তনই মন। মনে যাহা উদয় হয় তাহা বুদ্ধি। ইহাদের উদয় অস্ত ভেদে সুখদুঃখ হয়। জন্মমৃত্যু ঘটে। অতএব মনাদির নিকট হইতে দূরে থাকিয়া, নামের কাছে থাকিতে চেষ্টা করিলে নামের সেবা হয়। যেমন ঘুমাইলে মন থাকে না, প্রাণ থাকে। সে সময় যে অবস্থা হয়, তাহাকে নাম করা বলে।

---

* গীতা ৭।৯ ;

Holy Bible, New Testament : S. John, Ch. 10, Para 38.
"......And believe, that the Father is in me and I am in Him."
কোর্আন—"ইন্না আল্লাহু আলিমুন্ খবিরুন্"—সুরা ৩১। আয়াত্ ৩৪
"God it acquainted with everything."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম করিতে করিতে সকল ঋণ শোধ হইয়া সত্যনারায়ণের যোগ লাভ করে। আর বিয়োগ হয় না। জন্মমৃত্যুও থাকে না। মনের দ্বারা সিদ্ধকে নরক বলে। সত্যনারায়ণের সেবা সাধ্যানুসারে করিবেন। সত্যনারায়ণ আপনাকে কৃপা করুন। **অহঙ্কারের দ্বারা নাম হয় না।** সীমাবদ্ধই থাকে, এইজন্য মন বলিয়া থাকে। অতএব মনের বেগ ধৈর্য্য ধরিয়া নামের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করাই সেবাকর্ম্ম।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গীতা ১৮।৬২

কলির আবরণের বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র নামই সম্বল। নামই শক্তিধ, সাধ্য ; নাম ভিন্ন এই জগতের মধ্যে সহায় আর কিছুই নাই। বিপদভঞ্জন হরি, তাঁহার শরণে সমস্ত বন্ধন উপদ্রব আদি মুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন। **যেই নাম সেই কৃষ্ণ, অভিন্ন নাম এবং নামী।** নাম করিতে করিতে ভগবান জাগিয়া পড়েন। অভয় দাতা ভগবান শান্তিধাম। তাহার আশ্রয় নিলেই পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। গীতা ২।১৮
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্। গীতা ৫।১২

সংসার মায়ামৃগ। ভ্রান্তি বশতঃ অসত্যকে অর্থাৎ অস্থায়ী বস্তুর স্থায়ীত্ব-বোধে ক্ষণিক সুখের জন্য, অখণ্ড-সুখকে ছাড়াইয়া কেবল ঘুড়াঘুড়ি করিয়া মায়াচক্রের গতাগতি পুনঃপুনঃ চালিত হইয়া থাকে। **নাম করিয়া যাইবেন। প্রারব্ধে যদিওবা করিতে রুচি না দেয়, তবু নামকে ছাড়িবেন না।** পতিব্রত ধর্ম্মই সত্য। **যেই নাম সেই ব্রহ্ম।** ব্রহ্মপদ লাভের বাধকই শুভ অশুভ কর্ম্ম। সুখের জন্য নাম করা হয়। তপস্যাই নাম, দুঃখেরই ভাজন। নাম করিতে করিতে যখন দুঃখের ভাজন ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন নামে রুচি অমৃত-স্বরূপ আনন্দ হৃদয়ে আসিবে। বিচ্ছেদ হইবে না। ফলাফল ত্যাগ করিয়া নাম করিতে হয় নাম লইয়া পড়িয়া থাকাই ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম সত্য নাম মুক্ত নাম ধর্ম্ম সার।
নাম বৈ সংসারে কিছু নাহি আর॥

ভগবান এবং নাম একই রূপ। নামই ঈশ্বর, নামই জগৎকে নানান ভাবে মায়ার দ্বারা (ভুলের) বিভক্ত করিয়া, আপনপর-ভাবে দ্বন্দ্ব উপস্থিতে ত্রাণের জন্য পিপাসা বৃদ্ধি করিয়া লয়; অতএব সর্ব্বদা অনন্য চিন্তারূপ নাম হৃদয়ে অঙ্কন করিয়া নির্ব্বিঘ্নচিত্তে অর্থাৎ উপায় অন্বেষণ বর্জ্জিত অবস্থায়, যাহা সর্ব্বদা জাগ্রত, এক নামই আছে আর কিছু নাই।

মা কালীবাড়ীতে যাইয়া প্রতিদিন নমস্কারাদি, কি জপ তপস্যাদি করিতে কোন বাধা হয় না। সেইখানে গিয়া যদি নাম করিতে শান্তি বোধ করেন, তাহাই করিবেন। নাম সংকীর্ত্তন যে চেচাইয়া করিলেই হয়, তাহা নহে। মনে মনে করিলে নাম হয়। **নাম বই আর কিছু জগতের ত্রাণের উপায় নাই।** এই বুদ্ধিই নাম সংকীর্ত্তন বলে। নামের অধীন থাকার নামই নাম সংকীর্ত্তন।

প্রাক্তনই সমস্ত করিয়া তুলিবে, ভাবনার কিছুই নাই। তুলসী মালা গলায় ধারণে দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত পবিত্র হয়। দৈহিক প্রকৃতির পবিত্রতা থাকে। তুলসী মালা ধারণ করাই কর্ত্তব্য। নাম জপের জন্য তুলসী মালাই প্রয়োজন কেন? **সর্ব্বদা একটী লক্ষ্য এবং নামের মালায় ভগবানের পরিকরসহ সেবা হয়।** তিলক ধারণে সর্ব্বতোভাবে দৈহিক, বাহ্যিক উপসর্গ হানি হইয়া মন, বুদ্ধি এবং প্রাণে ভগবানের নির্দ্দেশ স্থান প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া মহাজনগণ পথ খুলিয়া দিয়াছেন। **সর্ব্বদা মুখে হৃদয়ে নাম জাগাইয়া রাখাই ধর্ম্ম, বাহিরের বৃত্তিগুলি স্থির মার্জ্জিত হয়। সর্ব্বদা নাম করিবেন শান্তি হইবে।**

'বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্যচিন্তামণিধাম,
রতন মন্দির মনোহর;
আবৃত কালিন্দীর জলে, রাজহংস কেলী করে,
কুবলয় কনক উৎপল;
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসিয়াছে দুই জনে,
শ্যাম, বামে সুন্দর রাধিকা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দিকে সখিগণ বেষ্টিত হইয়া যুগল নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দের সহিত সেবাপরা হইয়া আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবানিশি ভজন করিতে হয়। ইহাই বৃন্দাবনের কর্ম্ম। পুরুষ স্ত্রী অভিমান ছাড়িয়া, সখীদের অনুগা হইয়া, আজ্ঞাপ্রাপ্তি লালসার দ্বারা সর্ব্বদা নাম করিতে হয়। নাম সর্ব্বদা জপ করিবেন। শুদ্ধাভক্তিই ভগবানের স্থান। বৃন্দাবনের রেণু, গুল্ম, কীটপতঙ্গ. বৃক্ষতরুলতা, সকলই চিণ্ময়। বৃন্দাবনে বৈষ্ণব এবং ব্রজবাসীদের সকলের ভগবানের স্বরূপ জানিয়া কামনা বাসনা, অন্যান্য বিষয় ত্যাগ করিয়া, একমাত্র যুগল সেবার কামনায় মজিয়া থাকিবেন। ইহাই বৃন্দাবনের কর্ম্ম।

নাম এবং ভগবান একই। সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে নাম করিতে চেষ্টা করার নাম হইয়াছে **নামকরা**। নামেই নাম মুক্ত করিয়া সর্ব্বানন্দময় শ্রীচরণপ্রাপ্তি দান করেন। নাম করিতে মনের শান্তি অশান্তির কোন প্রয়োজন হয় না। **নামই সত্য, নামই শান্তি**। *

'সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
সকর্ম্মসূত্রৈর্গ্রথিতো হি লোকঃ॥'

প্রারব্ধের কর্ম্ম যাহা ভাগ্যে ফলিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ফল নাই। **দিবা নিশি হরির নামে রত থাকিলে আপনা হইতেই তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন**। ন্যায় অন্যায় লোকের দেখিবে না, আপনার ভাগ্যেই সকল ভালমন্দ জুটিতেছে। কাহারো ভালমন্দ কেহ দিতে পারে না। সকলি ভাগ্য; অতএব দিবানিশি হরিনামই সত্য।

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। গীতা ৯।৩১

সর্ব্বদাই গুরুর নিকটে থাকিতে লালসা রাখিয়া, তাহারই নিকটে, তাহারই বাঞ্ছিত অবস্থায়, তাহারই কোলে ছোট ছেলেটির মত সর্ব্বদা বসিয়া আছেন, এইরূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন। **তাহার রক্ষিত জনের ভয় কি ?"**

---

* গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ গীতা ১২।৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৭

সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া সংসারের প্রাক্তন যথাযোগ্য ভোগ করিতে হয়। ভাগ্যের দ্বারে সর্ব্বদা থাকিয়া সুখ দুঃখ অন্ত করিতে চেষ্টা করিতে করিতে ভগবানের প্রতি মন নিবিষ্ট হয়। **সর্ব্বদা তাহার চিন্তাই, অর্থাৎ ভগবানের নাম করাই জীবের ধর্ম্ম।** নাম করিতে করিতে জীবের পরমত্ব থাকে না, নামেই মুক্তিপদ অঙ্ক করিয়া স্থান দেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা ১৮।৬৬

যত সময় পার আপ্ত চিন্তায় মগ্ন হইবে। তারপর যখন যে যে কর্ম্মের দরকার উপস্থিত হইবে, যথাসাধ্য করিবে। **সর্ব্বদা নামে নির্ভর করিয়া থাকিবে, নামই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি করিবেন।** ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্থির বুদ্ধির আশ্রয় করিতে হয়। চঞ্চলতা করিলে বুদ্ধি চিন্তাদিতে বিক্ষেপণ থাকে, নানান উৎপাত উপস্থিত হয়। সর্ব্বদাই স্থির হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে।

ভগবান পদ পাইবার জন্য কর্ত্তৃত্বাভিমান মতে কোন প্রার্থনা রাখিতে হয় না।* অদৃষ্টক্রমে কর্ম্মসূত্র দ্বারা যে রকম সমাজেই যে অবস্থার আবরণে পড়িয়া জন্ম পাইতে হয় তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্বদা ভগবৎ চরণে মতি রাখিয়া লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পিতামাতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বেগ সহ্য করিতে

* Holy Bible, New Testament: S. Mathew, Ch. 6 Para 8. "Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask Him."

কোর্আন—"ওয়া রাজাকাকুম্ মিন্ আত্তাইবাতি"— সূরা ১৬। আয়াত্ ৭২
"And God has provided for you subsistence of the best kind."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে দেহরূপ হইতে মনের সকল অভাব মোচন হইয়া যাইবে। তারপর আর কোন বাঁধা থাকিবে না, তখন পরম আনন্দরসে ভাসিতে থাকিবে। ভগবান কৃপা করিলেই তাহার উপর নানা ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মঙ্গল জানিবে। যথাসাধ্য আত্মীয় স্বজনের আচারের দ্বারা বিরক্ত না হইয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিবে। যাহা যখন সময় পাইবে, নাম করিবে। এতৎ ভিন্ন যত পারিবে মনে মনে 'ভগবান নিকটে আছেন' * এই চিন্তা করিয়া নাম করিবে। ইহাতেই ভগবানের নিকটে যাইবে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

মূল দেবতার অর্চ্চনা করিলে তাহার সাঙ্গপাঙ্গ সকলি তৃপ্ত হইয়া থাকে। আড়ম্বরাদি কার্য্যে অখুত্ সম্পাদন হয় না। কেবল বিশুদ্ধ ভক্তিদ্বারাই ভগবানের তৃপ্তি হয়, ঐশ্বর্য্যাদি অহঙ্কারের বাধ্য নয়। মায়াময় সংসারে ঐহিক ভাবেই মত্ত, মাধুর্য্য রসের অভাব থাকায় ভজন সাধনে কৃপা উপলব্ধি হয় না বিশুদ্ধ ভক্তির প্রয়োজন। মাধুর্য্য রস ভিন্ন ভগবান লাভ করিতে পারে না। ভগবৎ প্রেমই পরমপদ। কর্ত্তৃত্বাভিমানে জীবসকল সংসারসাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। দিবানিশি নাম করিবে। ভগবানের নাম রূপ সতত চিন্তা করিলে দেহ মন, বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া ভক্তি প্রকট হয়। বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ হইলেই প্রেম লাভ হয়, সেই প্রেমেই কৃষ্ণচন্দ্র মিলন ঘটে। উৎসব কি সভার মধ্যে তিনি থাকেন না।

---

* গীতা ১৩।১৩

Holy Bible, New Testament : S. Mathew, Ch. 28 Para 20.........."I am with you alway, even unto the end of the world."

কোর্আন :—'ইন্না আল্লাহু আলিমুন্ খবিরুন্'—সুরা ৩১। আয়াত ৩৪

"God is acquainted with everything."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯।২২

সর্ব্বদা নাম করিবে। নামকেই অনন্যচিন্তা বলিয়া থাকে। প্রাক্তন সূত্রে নানা রকম উপাধি সংযোগ করিয়া তোলে। তাহার বেগ ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষয় করিতে হয়। **বর্ত্তমানে এই জগতে কেন, স্বর্গাদিরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে, কালে সকলই হইবে।** কেবল নামই সত্য, নাম বই আর কিছুই এজগতে থাকিবে না।

"প্রারব্ধভুঞ্জমানানি গীতাধ্যানপরায়ণ।"

সর্ব্বদা নামে পড়িয়া থাকিবে, নামই সত্য। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম বই আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা নাম করিবে, প্রারব্ধে যাহা আছে হইবে যাহা ভগবান করেন তাহাই হইবে। চিন্তা করিয়া ফল নাই।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিসূত্রেই জীব বদ্ধ হইয়া নানান বাসনায়, গুণে, আবর্ত্তনে পড়িয়া সুখ দুঃখে তরঙ্গায়িত হইয়া বিঘোরে ঘুড়িতে থাকে। ইহাই ভগবৎ রাজ্যে কালের শাসন। এই ভোগ আয়তক্ষেত্র মুক্তির জন্য দিবানিশি সকল অবস্থায় সহিষ্ণুতা দ্বারা অনন্যভক্তি ভগবানের সেবা পরিচর্য্যা করিতে করিতে এই সকল ভোগদণ্ড, অভাবের অভিযোগ মুক্ত হইয়া পরমানন্দপদ ভগবানের আশ্রয় পাইয়া নিষ্কৃতি পায়।* অতএব সকল অবস্থায়ই নিত্য সেবার ত্রুটি করিতে নাই। অনন্য চেষ্টার দ্বারায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রারব্ধ সকল ক্ষয় করিবে। **নামে পড়িয়া থাকিবে, নামেই উদ্ধার করিবে।**

---

* গীতা ১২।৬, ১২।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা ৮।১৪

ভগবানের আশ্রয় জনেরই নানাবিধ প্রারব্ধ দণ্ডভোগ স্বীকার করিয়া লইতেছে। রাম প্রভৃতি মহাপুরুষদের পুরাণীয় উপাখ্যানে প্রকাশ রহিয়াছে, সকল প্রারব্ধ ভোগের বিরত হয় নাই। ভোগ অন্তে স্বরূপের প্রকাশ পায়। **ভোগ থাকিতে বন্ধন যায় না। অতএব সর্ব্বদা নাম করিতে এবং নামের নিকট থাকিতে চেষ্টা রাখিবে। নামেই সকল ঋণ শোধ করিয়া নিত্যধামে বাসের শক্তি দান করিবেন, সন্দেহ নাই।** সংসার মায়াময় প্রাক্তনকর্ষণে নির্ম্মল রাতুল পদ ভগবানের নিকট প্রকাশ পায়। সেই জন্যই ভগবানের ভক্তবৃন্দ প্রাক্তনকে আলক্ষ্য রাখিয়া দেহদেহী মনের বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই নাম করিবেন। সকল অবস্থাই গুণ ঘর্ষণে ঘটিয়া থাকে। আকৃষ্টির ফল শরীরের সঙ্গেই আসে এবং যায়। নামকে ত্যাগ করিতে না হয়, ইহাই সত্য জানিতে হয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ গীতা ১২।১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯

সংসারচক্রে মায়ামোহ জড়তায়, আত্মবুদ্ধির প্রসঙ্গে আবরণ করিয়া অনিত্য ঝঞ্ঝাটের দ্বারা বিষয়ভোগ চিন্তায় কলুষিত রাখে। নাম করিতে করিতে সেই কলুষ মার্জ্জনা হইয়া, পরমসুখে ভগবানের সেবা করিয়া, প্রারব্ধ ঋণ সকল মুক্ত পায়। নাম এবং ভগবান একই জিনিষ। **নাম সঙ্গ করিলে, ভগবানের পরিকর হইয়া থাকে।** ভগবানের পরিজন স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখ মণ্ডিত থাকে। সকলকে সমান মানিয়া নেয়। ইহাই ভগবানের প্রিয়কর। দক্ষযজ্ঞাদি দ্বারা কেবল ফল সুখদুঃখময় হইয়া থাকে। সঙ্গের আবর্ত্তনে পড়িয়া দক্ষযজ্ঞের আশক্তির ফল যোগ করিয়া লয়। অতএব নাম করিবেন। তৃপ্তি হউক আর না হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ গীতা ৩।৩

সংসারের পথ বহুবিধ রকমে বন্ধন মুক্তির কারণ হয়। তন্মধ্যে দুইটি পথ প্রধান, যাহা দ্বারা উদ্ধার হয়। সকলই অনন্ত চিন্তা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমটি অকর্ত্তা হইয়া চিন্তা ভাবনা বর্জ্জনে যখন যে অবস্থা উপস্থিত তাহার বেগ সহ * করা। দ্বিতীয়টি সর্ব্বদা ভগবানকে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য কি মধুর ভাবের যে কোন ভাবের একটিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাবার ঐকান্তিক বাসনায় দিবানিশি সর্ব্বত্রে, সকল অবস্থায়ই পাবার লালসা করিয়া থাকিতে হয়। **সকল দেবতা প্রভৃতি জীবগণের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, ভগবৎ কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়।** এই দুইটি পথই উদ্ধার করিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। জন্ম মৃত্যু যায়।

অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা ৬।৩৫

কোন চিন্তা নাই। অভ্যাস যোগে থাকিতে থাকিতে মনের গ্লানি দূর হইয়া দেহ, মন, চিত্তভাব সকল পবিত্র লাভ করিয়া পরম শান্তি পাওয়া যায়।

'নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যশুদ্ধঃ, নিত্যমুক্তঃ, অভিন্নাত্মা নামনামিনঃ।
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥ গীতা ১২।৮
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥' গীতা ২।৩৮

সর্ব্বদা সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া নাম করিতে থাকিবেন, নামেই শুচি করিয়া উদ্ধার করেন। ভাগ্য বশতঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নাই। সংসারে স্বধর্ম্মই অকর্ত্তাবুদ্ধি, এই বুদ্ধির আহরণে, সকল পাপ মুক্ত হইয়া কৃত কর্ম্ম স্থির করে। বুদ্ধি স্থির করিয়া নিত্যানন্দধাম প্রাপ্ত হয়। সুখেদুঃখে সমান করিয়া নিত্য আনন্দে থাকে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ গীতা ৬।৩০

ভগবৎ দাস সমীপে সর্ব্বদাই ভগবান থাকেন। (পাদমেকং ন গচ্ছতু) ক্ষণকাল ও ত্যাগ করিয়া যায় না।" *

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গীতা ১৮।৬২
জীবনং সর্ব্বভুতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ গীতা ৭।৯

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কি কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভাল-মন্দ জয়পরাজয় লইয়া থাকিলে, কামনা দূর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটী করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়।

কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্ম জন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়, এই প্রশ্ন সততই আমাদের উদিত হয়, কিন্তু কয় জন মিমাংসা করিতে পারিয়াছেন? **"তিনি বলেন"** নিত্যবস্তু এবং স্বভাবের সঙ্গ না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, শান্তি লাভ করা অসম্ভব। নিত্যবস্তু কি? যাহাকে কোন প্রকার ত্যাগ করা যায় না তাহাই নিত্য,—

---

* গীতা ১৩।১৩

Holy Bible, New Testament: S. Mathew, Ch. 28. Para 20.
"I am with you alway, even unto the end of the world."

কোরআন :—'ইন্না আল্লাহু আলিমুন্ খবিরুন্'—সুরা,৩১। আয়াত্ ৩৪
"God is acquainted with everything."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশংকর সরকার

যাহাকে ধরিয়া থাকিলে পাপতাপ দুঃখ যন্ত্রণা ভয়ে পলাইয়া যায়, তাহাই নিত্য। এই নিত্যের সেবা করাই ধর্ম্ম। প্রাণ নিত্য, যেহেতু তাহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকা চলে না।

যে প্রাণ জগতের আশ্রয় এবং যাহার ক্রিয়া বা স্পন্দনের বিরাম নাই, সেই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রাণ-দেবতার সঙ্গ করিতে হয়। একটা কিছু আশ্রয় বা অবলম্বন না করিয়া সাধন ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না, কাজেই তিনি সকলের আশ্রয়,—সর্ব্বভূতের প্রাণ এবং সর্ব্বব্যাপক।* তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা বলেন **"আশ্রয় লইয়া ভজে, কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যজে"**; সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের কথা অনেক সময় বলিয়া থাকেন। **এই আশ্রয়কেই উপনিষদে বলা হইয়াছে "সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠা।"**

মনের কোন দরকার নাই, প্রাণের সহিত নাম করিলেই হয়। প্রাণের সহিত নাম করিবেন। নামেই মনকে ঠিক করিয়া লইবে। সন্দেহ নাই।

ভক্ত ও ভগবান, সতী ও পতি, চৈতন্য ও ভগবান, রাধা ও কৃষ্ণ, জীব আত্মা ও পরমাত্মা, কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমাগ্নি সকলের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হউক; ভগবান স্বয়ং ভক্তের দাস।

প্রাণে মধুর রস সঞ্চারিত হইলে, সতী যেমন পতি বিনে অন্য নাহি জানে, ভক্তও তেমন ভগবান ভিন্ন আর কিছু জা॰ ।

"ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।"

পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা আমার কেহ প্রিয়তর নাই।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ গীতা ৯।৩৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীতা ১৮।৬৫

আপনি যখন কর্ত্তৃত্ব চেষ্টায় কোনই উৎসার্থন করিতে পারেন নাই, তখন মিছামিছি ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া, আমারই চিন্তা করুন, আমারই

---

* গীতা ১৩।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত হউন, আমারই সেবা করুন, আমিই আপনাকে উদ্ধার করিয়া পরম স্থানের অধিকারীতে নিযুক্ত করিব। আমি ছাড়া, এ জগতে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না। এইটি বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে আঢ্য করিয়া লউন, তবেই শান্তি পাইবেন।*

সকল সময়ের তরে প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখিতে পারেন. ততটুকু করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশ্রয়নাম উচ্চারণ করিবেন। সকল অবস্থায় সকল সময় কষ্ট না হয় এমন ভাবে স্থির করিবেন।

জপ বলে সংখ্যাকে। সংখ্যা বলে নির্দ্দেশ করাকে। যে কোন বিষয় অদ্বৈত ভাবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকা যায় তাহার নামই জপ। নাম বলে চিন্তাকে। ধ্যানও তাই। নাম আর ধ্যান একই ভাব। যে কোন ভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাহার চিন্তাই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সর্ব্বদা চিন্তায় বিচরণ করে, তাহাকে নাম, জপ, ধ্যান ও গুরু বলে।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাব নিষ্ঠা করি।
নামের সঙ্গেতে ফিরে আপনি শ্রীহরি॥"

আপনার বিভুরত্ব ভাব দূর করিতে কর্ত্তা ছাড়িয়া অদৃষ্ট করে। ভোগের দাস হইতে চেষ্টা করিয়া ভোগ শেষ হইলে, নামে রুচি আপনা হইতেই হইবে। অদৃষ্ট যেমন যখন হইবে, তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। **ভগবান কাহারও অদৃষ্টের ভোগ নাশ করিতে পারে না, এক নামেই পারে। কর্ত্তা হইয়া নাম করিলে নামের ফল শুকাইয়া যায়।**

মনের সাহায্যের সুখ দুঃখাদি আহরণ করা কেবল মাত্র ভ্রম। নামই সত্য, নামের যুক্ত মন বুদ্ধি নাই, মন বুদ্ধির পার নাম অবস্থান করেন। নামই সুখময়, নাম আনন্দময়, নাম করিতে গিয়া সুখের দুঃখের আদর থাকিলে নাম

---

* Holy Bible, New Testament : Romans, Chapter 10, Paras 11 & 13.

11. "……Whosoever believeth on Him shall not be ashamed."

13. "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয় থাকে না। সংসারের দেনা পাওনাও শোধ হয় না। মন বুদ্ধির আশা মিটে না। এইজন্য সর্ব্বদা সুখ দুঃখ ছাড়িয়া, সহ্য করিয়া, নাম কেবল অমূল্য নিধি জানিয়া, সংসারের যাবতীয় দেনা পাওনা শোধ করিতে হয়। **যেই নাম সেই কৃষ্ণ।** মন্ত্রাদি মুগ্ধ যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা কেবল ভ্রম (স্বপ্ন) মাত্র। নামই প্রহ্লাদ হরিদাস বিবরণে প্রকাশ আছে।

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাব নিষ্ঠা করি।' নাম করিবেন, নামে আর কৃষ্ণেতে অভেদ। সর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবান সমস্ত ঋণ মুক্ত করিয়া ভগবানের নিকট স্থান দিবেন। * প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকল ভক্তগণকে যেমন করিয়া এই সংসারের দেব দানবের আবর্ত্তন থেকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেইরূপ এই সংসার তরঙ্গের বন্ধন হইতে ভগবান উদ্ধার করিয়া লইবেন। অতএব নাম নিয়া পড়িয়া থাকুন। নামেই সমস্ত করিয়া দিবেন। **হৃদয়ে যে নাম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ঐ নামের সেবা করিয়া যাইতে থাকুন। আমিও নিকটে আছি জানিবেন।**

প্রাণ অর্থাৎ যাহা যাহা শ্বাস প্রশ্বাসে চলিয়া থাকে, ইহাই ভগবান। ইহাকে স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখা যায়, ততটুকু সময়ই ভগবানের নাম করা হয়। এবং ইহার স্থির অবস্থায় নিবার জন্য যে মনের বেগ, তাহারই নাম মন্ত্র। যখন সেই প্রাণেতে স্থির বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণের স্থির করা বোধ হইবে, তাহাকেই স্থির আত্মা বলিয়া জানিবেন। অতএব যত সময় পাবেন, ঐ প্রাণের স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ঐ অনুষ্ঠানের নামই যজ্ঞ বলিয়া মুনি ঋষিগণ বলিয়াছেন। এই স্থির করার জন্য কর্ম্ম করার নামই **নাম করা** অর্থাৎ এই স্থিরের অধীন থাকার নামকে **নাম** বলে। এই স্থির অবস্থাই ভগবান (অভাবশূন্য) জ্ঞান জানিবেন। নাম সর্ব্বদা করিবেন—সকল অবস্থায় এই ভূত প্রকৃতি মুক্তির জন্য, এই প্রাণের স্থির করার আশ্রয় নিয়া এই প্রাণের স্থির বৈ আর কিছুই নাই, এই জ্ঞানকে নাম সংকীর্ত্তন বলিয়া জানিবেন।

---

* গীতা ১০।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ গীতা ৮।৭

ভগবান ভক্তিরূপাদি দ্বারা প্রকাশ থাকেন। নাম আর রূপের ভিন্ন কিছু নাই। **যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই ব্রজবাস** হয়। তার কারণ, যেই নাম সেই যদি কৃষ্ণ হয়, তবে যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ব্রজ। **"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতু"** এই প্রমাণেও ত জানা যায়। নাম লইলে ব্রজ ছাড়া হয় না এবং ভগবানের অদৃশ্যও হয় না, বৃন্দাবনেই নাম হয়। দেহের আবরণে থাকিয়া যে সকল সুখ-দুঃখ উপভোগ হয়, সেই সকলই জীবের বন্ধন ভোগ মাত্র ; কারণ, ঘুমাইলে শ ন্ত অশ ন্ত সুখদুঃখের কোন ভিন্নতা থাকে না। **নাম ভিন্ন আর সকলই অনিত্য।** এখন মনে শান্তিতে হউক, ভাল লাগুক, আর না লাগুক, নামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। দেহের সকল দেনা শোধ করিয়া নিত্যধামে যাইতে পারিবেন। ভগবান পিছনে সর্ব্বদা আছেন জানিবেন।*

যে কয়দিন এ জগতের জন্য দেহে থাকেন, ততদিন আপনাকে প্রাক্তন জ্বালা ভোগ করিতে হইবে। পরপারে শান্তির আকর জানিবেন। প্রাক্তন স্থত্রেতে এ সংসারে ভাইভগ্নি স্ত্রীপুত্রাদিরূপে নানান যোগ বিয়োগের সম্বন্ধ হয়। সেই সকলই অযোগ, অভাব, আবরণ, বন্ধন। কেবল নামের জন্য অধির হইতে চেষ্টা করিবেন। ভাগ্যের অতিরিক্ত কিছুই করিবার যো নাই। ভগবান মঙ্গলময়, ভগবানের নিকট সর্ব্বদা থাকিতে থাকিতে নিত্য পরিকর নাম সেবার সঙ্গলাভ করিয়া সুখ দুঃখে, তরঙ্গে নিত্যধামে নিয়া যায়, ইহাই তাহার স্বভাব। নামই সত্য, নাম বৈ আর কিছুই নাই। সংসার মায়াময় অর্থাৎ ভ্রম মরিচিকামাত্র।

নাম ভিন্ন কোন যুগেই উদ্ধারের পথ পায় নাই। অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন। **"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"** এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর পতিত পাবনী শক্তিবান জানিয়া যত ঘন ঘন উচ্চারণ করিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে পরম শান্তি আসিয়া পরম সৌভাগ্যশালী করিয়া লইবে। কৃপা করিয়া প্রীতিভক্তি প্রভৃতি শ্রদ্ধা সন্তোষ যোগে পরম শান্তিময় করিবেন সন্দেহ নাই।" †

---

* গীতা ১৩।১৩ † গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা নাম চিন্তা করিবা, তাহা হইলেই সমস্ত অসুখ, অসুবিধা দূর হইয়া মহাশান্তিলাভ হইবে। *

বদন ভরিয়া বলিতে বলিতে, হরি উঠিবে জাগিয়া।
ভাবিতে ভাবিতে সুধাক্ষরণে, পরণে পরণে লইবে মিষিয়া !

'সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা বৈ কি নাই।'

নামের দাসের ধ্বংস হয় না। নামের নামে তান মিলাইয়া যোগী ভবসাগরে ডুবিয়া পড়ে, সুধা সমুদ্র গোপাল গোবিন্দ মধুর মধুর সরে। †

দিবা নিশি ভগবৎ সমীপে চিত্তকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। কালে তিনি প্রকাশ হইবেন। তখন সকল প্রকার মনের মলিন্যময় কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হইয়া, তার দাসত্ব বুদ্ধির জ্ঞান প্রস্ফুটন হইবে।

---

* গীতা ১৮।৬২

† গীতা ৯।৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সত্যনারায়ণ সেবা

পতিব্রতা ধর্ম্ম

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯।২২

এই যে ভাব ইহা ছাড়া আর কিছুই চায় না, জানে না, অন্য কিছুর দরকার নাই। মহা ঐশ্বর্য্য প্রলোভনের আবাহনকেও তুচ্ছ করে। তাহাকেই পতিব্রতা ধর্ম্ম বলে। 'গুরু ধ্যানং তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ' ইত্যাদি। 'গুরু ব্রহ্মা গুরুঃ বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব গুরু গতি, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' ইত্যাদিতে পতিব্রতা জাগাইয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ অদ্বৈতভাব হৃদয়ে রাখা।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা ২।১৬

পতিব্রতার সত্যতা প্রভাবে কোনটারই অভাব থাকিতে পারে না। সত্য-ধর্ম্ম সত্যপরা ভগবান নিত্য নিকটস্থ থাকিয়া, অকপট শক্তিদান করিয়া, পতিব্রতার রক্ষা সাধন করিয়া থাকেন। ইহা বেদজ্ঞ ঋষিগণের আঢ্য প্রতিজ্ঞা, সন্দেহ নাই। পতিব্রতার স্বধর্ম্ম পালনে, নিত্য উন্মুখ থাকিয়া কাল যাপন করেন। 'এক **সত্যং পরম্ ধীমহি**'। পতিব্রতা ধর্ম্ম সামান্য সুখের লোভে নাশ করিয়া অভাবসাগরে ভাসিতে নাই। সত্যই সকল অভাব নাশ করিয়া থাকে, ঐশ্বর্য্য, বৈভব, ধন জন রত্নাদি কেবল মাত্র পতিধর্ম্মের ব্যাঘাৎ কারণ।"*

সংসার মায়াময়। † সত্যই পরম ধর্ম্ম। সত্যকেই সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকিলে সত্যই আপন শক্তি দ্বারা সুখ দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া লয়। **সত্যং পরং ধীমহি, সত্যমেব কেবলম্**) সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ‡ থাকিবার চেষ্টাই পরম পবিত্র যোগ। ধর্ম্মই পরম পবিত্র রসবিন্দ।

ভগবান যাহা করেন, কোন ভাবনা করিবে না। সত্যই পরম পদ, সত্যকে ত্যাগ করিবে না। সর্ব্বদা মনকে সত্যপথে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

---

*Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 10, Para 25. "It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God."

† গীতা ৭।১৪

‡ গীতা ১২।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যব্রতই পরম ধর্ম্ম। অনন্যচিন্তায় সকল অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া দেয়। কোন অভাব রাখে না। *

সর্ব্বতোভাবে সত্যলোকে সত্যপরায়ণ হইয়া সত্যভাবে থাকিতে সততঃ চেষ্টা করিবে।

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিমুগ্ধ, অস্বাভাবিক গতি। ইহাদের হাত চালন হইতে নিস্কৃতির একমাত্র পতিব্রতা ভগবৎ সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বদা পতি সেবায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। অচিরে ভগবান কৃপা করিয়া সকল অশান্তি ভ্রান্তি বিবিধ অভাব নাশ করিয়া নিত্যানন্দ আবরণ করিবেন।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ গীতা ৯।২১

সংসার মায়ামুগ্ধ, ভ্রান্তিজনক। এই সংসারে প্রারব্ধ ভোগে পরিচালিত হইয়া থাকে। বাসনাকুলে বিবৃত হইয়া সত্য প্রতিষ্ঠার চঞ্চল হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে সহিষ্ণুতাই সামর্থ্য প্রকৃতির উদ্বর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রলোভনীয় পথে নানা উপসর্গ জুটিয়া চিত্তকে কলুষিত করিয়া লয়, তাহা হইতেই নানা উপায় অবলম্বন করিয়া, জগতে অভাবগ্রস্থ হইয়া পড়ে। নানা পথে চালিত হইয়া, নানা গুণের তরঙ্গ দ্বারা শান্তির অশান্তির সংঘটন করে। মুক্তি পাবে বলিয়া মায়া অর্থাৎ ভ্রান্তি যোগ আশ্রয় নিয়া যজ্ঞ ভুলিয়া যায়। যজ্ঞ শেষ করিতে পারে না। যজ্ঞ হারাইয়া নানাবিধ কাল দণ্ডের অধীন হইয়া, গতাগতিময় পুনঃ পুনঃ জগতে নানারূপে সুখদুঃখে লাঞ্ছিত হইতে দেখা যায়। স্থির বস্তুর সঙ্গ না পাইয়া, পতি-সেবা হারাইয়া নানাবিধ উপায় সৃষ্টিদ্বারা কেহ সন্ন্যাসী, কেহ জাপক, কেহ যোগী, কেহ ভোগীরূপ ধারণ করিয়া, আশু সুখ অনুভূতিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যবসায়ী বুদ্ধির আবৃত হইয়া যায়। এই সকল কেবল মায়ামন্ত্র জানিবেন। সকল উদ্দেশ্য বিধান ছাড়িয়া একমাত্র পতিসেবায় নিত্য নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

* গীতা ৭।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমানে পতিসেবাই পরম পুরুষার্থ, ইহা বই আর কিছুই নাই। ভগবৎ ভক্তিদেবী কোন অভাব প্রবর্ত্তন করান না, সর্ব্বদাই পবিত্র করিয়া দেন।

সংবর্দ্ধন কার্য্য কর্ত্তৃত্বাভিমানীতে সাধ্যসাধনে প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই পতিব্রতা ধর্ম্ম জগতে বহু নায়কনায়িকা প্রবণ করিয়া কীর্ত্তি পথ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব পতিব্রত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম সহায়ে কৃতকার্য্য সম্পাদন হইতে পারে না। মনের সুখ বোধ যাহা হয়, তাহা কেবল প্রকৃতির বিকার মাত্র, ক্ষণস্থায়ী।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ গীতা ১৮।৩৮
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা ২।১৪
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

লোক সকল ভগবানের দাস, অর্থাৎ প্রাণের অধীন। প্রাণ না হইলে কাহারো কোন কর্ম্ম সম্পাদন হয় না। যে ইন্দ্রিয় প্রাণের সাহায্য না পায়, সেই ইন্দ্রিয়েই অভাব হয়। গুণের দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির অহংকার মর্য্যাদার জন্য প্রাণকে ভুলিয়া কর্ত্তা হইয়া ইন্দ্রিয়প্রসূত সুখের আশায় এবং দুঃখের বিয়োগ জন্য ব্যস্ত হইয়া আপাততঃ মধুর পরিণাম বিষমিব * যে সকল অস্থায়ী, অনিত্য সেই প্রকৃতির বশ হইয়া যোগযুক্ত হয়। ইহাই মায়া। এই দৈবী মায়ামুগ্ধ জীবের কি যে ভাল, কি যে মন্দ, বুঝিতে পারে না বলিয়াই, নানান আপাততঃ ক্ষণিক সুখের দায়ে পড়িয়া আত্মস্মৃতিহারা হয়। যাহা হউক, **ধৈর্য্যই এই মায়ার নাটের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করে।**

নামই সত্য, রূপের নিত্যতা নাই; কারণ, রূপ গুণের আভাস মাত্র। রূপে মুগ্ধ হইলে পরে দুঃখ অনিবার্য্য। **নাম আর ভগবান অভিন্ন।** যদি তাই হয়, তবে নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই ভগবানের নিকট থাকা হয়। ভগবানের নিকট থাকিতেই যদি হইল তবে সুখের লালসা ভুল হয় না? অতএব সুখের

* গীতা ১৮।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাশী না হইয়া কেবল নাম করিয়া চলিতে থাক, নামেই ব্রজবাসী করিয়া, আপন করিয়া নিবে।

পরশ্রীতে কাতরতা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। পরের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতে নাই। নিজেই যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা ভগবান দেন, সেই টুকু নিয়াই সন্তোষ থাকিতে হয়। ইহাকেই পতিব্রত বলে। আপন পতি দরিদ্রই হউক, মূর্খই হউক, রোগীই হউক, পতি হইতে সুখই পাই, দুঃখই পাই, সকলি অমৃত বলিয়া ব্রজবাসীগণ ধারণা করেন। অতএব প্রাণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে ভুলিতে নাই। **নাম পাইলে নাম কখনও ত্যাগ করিবে না নিশ্চয়।**

সংসারে যাহা কিছু যোগ যাগ তপস্যাদি দ্বারা, কৃতবিজ্ঞ অহংকার শক্তির দ্বারা প্রতিবোধন হইয়া থাকে, তাহা সকলই ভ্রান্তিমূলক মাত্রাস্পর্শ ইন্দ্রিয় মাত্র, আপাততঃ সুখপ্রদ পরিণাম বিষমিব হইয়া থাকে।* অতএব জগতে এক পতি-ভক্তি রতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়গ্রস্থের সংসার তরঙ্গের তাড়না হইতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। অতএব অন্য আশা অন্য ভরসা কামাদি অন্য চিন্তা পরিহরি, পতিগত চিত্ত সংস্থাপনে চেষ্টিত হইবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। গীতা ২।৪৭

ভগবানের কৃপাচারীপদে অধিষ্ঠান থাকিতে ভগবানের কৃপা ছাড়া কর্ত্তা-ভিমানে নির্ব্বিঘ্নতা হইতে পারে না। নাম নিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলে, কোন বিষম বিষয়ের মায়ামৃত খুঁজিতে হয় না। **পতিব্রত ধর্ম্মই সত্যব্রত। সত্যব্রত ছাড়া দক্ষব্রতের পাশে বন্ধন বই আর কিছুই ফল হয় না।** মনের সুখের জন্য লালসার দ্বারা দুঃখের বোঝাই লাভ হয়। তাই হয় অভাব, ভাব থাকে না। পতিত জমিতে পতন পদার্থই উৎপন্ন হয়। কিছু কিছু করিয়া ধৈর্য্যের অভ্যাস করাই দরকার। ভগবান বিষম নয়, সম পদ। তারতম্য খুঁজিয়া ফল কি? মনের বৃত্তি চঞ্চলতার আকর। অতএব সর্ব্বদাই প্রাণের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিয়া নাম উচ্চারণ করিয়া যাইবে। ফলাফলরূপ সুখের দুঃখের আকর খুঁজিবে না।

---

* গীতা ১৮।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ গীতা ১২।৯
'সত্যকে সর্ব্বদা আহরণ করিবে।'

মনের স্থির করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। মনের স্বভাবই স্থির, কর্ত্তৃত্বাভিমান সূত্রে চঞ্চল বাসনায় আলোড়িত হইয়া নানান উপসর্গ প্রবর্ত্তন করিয়া দেয়। তাতেই লোক বিমুগ্ধ হইয়া সুখ লাভের প্রত্যাশায় নানাবিধ চেষ্টা করে বলিয়াই আরো চঞ্চল ও উপদ্রব সংযোগ হয়। পতিব্রতা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া শরণে নিমগ্ন থাকিতে অভ্যাস করিতে করিতে এবং পতি প্রতি ভক্তিরসের নিমিত্ত স্বীয় কর্ম্মজনিত অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে এবং চঞ্চল কার্য্য যে সকল প্রকৃতির সঙ্গ হয়, সেই প্রকৃতি ভাবের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে চিত্ত সঙ্কোচ হয়, পরে মন স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তাহাতে সযোগ সুখ অপেক্ষা বেশী সুখ হয়।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। গীতা ১৬।৬

পতিব্রতা ধর্ম্মে পূর্ব্বাপর ভাল মন্দ বোধ রাখা ঘটে না। জগতে সকলি ভাল মন্দ দুইটি ভাব মাত্র। ইহাই দেবাসুরত্ব, জীবের উপর আধিপত্যে নিত্য নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুখ দুঃখ মনেতে খেলে বলিয়াই আশঙ্কার উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই ভয় অভয় প্রদানের প্রচলন হইয়া থাকে। এক কথায় দুঃখ পায়, অপর কথায় সুখ হয়, ইহা একই ভাব। ঘুমাইলে বোধ থাকে না, জাগিলে সকলি বোধ হয়, বোধ আর অবোধ একই।

জগতে হ্রাস বৃদ্ধির তরঙ্গ দ্বারা, ভ্রান্তিমূলক অসত্য অস্থায়ী চিহ্ন দ্বারা. মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে মোহগর্ত্তে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকেই বদ্ধ জীব বলে। এইজন্য ভগবান নিত্যস্বরূপ সহ ভাবকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া "বলং বলং বাহু বলং" ধ্বনি সঞ্চার করিতেছেন। একমাত্র ভগবানই সত্য * ও স্থায়ীরূপে ত্রিলোক এবং লোকাতীতে বিচরণ করিতেছেন। জাগ্রতরূপে

* গীতা ১৩।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য দান করিয়া থাকেন। * কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ তৎপ্রকৃতির বিকাশ থাকে না বলিয়াই সুখ দুঃখাদির দ্বারা পরম চেষ্টার বৈগুণ্য করিয়া তোলে। যাহা হউক, **পতিব্রত ধর্ম্ম পরমানন্দ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, পরিশেষে পবিত্র করিয়া দেয়।** *চিন্তা নাই।*

সংসার কেবল ভ্রান্তিপাশে বন্ধন হইয়া সত্যব্রত পতিব্রতাধর্ম্মচ্যুত হইয়া, ত্রিলোকে চরাচর প্রকৃতির দাসত্ব করিয়া চিরকূপে ডুবিতে থাকে।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। গীতা ৫।১৪

সংসার চক্রেতে বৈভবাদি ঐশ্বর্য্য প্রকৃতি হইতে কোনরূপেই মুক্তিলাভের উপায় নাই। রজগুণ উদ্ভবাদি অহংকার যুক্তে অভিমানী যোগে নানান উপাধি লাভের প্রত্যাশিত হইয়া, জীবের অনন্ত ফলভোগের দ্বারা দণ্ডী হইয়া পড়ে। তাহাতে হিতাহিত বর্জ্জিত হইয়া, বাসনা পূর্ণের জন্য পতিভক্তি সত্যরূপ ছাড়িয়া, অসত্য অভাব পূজা প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহাই ভ্রমান্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। **জগতের জীবের কোন কর্তৃত্ব কর্ম্ম নাই।** সহিষ্ণুতার দ্বারায় সমস্ত প্রাক্তন বেগ অপসারণ করিতে করিতে দেহমুক্ত হইয়া কালের গতির পার হইয়া যাইতে পারে। সর্ব্বদা যাহাতে সত্যধর্ম্মের সেবা সুচারু রূপে বলবান থাকে, তাহার প্রতি যত্ন ও লক্ষ্য রাখাই পতিসেবা। **ইহাই পতিব্রতা ধর্ম্ম** বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

পতিব্রত ধর্ম্ম প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা নষ্ট হয় না, প্রারব্ধ ভোগই ধর্ম্মানুরাগ অনুশীলন হইয়া থাকে। কোন ভয় নাই।

---

* Holy Bible, S. Luke. Ch. 18, Para 19.
"None is good save one that is God,"
কোর্আন্—ফাতাআলি আল্লাহু আলমালিকুল্ হক্।—সুরা ২০, আয়াত্ ১১৪
High above all is God, the King, the truth.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ গীতা ৮।১৪

পতি সেবা করিতে করিতে অনিত্যবস্তুর আবরণ মুক্ত হইয়া যায়। পতি-সেবায় সতত রত থাকিতে থাকিতে পরমানন্দ জাগরণ হইয়া সকল দুঃখের কর্ষণ থাকে না। এই জন্যই সেবাপরা ভক্তিতে সকল অশান্তির শান্তি হইতে পারে।

সত্যকে সেবা করিতে করিতে সতী হয়। পতিব্রতা হইলে কালের হাত হইতে সত্যকে উদ্ধার করা যায়।

সংসার মায়াময়। বিকৃতি স্বভাবের তরঙ্গ, সুখ দুঃখ অনুভূতির প্রশ্রয়; এই সকলই অভাব, ভ্রম বুদ্ধিমাত্র। অতএব পতিসেবাতে সর্ব্বদা বিবৃত থাকিতে চেষ্টা রাখিবেন। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না। * পতিসেবার জন্য স্বর্গ নরক কিম্বা গভীর কালচক্রের ভ্রমনই হউক, তাহাই মঙ্গল স্থত জানিবেন।

চিন্তা করিয়া নিজের সতীধর্ম্মকে নাশ করিয়া কোনই ফল নাই। যাহা হইবার তাহার বাধক কিছুই নাই। সর্ব্বদা ভগবানের নিকট থাকাই ধর্ম্ম। **ভগবান ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি দিতে পারে না।**

সত্যধর্ম্ম পরন্তপঃ। মমতাপাশে মুগ্ধা হইয়া সত্যরূপ স্বভাবকে হারাইয়া অসত্য, অভাব সমুদ্রে জীব ডুবিয়া মরে। ভূয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম মৃত্যুর সংসার আবর্ত্তন ঘুচিতে পারে না। অহংকার হইতে সকল উদ্বাহন হইয়া থাকে।

স্ত্রী জাতীর স্বভাব পতিব্রতা, পতিসেবা, পতি অনুগতা আশ্রয়। **অকর্ত্তা হইয়া সর্ব্বদা পতিতৃপ্তির আশ্রয় নিবে। এইত পরম ধর্ম্ম।** ইহা হইতে যে কি ধর্ম্ম জগতে আছে তাহা আমার জানা নাই। প্রাণের দাস হইয়া থাকিলে, গুণত্রয় হইতে নিষ্কৃতি পায়। গুণ আহরণ, শরীর আহরণ এবং ইন্দ্রিয়াদি অহংকারের আহরণ করিয়া, জীবভাব মুক্তি পাইতে পারে না। গুণাদি দ্বারায় ঐহিক বৈভবাদির উন্নতি লাভ করিয়া কল্পক্ষয়ান্তের দাস হইতে হয়; মুক্তি পাইতে পারে না। **ব্রহ্মাদি পর্য্যন্তও কর্ম্মবন্ধন ছাড়াইতে পারে না।**

---

* গীতা ২।৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।। গীতা ১৮।৩৭

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিজনক, শত ঐশর্য্য লাভেও পরিতৃপ্ত হয় না। পতিব্রত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রমুখ হইলে অসতী আখ্যা জগতে প্রচার থাকে। যাই হউক, ঐহিকের সুখ যাহা কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল মরীচিকাবৎ, ইন্দ্রিয় ভগার আড়ালে পড়িলে তাহার কিছুই থাকে না। অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপম এই সুখ সাত্ত্বিক (সুখ) জানিবেন। অতএব সুখের বন্ধনে আশা রাখিয়া বিপন্ন দশার গৌরব বাড়াইতে নাই।

নিজ শক্তি বলের অভাব জীবের স্বতঃসিদ্ধ। কর্ত্তা হইয়া যে কোন যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা শিবহীন জানিবেন। ভূতাদিদ্বারা যজ্ঞ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পতিব্রত ধর্ম্ম পালনই জীবের স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।। গীতা ৮।৮

সমবুদ্ধির দ্বারা দৈহিক গুণজাত প্রারব্ধ ভোগদণ্ড ক্ষয় করিতে হয়। ভোগ মোক্ষ হইলেই জীবন দশা প্রাকার মুক্ত হইয়া মানবত্ব চলিয়া যায়। ব্রজবাসী যোগে নিত্য সেবাধিকারীর শক্তির সাহায্যে নিত্যসেবার যোগ লাভ করিতে পারিবেন। যখন যে অবস্থায় যে যে বিষয় আধিপত্য করিয়া মন বুদ্ধিকে চঞ্চল করে, তাহা ক্রমশঃ সহিষ্ণুতা শক্তির আবরণ করিয়া অভ্যাসংশে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, বিফলতা থাকিবে না। মনের শান্তি সুখাদি যাহা যোগদান করেন, সকলি অনিত্য, অস্থায়ী, ভ্রান্তিমাত্র জানিবেন। সর্ব্বদা কেবল পতিগত হইয়া তাহারই উন্মুখ পৃষ্ঠভঙ্গ বর্জ্জিত হওয়াই জীবের পরম ধর্ম্ম।

মনের ও বুদ্ধির দ্বারা জীবদেহাদি ইন্দ্রিয়গণে যে প্রবোধন হয়, তাহা ভ্রান্তি-মূলক স্বপ্নমাত্র জানিবে। পতিব্রতাধর্ম্ম ব্রজপরিকর নিয়তই অষ্টকালীয় সেবা বিধানে নিমগ্ন থাকিয়া, বেদ বিধির শাসনকে তুচ্ছ করিয়া ভগবৎ ভক্তিরূপ পতিমুখাপেক্ষ থাকে। প্রারব্ধ শাসন তাপাদি সংসারের উপলব্ধি সুখ দুঃখাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করিয়া দেহত্যাগরূপ যজ্ঞ সমাপ্তে অবিচ্ছেদীয় যোগ প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাবিত্রীব্রত, —পরম ধর্ম্ম,—সত্য উপাসনা। অহংকার স্বরূপ রাক্ষসী, * আসুরী, আশু সুখকর, অস্থায়ী সুখানন্দে মাতিয়া পরিণাম ক্ষয়শীল ইমং দেহাদির উপভোগ দণ্ড মায়া মোহ জাল ছেদন করিতে শক্তি পায় না। ভগবৎ কৃপার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সত্যমুখাপেক্ষ থাকিয়া সংসারের প্রারব্ধ প্রাপ্ত যজ্ঞাদি শেষ করিয়া পরম পবিত্র স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিরস (আশ্রয়) করিতে যত্নবান হইবে। সর্ব্ব সকল রকমের প্রাক্তন অর্থাৎ যখন যাহা ভাগ্যে আবর্ত্তন হয় তাহার বেগগুলি সহিষ্ণুতার † সাহায্যে সকল প্রকার দণ্ডগুলিকে ক্ষয় করিয়া পরমানন্দপদ প্রাপ্ত হইবে। সত্যনারায়ণ ব্রতদ্বারা নিত্যধামের পথ খোলসা করিতে বিরত হইবে না।

ঐহিক সুখের জন্য, ক্ষণভঙ্গুর পিপাসার তৃপ্তির জন্য, অধৈর্য্যের বেগে মুগ্ধা হইয়া পবিত্র যে সতী সীতাদেবী পূর্ণ লক্ষ্মী, রাবণের কবলগ্রস্থ হইয়াছিল ; তাহার দৌরাত্ম্য প্রলোভন শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র ধৈর্য্যই * সহায় হইয়াছিল। তা ছাড়া অন্য কোন শক্তিতে তাহাকে রাক্ষসী কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ জটায়ু পাখী, সীতার পক্ষযুত হইয়াও পাখা ছেদে জবাই হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বদা মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ, এবং শরীরস্থ কামনা বাসনা গুণের চঞ্চলভুক্ত বেগ, সমস্ত সহ † করিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল বেগ সহ করিতে করিতে, রাম আসিয়া যেমন সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া সীতার প্রকাশ বাধকমুক্ত করিয়া, সদানন্দপদ সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ পতিও গুণ প্রবুদ্ধ ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন, সন্দেহ নাই। কর্ম্মের আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল যাহা যাহা সংসারে ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়, তৎসমস্তকে কর্তৃত্ব বলেই হউক, কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমনই ভাবে হউক, করিয়া যাইতে থাকিবে। **গুরুই সুধাক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া, নিত্য ধামে নিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।** সকল কর্ম্মেরই ফল, অর্থাৎ লাভাদি সুখ দুঃখের বোধন যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।

---

* গীতা ১৮।৩৮

† গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবধূর কৃষ্ণভক্তি প্রেমের তরঙ্গে চঞ্চলই আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বিষ অমৃত একত্র হইয়া ভগবৎ সেবায় পূর্ণ শক্তিমান হয় বলিয়া শান্তির অভাব থাকিয়াই যায়, শান্তি হয় না। ইহাই ভগবানের প্রেমের লক্ষণ জানিবেন। যেখানে শান্তির তরঙ্গ উদয় আছে, সেখানে সমতাভার হয় মাত্র, কিন্তু প্রেমের অভাব থাকিয়া যায়। অতএব ভগবৎভক্ত শান্তিময় অজস্র ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। মায়ামুগ্ধ বুদ্ধি কেবল শান্তির তৃপ্তি খোজে। ব্রজের পথে ঐহিক প্রারব্ধের কণ্টক চৌদিকেতে বিকশিত হয়। কালের ঋণ শোধন জন্যই পতিব্রত আচরণে যত্নশীল হইয়া, সতীধর্ম্ম কায়ক্লেশে ভোগান্ত করিয়া, নিত্যমুক্ত ভক্তির উর্ব্বান (উন্মেষ) করিয়া পথ রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* গীতা ২ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম

মাত্রাস্পর্শাস্তুকৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুখদাঃ। গীতা ২।১৪
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

মনের ও বুদ্ধির দ্বারা জীবদেহাদি ইন্দ্রিয়গণে যে প্রবোধন হয় তাহা ভ্রান্তিমূলক, স্বপ্নমাত্র জানিবে। পতিব্রতাধর্ম্ম ব্রজপরিকর নিয়তই অষ্টকালীয় সেবাবিধানে নিমগ্ন থাকিয়া, বেদ বিধির শাসনকে তুচ্ছ করিয়া, ভগবৎ ভক্তিরূপ পতিমুখাপেক্ষ থাকে। প্রারব্ধ শাসন তাপাদি সংসারের উপলব্ধি সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া দেহত্যাগরূপ যজ্ঞ সমাপ্তে অবিচ্ছেদ্দীয় যোগ প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাবিত্রীব্রত, পরম ধর্ম্ম,—সত্য উপাসনা। অহংকার স্বরূপ রাক্ষসী, আসুরী আশু সুখকর, অস্থায়ী সুখানন্দে মাতিয়া, পরিণাম ক্ষয়শীল ইমং দেহাদির উপভোগ দণ্ড মায়া মোহ জাল ছেদন করিতে শক্তি পায় না। ভগবৎ কৃপার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সত্য মুখাপেক্ষ থাকিয়া সংসারের প্রারব্ধ প্রাপ্ত যজ্ঞাদি শেষ করিয়া পরম পবিত্র স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিরস (আশ্রয়) করিতে যত্নবান হইবে। সর্ব্ব সকল রকমের প্রাক্তন অর্থাৎ যখন যাহা ভাগ্যে আবর্ত্তন হয়, তাহার বেগগুলি সহিষ্ণুতার সাহায্যে সকল প্রকার দণ্ডগুলিকে ক্ষয় করিয়া পরমানন্দ পদ প্রাপ্ত হইবে। সত্যনারায়ণ-ব্রতদ্বারা নিত্যধামের পথ খোলসা করিতে বিরত হইবে না।

ঐহিক সুখের জন্য,—ক্ষণভঙ্গুর পিপাসার তৃপ্তির জন্য, অধৈর্য্যের বেগে মুগ্ধা হইয়া পবিত্র যে সতী সীতাদেবী পূর্ণলক্ষ্মী, রাবণের কবলগ্রস্থ হইয়াছিল। তাহার দৌরাত্ম্য প্রলোভন শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র ধৈর্য্যই সহায় হইয়াছিল। তা ছাড়া অন্য কোন শক্তিতে তাহাকে রাক্ষসী কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ জটায়ু পাখী সীতার পক্ষযুত হইয়াও পাখা ছেদে জবাই হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বদা মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ এবং শরীরস্থ

---

* গীতা ২ ১৪।

Holy Bible, New Testament, S. Mathew. Ch. 10, Para 22.
"But he that endureth to the end shall be saved."
কোর্ আন্—ইন্না আল্লাহু মাআ আছ্ছাবিরুনা—সুরা ২, আয়াত্ ১৫৩
God is with those who patiently persevere.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা বাসনা গুণের চঞ্চলভুক্ত বেগ, সমস্ত সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে, রাম আসিয়া যেমন সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া সীতার প্রকাশ বাধক মুক্ত করিয়া, সদানন্দপদ সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ পতিও গুণপ্রবুদ্ধ ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন, সন্দেহ নাই। কর্ম্মের আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল যাহা যাহা সংসারে ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়, তৎসমস্তকে কর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমনই ভাবে হউক, করিয়া যাইতে থাকিবে। গুরুই সুধাক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া নিত্য ধামে নিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। * সকল কর্ম্মেরই ফল, অর্থাৎ লাভাদি সুখ দুঃখের বোধন যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।**

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। গীতা ২।৩৮

এই সংসার মায়াগারদ। ভোগদণ্ড ভাগ্য অনুসারে জীবের সম্ভোগ ঘটিয়া থাকে। সেই ভোগের তারতম্য হেতু ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি ঘটিয়া থাকে ; অতএব ভাগ্যের ফল যাহা হয় তাহা মনের দ্বারা উপভোগ করে। মনের সঙ্গের সঙ্গী যাহা সুখ দুঃখ সকলি ভ্রম। উহা ঘুমাইলে থাকে না। কাজেই এই সকল প্রলোভনের সঙ্গী না হইয়া, যখন যেই অবস্থায় পড়িতে হইবে সেই অবস্থায় নাম করিয়া যাইতে থাকিবেন।

ধৈর্য্যই ধর্ম্ম। ধৈর্য্য হইতেই সকল দেনা পাওনা শোধ করিয়া, সংসারের মায়াময় ভ্রান্তিজনক দেহ মুক্ত লাভে ভগবৎপদ বিদেহী হইয়া শান্তি স্বরূপ ভগবানের অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভ হয়। ধৈর্য্য ভিন্ন তাহা হয় না। কারণ, **অধৈর্য্য কেবল প্রলোভনের দিকে আকর্ষণ করিয়া শাসন উৎপাত জন্মায়।** অতএব সুখ দুঃখ সমান ভাবিয়া সর্ব্বদা সকল অবস্থায় নাম করিয়া যাইতে থাকুন। দেহ ছাড়িয়া গেলে ত কেহ টানিবে না ? কারণ, দেনা পাওনা থাকিবে না। ভগবানের কাছে থাকিতে হইলে, **প্রারব্ধ উৎপাত ভোগ ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিলে, ভগবানের কাছে স্থান পায় না। দেহ ত ভাগ্য অনুসারে দুই দিন।**

---

* গীতা ১৮।৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।। গীতা ৬।২৬

ভগবানের শক্তি গুণের দ্বারা নানান রকম অবস্থা হয়। সেই গুণ হইতে মনের গতিবিশেষে বুদ্ধি চঞ্চল হইয়া কুপথ সুপথ গামী হয়। তাহা হইতেই জীব সকল সুখী দুঃখী হইয়া থাকে। ঐ গুণের চালিত অবস্থার বেগ সততই সহ্য করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে গুণ মার্জিত হইয়া ভগবানের পরমানন্দ লাভ করিয়া জীব সত্য মুক্ত হইয়া থাকে। মনের স্বভাবই চঞ্চল, যে যে বিষয়ে মন যায়, সেই সেই বিষয় হইতে মনকে বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া নিয়া প্রাণের নিকট কিছুকাল রাখিতে রাখিতে মন স্থির হইয়া শান্তিরূপ ধারণ করে। **ধৈর্য্যই সহায় সম্পদ জানিতে হয়।**

অদৃষ্ট চক্রে যাহা যখন উপস্থিত হয়, তাহাতেই অকাতরে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করাকেই মহাত্মাগণ ভগবৎ উপাসনা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যজ্ঞ, ব্রত, তপ, দান, একমাত্র সহিষ্ণুতা,—ধৈর্য্যশক্তিতেই সম্পাদন হইয়া থাকে।*

সমোঽহং সর্ব্বভূতানাং ন মে দ্বেষ্যঃ ন চ প্রিয়ঃ।

সকল অবস্থায়ই যে সমান জ্ঞান তাহাই ভগবান। এই অবস্থা যখন উদয় হয়, তখনই জীব মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কর্তৃত্বাভিমানীর সঙ্কল্প বিকল্পাদি দ্বারা, সাধন ভজন করিয়া, নিত্য সুখের আশা অবতারণ করিয়া, পরিণাম কেবল অভাব (অমিল) অভিযোগ ঘটিয়া থাকে। তাতে আশু যে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা কেবল হারাইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রাক্তনদত্ত জানিবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মধারণের চেষ্টা করাই উচিৎ।

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

সংসারের মায়ার নাটে পড়িলে শত প্রজ্ঞারও মন বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে না। এই মায়াময় শক্তিধর দেহে বাস করিতে হইলে, মায়ার যেই অবস্থার যখন যেই

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রকম ভাগ্যফল উৎপন্ন হয়, ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার বেগ সতত সহ্য করিয়া যাইবে।* এই যে পুত্র কন্যাদি সংসারে উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা জীবগণকে মোহিত করিয়া, কর্ত্তৃত্বভাবে আত্মস্মৃতি ভ্রম জন্মাইয়া বদ্ধ করিয়া রাখে। এই মায়া হইতে মুক্ত হইলে, সর্ব্বতোভাবে ভগবানের নামে রুচি হয়; রুচি হইলে অন্য কোন উৎপাত যতই হউক ভ্রূক্ষেপও থাকে না, নামে রুচি বর্ত্তাইয়া যায়। ইহাই মায়ামুক্ত।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠা করিয়া ভাবিতে ভাবিতে পরমপদ আনন্দময় ভগবান. মায়া মুক্ত হইয়া জীবদ্দশা মুক্তি দেন। এই জন্যই কর্ত্তা না হইয়া যখন যে অবস্থায় মায়াচক্রের মুখে পড়ুক না কেন, তাহার বেগ প্রহ্লাদের ন্যায় সতত সহ্য করিয়া যাইবে। নামে রুচি হউক আর নাই হউক, সুখ হউক আর দুঃখ হউক, অকাতরে দিবা নিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। যে শৈশব ছেলেটী, তার মা দুরন্তই হউক আর সুশীলাই হউক, সেই যে ছেলেটী মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না, সেই রকম নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে হয়। অর্থাৎ সর্ব্বদা নামের দাস অভিমান করিয়া, নামের দায়ে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। এই নাম মুক্ত হইলে, কোন অভাব থাকে না। ভগবানের নামই সত্য।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

সংসারের বন্ধনে মুক্তির জন্য একমাত্র ধৈর্য্য ধরাই পরম তীর্থ। মাতার সমান আর জগতে কিছুই নাই, এই মাতা কত কষ্ট করিয়া থাকে পুত্রের জন্য, তাহার দায় শোধনের শক্তি এ জগতে কিছুই নাই। এক মাত্র তাঁরই প্রসন্নতা, **পিতামাতাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই পরম ধর্ম্ম।** পত্নীকে সর্ব্বদা বাৎসল্যভাবের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; তাহারও যাতে মনের কষ্ট না আসে তাহাই করিবে। ছেলেপিলের প্রতিও সুশিক্ষাদি যত্ন করিতে হয়। ভগবান প্রতি অবয়বের মধ্যে থাকিয়া জগৎকে পালনাদি সম্পাদন করিতেছেন। ভাগ্য অনুসারে আয় ব্যয়, আপদ বিপদাদি নানান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে এক সত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ **ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে পারিলেই পরমানন্দে দিন কাটাইতে পারে।** এ **সংসারত্রাণ ইহা**

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই হইতে পারে। পুরুষই সমস্ত অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে বিচলন হইতে হয় না।

প্রারব্ধকাল ভোগেই মুক্ত হয়। যথাসাধ্য সহিষ্ণুতাদি সংগ্রহ করিতে চেষ্টাই পরম ধর্ম্ম। "সত্যং পরং ধীমহি" তত্ত্বমসি বাক্য। সর্ব্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাইবে। ভয় নাই, পরিণাম পথে ভগবান শান্তিই বিধান করিয়াছেন।

সংসার মায়াভ্রান্তরসে মগ্ন হইয়া অহংকারাদি অভিমান যোগে, নানান অশান্তিই স্বস্ব স্বভাবের ভাগ্যফল ভোগ করিতে হয়। তজ্জনিত হর্ষবিষাদাদি কর্ষণ বর্ষণের বেগ সহিষ্ণুতা করিতে করিতে অভ্যাসবশে পরিণাম শান্তির স্থাপন হয়। **আত্মীয় বন্ধুবান্ধবাদি হইতেই নানান অশান্তিকারক বিপ্লব সংঘটিত হইয়া জীবদ্দশাকে উৎপীড়ন করিয়া তোলে।** * এই সকল স্ব স্ব ভাগ্যেই হইয়া থাকে মনে করিয়া কেবল তিতিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সকল ভাবগুলিই মার্জ্জিত হইয়া পরম পবিত্র নিত্য সুখকর আনন্দ তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতে সক্ষম হয়। কাহারো কোন দোষ নাই, স্ব স্ব ভাগ্যবশে এই সকল সংযোগ হয়, ইহা নিশ্চয় ধারণা করিয়া সহ্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

> সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
> তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ গীতা ১৪।২৪

সংসারের আবল্য চিরকালই কালচক্রের সাহায্যে বিচরণ করিতেছে। তদ্দ্বারায় ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, আপন পর, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই সকল বুদ্ধির যোগ হইতে সততঃই সমজ্ঞান করিয়া এবং ঐ সকল অসার অনিত্য পদার্থ জানিয়া মনকে শুদ্ধভক্তি, অর্থাৎ মান অপমানের বেগ তুচ্ছ করিয়া সমভাবে মনকে উভয় কুলের মধ্যে ধৈর্য্যাবলম্বন শক্তিদ্বারা স্থির করিয়া রাখিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া **প্রাক্তন দণ্ডগুলিকে**

---

* Holy Bible, New Testament: S. Mathew, Ch. 10, Para 36.

"And a man's foes shall be they of his own household."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহারের জন্য ধৈর্য্যশক্তির আহরণ করিবে। ভগবান সকল শক্তির দ্বার খুলিয়া পরমানন্দ দিবেন। কাহারো কোন দোষ না লইবারই চেষ্টা করিয়া স্বকীয় ভাগ্যলব্ধ মনে করিয়া রাখিবে।

অদৃষ্টচক্রগত ভোগ জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই ভোগদ্বারা দণ্ড হইয়া থাকে। ইহার জন্য দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রার্থনার প্রয়োজনেই ভগবৎভক্তির পদচ্যুত হইয়া যায়। মায়ামৃগে জড়িত সীতা, রাবণের কবলে আটক হইয়া, রাবণের হিত উপদেশ দ্বারা তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্বভাবজাত রজঃপ্রকৃতি তাহার তত্ত্ব বুঝিয়া ছিল না বলিয়াই অধৈর্য্যদ্বারা সীতার ধর্ম্মচ্যুতিতে চেষ্টিত ছিল। তৎপর আর সীতা তাহাকে কোন উপদেশ না দিয়া ধৈর্য্য নিয়াই প্রারব্ধ (অদৃষ্ট) ভোগদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাবণের সমস্ত দৌরাত্ম্যই অকাতরে বহন করিয়াছিল। ভগবান শক্তিতে সেই সকল আবরণ মুক্ত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল। অতএব **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম, অদৃষ্টভোগ কল্পিত, কল্পক্ষয়েই মুক্ত হইয়া যাইবে। অতএব অদৃষ্টভোগই কর্ম্ম, প্রার্থনার কিছুই নাই।**

ভগবৎ-সেবার শক্তিকে ক্ষেমঙ্করী বলে। অতএব প্রারব্ধ দণ্ডের সকল বেগকে সহিষ্ণুতা দ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহার প্রথম আদর্শ প্রহ্লাদ, দ্বিতীয় আদর্শ হনুমান। অহঙ্কার দান করিতে করিতে অক্ষম, অকর্ত্তা হইয়া পড়া যায়। তৃতীয় আদর্শ দ্রৌপদী, চেষ্টা করিতে করিতে কোন সাহায্য না পাইয়া, অকর্ত্তা হইয়া পড়ে, দুঃশাসন দুর্ব্বল হয়। চতুর্থ আদর্শ জগাই মাধাই ; ভাল মন্দ, জাতিমান শূন্য দ্বারা নিত্যানন্দকে সকল শক্তি দিয়া শান্তপদ লাভ করিতে পারে। শান্ত হওয়ার সিদ্ধ অসিদ্ধ, আবাহন বিসর্জ্জন শূন্য হইয়া কর্ম্ম প্রারব্ধের ভোগের দণ্ডানুসারে করিতে করিতে সমস্ত ভোগ-দণ্ড মুক্ত হইতে পারে। অতএব সর্ব্বদা উপস্থিত কর্ম্মকে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করাই দরকার।

ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির গুণে পরিচালনের বেগ একটু সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে, সেই গুণ পীড়নের হ্রাস হইয়া, নিত্য আনন্দের বৃদ্ধি করে। অতএব মনের বেগ এবং বুদ্ধির বেগ ও শরীরের বেগ, যখন যাহা উৎপন্ন হয়, তখনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু বেগ ধৈর্য্য ধরিয়া প্রাণের গতিকে রোধ করিলে হৃদয়ে মনে স্থির অবস্থা কপোলের যোগে স্থির হইয়া থাকে। এই রকম সর্ব্বদা করিতে করিতে মন নিত্যধামে প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়।

আপন সুখের জন্য যেই সকল কর্ম্ম অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়েতে যোগ হয়, তাহা সকলই অস্থায়ী,—আসুরিক ভাব। ইহা সকলই ত্রিগুণের বিবাদ মাত্র জানিবে। **অতএব মনের সুখের ক্রিয়ার জন্য সততই সহিষ্ণুতার দ্বারা ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিবে।**

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ গীতা ১২।১২

ত্যাগং, সত্যং, শৌচ, দয়া পরস্পর উদয় হইতেই হয়, অতএব **সর্ব্বদা ত্যাগকে আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে হয়।** সেই ত্যাগকে লাভ করিতে হইলেই ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালীর প্রয়োজন। ক্ষেম, স্থৈর্য্য, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অতএব ক্ষেম অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সহ্য করা; সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে ক্ষেম হয়, পরেই স্থৈর্য্য (স্থির) হয়, স্থির হইলেই আরোগ্য হয় অর্থাৎ ব্যাধি বন্ধন থাকে না। পরেই কোন অভাব না থাকিলেই ঐশ্বর্য্য হয়, পরেই ত্যাগ হয়।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ গীতা ৮।৮

সমবুদ্ধির দ্বারা, দৈহিক গুণজাত প্রারব্ধ ভোগ-দণ্ড ক্ষয় করিতে হয়। ভোগমোক্ষ হইলেই জীবন দশা প্রাকার মুক্ত হইয়া মানবত্ব চলিয়া যায়। ব্রজবাসী যোগে নিত্য সেবাধিকারীর শক্তির সাহায্যে নিত্য সেবার যোগ লাভ করিতে পারিবেন। **যখন যে অবস্থায় যে যে বিষয় আধিপত্য করিয়া মন বুদ্ধিকে চঞ্চল করে, তাহা ক্রমশঃ সহিষ্ণুতা শক্তির আবরণ করিয়া অভ্যাস বশে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, বিফলতা থাকিবে না।** মনের শান্তি সুখাদি যাহা যোগ দান করেন, সকলি অনিত্য, অস্থায়ী, ভ্রান্তি মাত্র জানিবেন। **সর্ব্বদা কেবল পতিগত হইয়া তাহারই উন্মুখ পৃষ্ঠভঙ্গ বর্জ্জিত হওয়াই জীবের পরম ধর্ম্ম।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারচক্র উদয়-অস্ত গতিভাবে অনবরত ঘুরিতেছে। এই ভ্রম শোধন-জন্য ভগবানের অর্থাৎ সহিষ্ণুতার পরিণামশক্তি শরণ দ্বারা শ্রদ্ধার উদ্বর্দ্ধন করিয়া লইতে হয়। লাভ অলাভ পিপাসামুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। **সংসার প্রার্থনার আবরণে কেবল মাত্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।** যজনাদি ক্রিয়ার চর্চ্চায় তাহার নিবৃত্তি হয় না। কেবল মাত্র এক পতিব্রত শক্তিপদ আশ্রয় লইয়া অযাচনা ভাবে প্রতিক্ষা করিয়া, যথাসাধ্য গুরোপদিষ্ট সত্য সাধনের জন্য স্থিতি বুদ্ধির আহরণ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়াত্মিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া কামনা বাসনা লুপ্ত হইয়া থাকে। তখন সকল ভাবই দূর হইয়া আনন্দ প্রকাশ হইয়া যায়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা ৩।৬

সহিষ্ণুতার ধর্ম্ম পরম পদার্থ, তাহা লাভ করা বহু ভাগ্যের তপস্যা। যদি সহ্য শক্তির অভাব হয় তবে যাহাতে শান্তির অধিষ্ঠান করিতে পারা যায় তাহাই করিবেন। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মনের মধ্যে সর্ব্বদা কর্ম্ম বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃদয়ে উপস্থিত করিলে (কি) পৌরুষ তাহাতে হইবে? এই সংসার মায়াময়, সুখ দুঃখ, প্রলোভন শাসন ইত্যাদি দ্বন্দ্বজরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই বেদবিধির প্রকাশ করিয়া জগতে বিশিষ্টরূপে ক্রিয়া করিতেছে। তাঁহারা ক্ষেম, স্থৈর্য্য, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য বাক্যময় গ্রন্থদ্বারা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া জগতকে সর্ব্বদা চৈতন্য করিয়া দিতেছেন।

মায়াময় সংসারের তাড়না যত সহিষ্ণুতার দ্বারা সহ্য করিতে পারে ততই মঙ্গলময় নিত্যপথ ভগবৎকৃপার স্থান অধিকারী হইতে পারে।* সংসারের যাহা কিছু করা যায় সকলি অনিত্য, তাহার পরিহার করাই ভগবৎ

---

* গীতা ১২।৮

Holy Bible, New Testament: S. Mathew, Ch. 10, Para 22, "But he that endureth to the end shall be saved".

কোরআন্ :—'ইন্না আল্লাহ মা আ আছ্ছাবিরুনা—সুরা, ২ ; আয়াত্ ১৫৩ "God is with those who patiently persevere."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজন। চিন্তা ভাবনা না করিয়া সকল বিষয়েই স্থৈর্য্য দ্বারা ভোগ দিয়া যাইবেন। সকল ভার গুরুতে অর্পণ করিয়া যথাসাধ্য তাহার পথ ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

স্বভাবে, প্রাক্তন যাহা আছে সর্ব্বদা ভোগ করিতে কুন্ঠিত হইতে নাই। (ভাগ্যং সর্ব্বত্র বলবর্ত্ততে) চিন্তার অসীম শক্তি। যাহা যতদূর চেষ্টার সাহায্যে লাভ করিতে পার, তাহাই সন্তোষ লাভে বঞ্চিত হইবে না। **যাহাতে কপাল ঠ্কিয়া সহিষ্ণুতা আনিতে পার তাহাই ভাল।**

স্বভাবেই সকল শান্তি দিবে। দুঃখ হইবে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে, কি লাভের জন্য কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ম্ম ছাড়ে না। উভয় বেগ বহন করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। **সকল বেগসহিষ্ণুতাই ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধি হয়।**

ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্ব-মোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ গীতা ৭।২৭
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ গীতা ১৪।৭
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরং পার্থ! মে শৃণু॥ গীতা ১৬।৬

সত্যং পরং ধীমহি। এই সত্যই পরম ধ্যান নিশ্চয় জানিতে হয়। ভগবান ভিন্ন জগতে কর্ত্তৃত্বযোগে যাহা কিছু চর অচর, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, শুভ অশুভ, সিদ্ধ অসিদ্ধ, দেনা পাওনা ইত্যাদি যত রকম দ্বন্দ্ব জীবলোকে সংযোগ হয়, সকলি রাক্ষস অসুরের কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। ইহাদিগকেই ভ্রম বলে। দ্বন্দ্বজই দেব দানব বলিয়া দুইটী ভূত জীবলোকে জানিয়া থাকে। এদের স্বভাবই উদয় অস্ত, স্থিতি নাই, সর্ব্বদাই ক্ষয়শীল। উহারাই জীবের প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া প্রলোভন, শাসন, উৎপাৎ ঘটাইয়া থাকে। এই সকল রজগুণ হইতে সৃষ্ট হয় বলিয়াই সর্ব্বদা জীব ইহার দ্বারা প্রলোভিত হইয়া বন্দী হয় ; বন্দী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মে ভুল হইয়া তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধীন হইয়া কিংকর্ত্তব্য হারাইয়া ফেলে। এইজন্যই অনিত্য পদার্থের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে শান্তি অশান্তি নিয়া দ্বন্দ্বজ করিয়া সত্য যে খাঁটি বস্তু তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। **এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে সত্যবস্তু প্রকাশ হইয়া সকল ভ্রান্তিই দূর করিয়া পরম অপার শান্তিতে নিয়া যায়, বিচ্ছেদ হয় না।**

সকল ভার ভগবানে রাখিয়া * প্রারব্ধের কার্য্যসকল ভোগে দান করিতে চেষ্টা করিবে, ভগবান সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যধামে প্রতিষ্ঠান করিবেন সন্দেহ নাই। সংসার মায়াময় ভ্রান্তি জালে বদ্ধ হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া, সহিষ্ণুতার লাঘব হইয়া যায়। তদ্দারায় জীব বাসনায় প্রতিবন্ধক করিয়া নানান অভাবের তরঙ্গে ডুবিয়া কষ্ট পায়। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। অতএব এই সকল প্রলোভনীয় শাসন হইতে সহিষ্ণুতা দ্বারা উপেক্ষা করিয়া, সহ্য করিতে করিতে কামক্রোধোদ্বেগ তিরোহিত হইয়া পবিত্র হৃদয়ে ভগবান আধিপত্য স্থাপন করিয়া লন। **দিবা নিশি কামক্রোধোদ্ভব বেগকে সহ্য করিতে করিতে পরমানন্দ দাঁড়াইবে, তখন শান্তি পাইবে।**

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ গীতা ৩।৫

অদৃষ্টচক্রে যাহা যুটিবে তাহার দ্বারাই সন্তোষ থাকিতে হয়, ভ্রান্তিবশতঃ হা হুতাশ করিতে নাই। প্রারব্ধ সূত্রেই জীবে পরিচালন করিয়া থাকে। তাহা হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মী, ভাবভক্তি, প্রিয় অপ্রিয়তা ভোগ হইয়া থাকে। ইহার নিবারণ করিতে চেষ্টা না করিবেও না এবং নিবারণ করিবেও না, যথাযথ প্রাক্তন ভোগ গ্রহণই করিতে হয়। একমাত্র সহিষ্ণুতাতে সম্বল করিয়া দেখিয়া যাইবে। বিশেষতঃ ভোগের নিবারণ করিতে গেলেও ভোগ বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস কিছুই হয় না; আর চুপ করিয়া থাকিতে দিবে না, প্রকৃতিই চঞ্চল করিয়া তুলিবে। **কাজেই এই দুইএর মধ্যে সহ্যশক্তি আহরণ করাই উচিৎ।**

---

* গীতা ১২।৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাক্তনীয় ভোগ সংসারে বিচরণ করিয়া জীবের চিত্তকে নানাভাবে বিচলিত করিয়া দেয়। তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া, কষ্ট সুখ দুইই উদয় অস্ত করিয়া থাকে। অতএব **সর্ব্বদাই সকল অবস্থার বেগ সহ্য করিয়া প্রারব্ধ আয়ত্তনি শরীর ত্যাগান্তে পরমপদ শান্তিময় স্থান অক্ষুণ্ণ লাভ হয়।**

সংসার মায়াময়, হিতাহিতের তরঙ্গ বুঝিয়া উঠা যায় না। এমতাবস্থায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকাই পরম পবিত্র এবং সুখী হইয়া থাকে। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ বিচার করার ক্ষমতা জীবের নাই। **সংসারে পিতামাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, ইষ্ট কুটুম্বরূপে (ভগবান) নিত্য বিরাজ করেন।** অতএব সকলের সঙ্গে প্রণয়প্রীতিলাভ না হইলে ভগবৎপদ পাওয়া যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে না পারিলে সংসারের ভাগ্যফল শেষ করিবার কোন শক্তি নাই। **এজগতে সকলের ভালবাসা লাভ করিতে হইলে সকলের দোষ উপেক্ষা করিতে সহিষ্ণুতা আহরণ করিতে হয়।** কাহারই কোন দোষ লইতে নাই।

সংসার আধিব্যাধি যোগে পরিচালন হইতেছে। সকলই মায়ার দ্বারা গঠিত। চিত্তেতে চঞ্চলতা অধিষ্ঠান হইয়া জীবগণকে কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড়াইয়া সুখ দুঃখের ভাগী করিয়া রাখে। ইহা হইতে ত্রাণের একমাত্র ভগবান বৈ আর কিছুই নাই। **সহিষ্ণুতা শক্তির আশ্রয় নিয়া সর্ব্বদা নাম করিবে। ধীর হইয়া যদি ধৈর্য্য ধরিতে না পার তবে নাম নিয়া পড়িয়া থাকিবে।** যাহা যাহা কর্ত্তব্য বোধ কর করিয়া যাইবে, অচিরেই ভগবান পবিত্র সম্পদে অধিরূঢ় করিবেন সন্দেহ নাই। নামই সত্য, এই বৈ আর কিছুই নাই।

ভগবৎ সেবা সর্ব্বদা করিতে করিতে নিত্য শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। **সকল ইচ্ছার বেগ সহ্য করিতে করিতে সকল অভাব যাইয়া পূর্ণ স্বভাবে পরিণত হয়।** পরের দোষ দেখিতে নাই, আপন দোষগুলির অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদা দোষগুলিকে পবিত্র করিতে হয়। পরের স্বার্থজ্ঞান মলিনের কারণ হইয়া থাকে। যাহা কিছু আবির্ভূত হয় সকলি প্রারব্ধ বৃত্তি মাত্র, কাহারো কোন দোষ নাই। যাহার নিকট যে যে ঋণ পরিশোধ করার যে ভাবে ব্যবস্থা প্রাক্তনে উপস্থিত করে, সেই সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ গীতা ৩।১৯

সংসার-বিবরে প্রবেশ করিলে সর্ব্বদাই ধৈর্য্যবান ধারণ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে কেবল অহংকারাদি বিবর্ত্তন রসে বর্দ্ধন হইয়া পড়ে। **নানান উপদ্রব সহ্য করিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম।** জপতপস্যাদি কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রীপুত্রাদি ভরণপোষণে যত্নশীল হইয়া অনাসক্তভাবে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। **স্ত্রীপুত্রাদির মধ্যেও ভগবান সম্যকরূপে বিরাজমান।** কেবল বর্ত্তমানে মর্কট বৈরাগ্য লালসায় পন্থহারা হইয়া বিপথ গতিতে সুখদুঃখকর সমুদ্রপারবর্ত্তী রাবণের পুরী অশোক বনে বন্দী হয়। **কোন কিছুর প্রতি দৃক্পাৎ না করিয়া নিরপেক্ষভাবে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণে, তৃপ্তিদানে তৃপ্তিলাভে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।**

সংসার ক্ষণভঙ্গুর, উদয় অস্তগতি। স্থিতির অভাব থাকায়, গুণ কর্ষণে নানান ভাবে জড়িত হইয়া জীবের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই সমস্ত অস্থায়ী ব্যাপারে, ধৈর্য্যই পরম সহায় হইয়া থাকে। **ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহা ব্যবস্থা করেন তাহা সকলি মঙ্গলজনক হয়।**

সততঃ ধৈর্য্যশীল হইতে যত্নশীল হইবে। সংসার বিচিত্র, প্রারব্ধ দণ্ডমতে লোকের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

লোকে বলে বলং বলং বাহুবলম্। অদৃষ্টচক্রে সমস্তই ঘটিয়া থাকে। মায়ার নাটের পরাবৃত্তিভাব সকল কোন পরামর্শে, কি কোন সাহায্যে ফিরাইতে পারে না। যাহা হইবার হইবেই।* বেদে পুরাণে নায়ক নায়িকাদের জীবনীতে প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে।

সংসারের প্রাক্তন ব্যাপারের বেগ সহ্য ভিন্ন উতালা হইলে চলে না। অদৃষ্টচক্রে বিপদস্থও করে, আবার নিরাপদও হয়। কালেই সকল ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া ভগবানের শরণ লইয়া পড়িয়া থাকাই উচিৎ।

---

* গীতা ৩।৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার মায়াময়, ভালমন্দ সুখদুঃখে গঠিত। এই সকল তরঙ্গের আবরণ মুক্তির জন্য, একমাত্র ধৈর্য্য ধরা বৈ আর কিছুই নাই। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। ধর্ম্মকর্ম্ম সহায় একমাত্র সত্যনারায়ণ, তাঁহার আশ্রয় নিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। এ সংসারে অহঙ্কার অভিযুক্ত থাকিতে ত্রাণ পায় না, অতএব সর্ব্বদা সত্যসঙ্গ করিবে। অস্থায়ী প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে সত্য সরিয়া যায়।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ গীতা ৩।৪০

ভগবানের সেবা পরিচর্য্যাই ধৈর্য্য ধরিয়া সর্ব্বদা নামের নিকট থাকা। যেই নাম সেই ভগবান। যদি নামই ভগবান হইল, তবে যেখানে নাম সেখানে হয় ব্রজ; সেইখানকেই বৃন্দাবন বলিতে হয়। ব্রজবাসীর কোন কর্ম্মে বেদবিধির প্রয়োজন হয় না। মনের ও বুদ্ধির দরকার হয় না। **ভগবানের নিকট থাকিলে কোন অভাব হয় না।** ভ্রমবশতঃ কর্ত্তা হইয়া, ভগবানকে ছাড়িয়া, অপূর্ণ কামের দ্বারা আবৃত হইয়া, নানান উপাধি সৃষ্টি করিয়া, শান্তি ও অশান্তির যোগে পড়িয়া, সুখী দুঃখী হয়। অতএব সর্ব্বদা নামের আশ্রয় নিয়া, সকল কার্য্য যথা সম্ভব করিয়া যাইবেন। মন স্থির হউক, আর চঞ্চলই হউক, সুখী না হইলেও নাম করিতে ভুলিবেন না।

লোক সকল ভগবানের দাস, অর্থাৎ প্রাণের অধীন। প্রাণ না হইলে কাহারো কোন কর্ম্ম সম্পাদন হয় না। যে ইন্দ্রিয় প্রাণের সাহায্য না পায়, সেই ইন্দ্রিয়েই অভাব হয়। গুণের দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির অহংকার মর্য্যাদার জন্য প্রাণকে ভুলিয়া কর্ত্তা হইয়া, ইন্দ্রিয়প্রসূত সুখের আশায় এবং দুঃখের বিয়োগ জন্য ব্যস্ত হইয়া আপাততঃ মধুর পরিণাম বিষমিব * যে সকল অস্থায়ী, অনিত্য, সেই প্রকৃতির বশ হইয়া যোগযুক্ত হয়, ইহাই মায়া। এই দৈবী মায়ামুগ্ধ জীবের † কি যে ভাল, কি যে মন্দ বুঝিতে পারে না বলিয়াই, নানান আপাততঃ ক্ষণিক সুখের দায়ে পড়িয়া আত্মস্মৃতিহারা হয়। যাহা হউক, **ধৈর্য্যই এই মায়ার নাটের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করে।**

---

* গীতা ১৮।৩৮

† গীতা ৭।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আউমদশেকর পরিক্রমা

নামই সত্য, রূপের নিত্যতা নাই, কারণ রূপ গুণের আভাস মাত্র। রূপে মুগ্ধা হইলে পরে দুঃখ অনিবার্য্য। **নাম আর ভগবান অভিন্ন**' যদি তাই হয়, তবে নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই ভগবানের নিকট থাকা হয়। ভগবানের নিকট থাকিতেই যদি হইল, তবে সুখের লালসা ভুল হয় না? অতএব সুখের প্রত্যাশী না হইয়া কেবল নাম করিয়া চলিতে থাক, নামেই ব্রজবাসী করিয়া আপন করিয়া নিবে।

পরশ্রীতে কাতরতা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। পরের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতে নাই। নিজের যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা ভগবান দেন সেইটুকু নিয়াই সন্তোষ থাকিতে হয়। ইহাকেই পতিব্রতা বলে। আপন পতি দরিদ্রই হউক, মূর্খই হউক, রোগীই হউক, পতি হইতে সুখই পাই, দুঃখই পাই সকলি অমৃত বলিয়া ব্রজবাসীগণ ধারণা করেন। অতএব প্রাণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে ভুলিতে নাই। **নাম পাইলে নামে কখন ত্যাগ করিবে না নিশ্চয়।**

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১

আমাকে যে যেমন ভাবে, আমি সেই ভাবেই প্রকাশ হইয়া তার কাছে থাকি। ইহা আমার কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বে নাই। ভগবান একমাত্র চালক। প্রারব্ধের সত্ত্বাই চরাচর প্রতিফলন হইয়া থাকে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে রাম আসিয়া সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া, সীতার প্রকাশবাধক মুক্ত করিয়া সদানন্দপদ সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেইরূপ নিজ পতিও গুণ-প্রবুদ্ধ ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন সন্দেহ নাই। কর্ম্মে আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল যাহা যাহা সংসারে ভাগ্যবশে উপস্থিত হয় তৎ-সমস্তকেই কর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমন ভাবেই হউক, করিয়া যাইতে থাকিবে। গুরুই সুধাক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া নিত্যধামে নিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। সকল কর্ম্মেরই ফল অর্থাৎ লাভাদি সুখ দুঃখের বোধন, যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।**

ভগবানেতে আর তার নামেতে ভেদ নাই, জানিয়া লইতে হয়, ভাজন হইতে হয়। মন স্থিরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান হৃদয়ে এবং পিছনে সর্ব্বদা আছেন * নিশ্চয়, ইহার সন্দেহ রাখিবে না। দেখিতে পাও আর নাই পাও, ইহা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আঢ্য করিয়া সতত থাকিবে ইহাই ভগবৎ-সেবা। কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, তখন ভগবান প্রত্যক্ষ পাইবে। শান্তির আকর ভগবৎ-সেবা ফললাভ করিতে পারিবে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাংস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ গীতা ২।১৪
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
গীতা ১৮।৬২

প্রাক্তন বশে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি আবর্ত্তনে জীবের সুখ দুঃখ উপস্থিত হইয়া সংসারে নানান উপায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সুখের কি দুঃখের অভাবে বিচলন না হইয়া, **ইন্দ্রিয় বেগ ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম। সর্ব্বদা নামের প্রতি লিপ্সা রাখিয়া দেহযাত্রা মুক্তির চেষ্টা রাখাই কর্ম্ম।** অদৃষ্টচক্রে লোকের নানান অবস্থা ঘুরিতে থাকে, তাহাতেই পাপ তাপ সংঘটন হয়। এই পাপ তাপ মোচনের জন্য সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব ভগবানের নামের উপর রাখিয়া সংসারের স্ব স্ব প্রাক্তন ভোগের ভোগ কালচক্রকে দিতে হয়।

কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই, ভগবান কালের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, নিত্যধামে নিয়া যান। সেখানে কালের গতি নাই। সংসারে দেহের অবস্থিতি আনন্দলোকে পায়, সে সকলি বিষয়ভোগ হইতে হয়। তাহাও অস্থায়ী বন্ধন বৈ আর কিছুই নয়, অতএব সর্ব্বদা **ভাগ্যবসে যে অবস্থা ঘটে, তাহার জন্য সুখী দুঃখী না হইয়া কেবল নাম করিয়া যাইবে, তাহাতেই চির মুক্তিপদ শান্তিধাম পাইবে।**

---

* গীতা ১৩।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গ) গুরু কৃপা—গুরু ভক্তির ফল

"মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরূরক্ষতি পার্ব্বতি ॥"

হর কন পার্ব্বতীকে করি সম্ভাষণ,
আমার আশ্রিত যত মর্ত্ত্যবাসিগণ।
সুর-সর্প-মুনি দ্বারা (যবে) অভিশপ্ত হয়,
গুরু রক্ষা করেন, দূরি কালমৃত্যুভয়।

গুরু গীতাই জগতের অভাব নাশ করিয়া পরম শান্তি দিয়া থাকেন। গীতার তুল্য আর জগতে কিছুই নাই।

গুরু ভিন্ন এ জগতে আত্মীয় আর কেহ নাই। গুরু সর্ব্বদা রক্ষা করেন।* অতএব গুরুর প্রতিপোষক হইয়া শুচি থাকিবেন। অন্যথা করিবেন না। সংসার মায়াজালে ব্যাপ্ত, চরাচরে মোহপাশ ঘুরিতেছে, আপাততঃ মধুর পরিণামে বিষোপম হইয়া থাকে।

সত্য হইতে বল নাই
ত্যাগ বই আর ধর্ম্ম নাই,
গুরুবাক্য বই আর বেদ নাই
গুরুর বাক্য পালন বই আর কর্ম্ম নাই।
গুরুর দয়া বই আর ধন নাই, মুক্তিও নাই।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ —ভগবৎ বাক্য ১
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি,
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরূরক্ষতি পার্ব্বতি।

এই কথাটি মনে রাখিলে কোন কুহক প্রলোভনে পড়ে না, ঘরে বসিয়া সমস্তই পায়।

---

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.
"Who can forgive sins but God only ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ গীতা ৩।৩৩

কর্ম্মক্ষেত্রের উপস্থিত কর্ম্ম সকল প্রারব্ধে যাহা দেয় তাহাতে বিরক্ত সন্তোষ না হইয়া, কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। পিছনে গুরু সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া উদ্ধার করিয়া লইবেন। জীব অবস্থায় জীবের কোন কর্ম্ম ইচ্ছা দ্বারা সাধিত হয় না। যাহা ইচ্ছার মত কর্ম্ম করিয়া ফল ভোগ করিতে দেখা যায়, তাহাও প্রারব্ধের প্রদত্তই হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইবে. **তবে কোন কোন কর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া করিতে গিয়া শক্তি পাই না কেন?** যখন যে অবস্থায় গুরু রাখেন, সেই অবস্থায়ই তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে হয়। কোন চিন্তা নাই। **গুরু সকল অভাব হইতে নিষ্কণ্টকে উদ্ধার সাধন করিবেন, এই গুরুর স্বভাব।**

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ গীতা ২।৬৭

সংসার মায়া মুগ্ধ ভ্রান্তিমূলক, ক্ষণস্থায়ী, সুখ দুঃখ, এই সকলই গুণাবতারের প্রবঞ্চনা মাত্র। ক্ষণকাল অস্থায়ী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া জীব নিত্য সুখময় নিত্যানন্দ চৈতন্যহারা হইয়া, সংসারগারদে ঘুরিয়া বেড়ায়। বঞ্চনার প্রলোভনে পড়িয়া, সৎ অসৎ বিচারে অক্ষম হইয়া, যাহা তাহা করিয়া মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ভাবাকেই পণ্ডিতগণ নরকসন্তার বলিয়া থাকেন। এই নরকমুক্তির জন্য গুরু আশ্রিত হইয়া তদাশ্রমে চির পোষিত হয়। এই গুরুকৃপায় সর্ব্বশক্তি ভক্তির আবরণে অনায়াসে শান্তির বাসভূমি লাভ করিয়া, নিত্যস্বরূপ লাভ করিয়া, নিত্য সেবার দাস হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মধ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ গীতা ১২।৮

সততঃ সকল ভার গুরুর উপর দিয়া সংসারের কার্য্য যাহা যখন উপস্থিত হয় করিয়া যাইবে। তাহাতেই পরিণামে গুরুই উদ্ধার করিবেন। গুরু ভরসা ব্যতীত বর্ত্তমানে তপস্যাদির দ্বারা শক্তি আহরণ করিতে ক্ষমতা কাহারই নাই।

প্রারব্ধভোগ সংসারের যে যখন যে ভাবে উপস্থিত হয় তাহাতেই সন্তোষ থাকিয়া ভগবানের উপর নির্ভর রাখাই পরম ধর্ম্ম। ইহাই মুক্তির প্রধান কারণ হইয়া থাকে। কোন চিন্তা করিবে না। **সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া, যথাশক্তি গুরুর আদেশ পালনের সময় পাইলে করিবে, না করিতে পারিলেও গুরু উদ্ধার করিবেন, সংশয় নাই।**

প্রারব্ধবশে আটক পড়িয়া যাহা করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতেই মধ্যস্থ থাকিতে চেষ্টা রাখিয়া গুরুর আদেশকর্ম্ম পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার করিতে করিতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠান হইয়া নিত্য সেবার অধিকারীভাবে দেহ-বৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ হইতে পারিবেন। ভগবান সিদ্ধ অসিদ্ধ, ভাল মন্দ বিচারের অতীত, অতএব **সর্ব্বদা গুরুপদ আশ্রয়ে সাধ্যানুসারে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিত্যব্রতী থাকিবেন। অচিরেই ভগবান উদ্ধার পদ খোলাসা করিয়া লইবেন।**

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। গীতা ৯।৩১

এই সংসারে আশ্রয় পাইলে মুক্তির অভাব থাকে না। যথাসাধ্য কর্ম্মে সাধ্য সাধন করিয়াই গুরুকৃপার দীপন হইয়া থাকে। উপাদানভেদে শরীর গঠিত অনুসারে স্বভাব পায়; তৎদ্বারা ক্রিয়া কর্ম্ম চলিয়া থাকে। ইহার নিবৃত্তির জন্যই আশ্রয় প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্বভাব অনুসারে গুরোপদিষ্ট কার্য্য যথাসাধ্য করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগেণ চ গৃহ্যতে ॥ গীতা ৬।৩৫

মনকে ঠিক করিতে হইলে, এক অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ চেষ্টায় হয়। ইহা অপেক্ষা গুরুর ভরসায় নিজের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ছাড়িয়া থাকিতে হয়! এই দুই সম্বন্ধই ফল দেয়, গুরু সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সন্দেহ নাই।

মনকে সর্ব্বদা সবল রাখিবেন। মন স্থির হওয়া মাত্রই ভগবৎ-পদ সাক্ষাৎ হয়। বাসনায় মনকে চঞ্চল করিয়া ফেলে, শান্তি অশান্ত তাহাতেই হয়। সর্ব্বদা গুরুর উপর ভার দিয়া * সংসার চালন কার্য্যেতে থাকিবেন। সময় করিয়া গুরুই উদ্ধার করিবেন।

মনের সুখ দুঃখ দুইই বন্ধন, হিতাহিত শক্তি আবৃত থাকে। মনের নাশে, ইন্দ্রিয় সুখের ভোগ হইতে অনন্ত সুখের উদয় করে, কস্মিন্‌কালেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য মনের (ইন্দ্রিয়ের) সুখ দুঃখ বেগ সহ্য করিতে চেষ্টা সর্ব্বদা করিতে ভুলিবেন না। ভাল মন্দ সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি কেবল ভ্রান্তি মনেরই গোচর। সকল ভার গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়া হর্ষ মর্ষ, পাপ তাপ, সংশয়াদি ক্রিয়া দ্বারা যথোৎপত্তি ভোগ † সহ্য করিয়া সংসারের কার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে সম্পাদন করিতে থাকিবেন, গুরুই সকল অভাব তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবেন।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ গীতা ১৪।৯

ভগবানের রাজ্যে সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তির তরঙ্গ নাই। অনুভূতি যাহা লোকে সাধনাদি সূত্রে লাভ করে, তাহা কেবল গুণের বণ্টন অবস্থা, তরঙ্গমাত্র।

---

* গীতা ১২।৮

† গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বগুণের আধিক্যে সুখ অনুভূতি, রজগুণের আধিক্যে চঞ্চল নানান চেষ্টা, কর্ম্ম করার ইচ্ছা, তমগুণের আধিক্যে নানান অভাব বিষাদ প্রমাদ, নানান অশান্তির উৎকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা নির্ধূত, গুণাতীত গুরুবাক্যে আস্থা করিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে গুণসকল আপন বশবর্ত্তীতে আসিয়া পরমপদ ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। ভগবানের নিকটেও অভাবাদি গুণ হইতে যাহা হয়, তাহা ভগবানকে নিয়াই খেলা করে।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। গীতা ৬।৩৪

মনের চঞ্চলতার জন্য অনুতাপ করিবে না, কারণ, তাহার স্বভাবই ঐ রকম। সকল ভার গুরুতে ন্যস্ত রাখিয়া, উপস্থিত সকল কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে। তাহাতে সিদ্ধ, অসিদ্ধ, লাভ, লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। কর্ম্ম করিতে করিতেই সকল কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আর মনের দরকার হইবে না। সকলি আপনার বাধ্য থাকিবে। কর্ম্ম হাতে থাকিলেই সুখ দুঃখ জনক বাসনায় উৎপীড়ণ করিয়া থাকে। বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করিবে। চেষ্টা করিয়া বিবেকতা আসে না। কোন চিন্তা ভাবনা করিবে না। স্ত্রী পুত্র পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষা হইয়া আছে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভরণ পোষণ করাই ধর্ম্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্ত ভাবে * এদের সঙ্গ লাভ হইলে মঙ্গলই হয়।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা ৮।১৪

সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, তাহাতেই মলিন সঙ্গ মার্জ্জিত করিবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহাতে করিতে পার, তাহার প্রতি যত্ন করিতে ভুলিবে না। **গুরুই সকল অভাব মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিবেন।**

---

* গীতা ৩।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর কার্য্য সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে। শরীর উদ্ধারের কারণই এই, আর কিছুই নাই। সংসার মায়াময়, কেবল যোগ বিয়োগের গঞ্জনা। শান্তি যাহা বোধ হয় স্বপ্নতুল্য, কেবল সুখ দুঃখের খনি অনবরত পরিক্রম করিতেছে।

গুরুর কৃপাই সত্য। সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্য অনুশীলনে থাকিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম। মায়ের পুত্র হইয়া থাকিতে অভিমানী হইবে। মাতাই সকল অভাব দূর করিয়া সংসার সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন, সংশয় নাই। (বলং বলং ধর্ম্ম বলং।) পূর্ণানন্দময়ী মাতার কটাক্ষ পাইতে তাহারই অনুগত থাকিতে হয়।

এই শরীর গুরুর। তিনি যাহা করিবেন তাহার অন্যথা কে করিবে? সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিজনক। যাহাতে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হয়, তাহাই করা প্রয়োজন

মন্ত্রাদির প্রতীক্ষা করে না, ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা হইতেই সেবাকার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্যাদির উপচারদিগকে প্রয়োজন করে না। গুরুর কৃপা ভিন্ন আনন্দ হৃদয়ে সঞ্চালন হয় না। স্বয়ং কর্ত্তাভিমান সমস্যা পূরণ করিয়া দক্ষ প্রজাপতিও কোন যজ্ঞ সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই, মানবের কথা কি? জপাদিকর্ম্ম করিতে হইলেও ত কর্ত্তৃত্বভাবের পোষণ হয় না। সংসার নাটের তরঙ্গ হইতে মুক্তি লাভের জন্য সদ্ অসদ্ বিচার রহিত একাদেশ দৃঢ়তার রঞ্জনে পরিপক্কতা হয়। এই মাত্র শরণ নিয়া থাকাই পরমানন্দের গর্ভে ক্ষেপণ করিয়া থাকে। যাহা যখন পার করিবে, মনে রাখিবে আমার একজন উদ্ধারের কর্ত্তা এই প্রাণ রূপে, * সর্ব্ব ঘটে সমান সত্ত্বায় বাস করেন।

---

* গীতা ৭।৯

* Holy Bible, New Testament, S. John: Ch. 10, Para 38. ...."Believe that the Father is in me."

কোর্ আন্—ইন্না আল্লাহু আলিমুন্ খবিরুন্—সুরা ৩১, আয়াত্ ৩৪

God is acquainted with everything.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ গীতা ১৮।৬২

সর্ব্ব অবস্থায়ই অচিন্ত্যরূপ প্রাণের শরণ নিয়া থাকিলে সর্ব্বসঙ্কটকর সংসার হইতে মুক্তি পায়। প্রকৃতি গুণের বশবর্ত্তী হইলে গতাগতি ঘুচে না। অতএব **সর্ব্ব রকম সাধন কর্ম্মে না লোভ রাখিয়া শুদ্ধ গুরুর বাক্য পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবে, পরিশিষ্ট শান্তিই ভোগ হইবে।** অন্য চিন্তা করিবে না, উপস্থিত বাসনার বেগ সহ্য করাই ধর্ম্ম। বাসনার অনুশীলন করিতে নাই, মাত্র গুরুর আদেশ পালনই করিবে।

মন যখন যে যে বিষয় অবলম্বন করে, অনুভূতি তাহাই হয়। মন হইতে কেবল মাত্র সুখ ও দুঃখই প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ও নরকই স্থান পায়। ভগবানের সেবাই পরম পুরুষার্থ, দ্বৈতবুদ্ধি হইতে উদ্ধার করেন। যেমন মলিন তাহাকে ছাপ করিতে হইলে, সহিষ্ণুতা বস্তুর আশ্রয় নিয়া, যথাসাধ্য তাহার অধীন হইতে চেষ্টা করাই সাধন ভজন। ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় হইতে বিভাগ থাকাই সুখ। **গুরুর আজ্ঞা ধরিয়া থাকাই ধর্ম্ম, ইহাই নিষ্কাম যজ্ঞ, ইহাই হরিনাম এবং ভগবৎসেবা।** এই সেবা নিত্য বলিয়াই উদ্ধার শব্দে প্রতিপাদ্য হয়।

স্বর্গ আর মুক্তি উভয়ই নরক; কারণ, স্বর্গে সুখ ভোগ অবসানে পুনরাবর্ত্তে সেই সুখ বঞ্চিত হইয়া দুঃখ হয়। নরকের দুঃখই তার স্বভাব, তাহারও ভোগ অন্তে দুঃখময় সংসারে পতিত হয়।* অতএব দিবানিশি উপস্থিত প্রয়োজনীয় কর্ম্মের জন্য যত্ন রাখিয়া সাধ্যমত গুরুবাক্য স্মরণের চেষ্টা করাই উচিত।

কর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ মুক্ত হয় না, এই জন্যই ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তির শরণ নিতে হইলেই লব্ধ বস্তুর দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিয়া তাহারই অনুসরণে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে সত্য ধর্ম্ম জাগিয়া উঠে। চিন্তা নাই, **সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত থাক, গুরু সর্ব্বত্রেই রক্ষা করিয়া সত্য পদ দিবেন।**

---

* গীতা ৯।২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা ৭।১৬
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। গীতা ১৮।৫৮

সংসার তরঙ্গে জীবের বাসনাদি দ্বারা বিবৃত থাকায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়চেতা হইয়া পড়িলে কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া নানান অশান্তিজালে আবৃত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হইতে চেষ্টা আপনা হইতেই আসে, এবং এই চেষ্টার জন্য সততঃ কি ভাবে কি করিলে, কি অবস্থায় কি আশ্রয় নিলে, কিসে ত্রাণ হয়, ইত্যাকার নানান জল্পনা কল্পনায় চিত্তকে বিকল করিয়া ছট্‌ফটানি উপস্থিত হয়; সেই অবস্থার নাম আর্ত্ত=জিজ্ঞাসু বলে। পরে যখন গুরুবাক্যের অস্তিত্ব করবার জন্য মনোযোগী হইয়া শত শত অভাব ঝঞ্ঝাটাদিকে তুচ্ছ করিয়া গুরু-বাক্যে মন নিবেশের চেষ্টা করে তাহার নাম অর্থার্থী। ইহার সম্বন্ধ হইতে অন্য কোন স্পৃহাদিতে বাধা জন্মে না, অনন্যচেষ্ট হইয়া উঠে, পরে লেগে ধ্যান কর্ম্মে বিবৃত থাকে, তাহাকে জ্ঞানী বলে। এই প্রকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যখন মনে আর কোন কামনাদি সঙ্কল্পাদি কর্ম্মে কিছুরই আশ্রয় করার বোধ হয় না অর্থাৎ প্রয়োজনও কিছুর থাকে না, এই অবস্থাকে সন্ন্যাসী, কি জ্ঞানবান, কি চৈতন্য বা গুরুপ্রাপ্ত বলে। ইহাই সংসার বলিয়া জানিবে। গুরুভক্তি, কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ তত্ত্বাধীন যাহা সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর অকৃত্রিমরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাকেই বলে। এই ভক্তির গাঢ় হইলে যে অবস্থা হয় তখন প্রেম বলে। এই প্রেমেতে নানান ভাবকে অর্থাৎ বিষে অমৃতে একত্র করিয়া, অত্যন্ত সুখের দুঃখের মিশ্র করিয়া ভোগ করায়, এখানে শান্তির অভাব হইয়া যায়। কেবল এক লক্ষ্য বৈ আর কোন দিকে যায় না, সেই অবস্থাই ব্রজবাস হয়। এই সকল সাধন ভজনের আয়তনে হয় না। **অন্ধ বিশ্বাস করিয়া, গুরুবাক্যকে ধরিয়া, ফলাফলের উপেক্ষা করিয়া, গুরুর আদেশ পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হয়, পরে ক্রমে অন্যান্য ভাবের সংমিলন হইতে থাকে।**

"গুরুভক্তিঃ সুদুর্লভা, গুরুধ্যানং তথা নিত্যং দেহি ব্রহ্মময়ো ভবেৎ" ইত্যাদিতেই প্রমাণ করিয়া গীতায় কর্ম্ম যোগের ব্যবস্থা সম্পাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। বাজীকরের কৃষণ হইতে যে সকল বৃক্ষ সদ্য উৎপন্ন হইয়া ফল প্রসব হয় দেখা যায়, তাহাই ইন্দ্রজাল এবং ভ্রান্ত, ক্ষণ সুখকর, আমোদজনক বলিয়া জানিবে। ইহাতে কৃষ্ণভক্তির নিকটও জান্‌তে দেয় না। আবরণের বৃদ্ধিই ঘটে, কালেই সমাপ্ত করিয়া থাকে। সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া গুরুর বাক্যে ভরসা করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া যাইতে যাইতে দেহ মুক্তের সঙ্গে সঙ্গে সকল চলিয়া যাইবে। গুরু উদ্ধার করিয়া ব্রজের পরিকর ভাব সাগরে ডুবাইয়া ভগবানের সমীপস্থ করিয়া প্রেমভক্তির আবরণ দ্বারা সেবায় নিত্য বন্ধন করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয়। বর্ত্তমানে প্রারব্ধের কর্ম্মের জন্য মধ্যস্থ থাকিয়া যথাসাধ্য গুরুর আদেশ পালনে যত্নবান হইতে থাক, কালে সকলি পাইতে পারিবে। **গুরুই উদ্ধার করিবেন।**

যাহা সহজেই ত্যাগ করিতে পারা যায়, কিম্বা যাহা উদয় হইয়াই অস্তমিত হয়, সেগুলিকে ছাড়িয়া আত্মস্থ বা স্থিরপ্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অভাব আপনা হইতেই দূরে সরিয়া যায়। তাহাকে দূর করিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না। ধর্ম্ম বৃক্ষের গায় অনেক পরগাছা জন্মে, আমরা ধর্ম্মের নামে নানাবিধ বৃথা আচরণ করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা আমাদের কর্ম্ম জীবনে কোন উন্নতি না হইয়া বরং অশেষ দুর্গতিই হইয়া থাকে।

গুরুবাক্য সত্য এবং যাহা সত্য তাহাই গুরু। গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলে অপসিদ্ধান্ত ও মিথ্যা জিনিষগুলি সূর্য্য-উদয়ে অন্ধকারের মত সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় এবং শুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হয়।* গুরু দিব্য চক্ষু দান করিলে, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক হইয়া থাকে।

চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥ গীতা ৪।১১

আমাকে যে যেমন ভাবে, আমি সেই ভাবেই প্রকাশ হইয়া তার কাছে থাকি। ইহা আমার কর্ত্তৃত্বসত্বে নাই। ভগবান একমাত্র চালক। প্রারব্ধের

---

* গীতা ২।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বাই সচরাচর প্রতিফলন হইয়া থাকে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে রাম আসিয়া সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া, সীতার প্রকাশবাধক মুক্ত করিয়া সদানন্দপদ সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেইরূপ নিজ পতিও গুণ-প্রবুদ্ধ ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন সন্দেহ নাই। কর্ম্মে আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল যাহা যাহা সংসারে ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়, তৎসমস্তকে কর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমন ভাবেই হউক করিয়া যাইতে থাকিবে। **গুরুই সুধাক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া নিত্যধামে নিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।** সকল কর্ম্মেরই ফল অর্থাৎ লাভাদি সুখ দুঃখের বোধন যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।**

সংসারোদ্ধারই ভগবানের সেবা; অনন্যভাবের দ্বারাই সেবাকার্য্য সাধিতে হয়। এই সেবায় বেদবিধি লাগে না, মনের তৃপ্তিজনক উপচারে সম্পাদন হয়। এই প্রকার ঐকান্তিকভাবে নির্ভরাদি স্নেহ উপচারে সংমার্জ্জন করিতে করিতে অকৃত্রিম ভাবের উদয় হয়। পরে শ্রদ্ধা, পরে ভক্তি, পরে বিশুদ্ধ ভক্তি, পরে প্রেমের উদয় হয়; তারপরে বিশুদ্ধ প্রেম হয়। তারপরে সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শক অনুভব করে। সেবাচারীর কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না, স্বভাবের তরঙ্গ খেলিয়া প্রেমের লহর উল্লাস স্ফুটিয়া চলে, এই প্রেমতরঙ্গের অবধি নাই। ইহাই ভগবৎ ভক্ত, মুক্তি সর্ব্বদা তার সেবার সাহায্য করিয়া সেবা সহিষ্ণুতা সম্পাদন করে। **সর্ব্বদা সেবা করিয়া চলিতে থাক, গুরু সকল শক্তি সঞ্চারে সদানন্দ প্রকাশ করিবেন, চিন্তা নাই, উদ্ধার তিনিই করিবেন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible] সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যনারায়ণ শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় স্তবক

অর্থ

সংসার-ধর্ম্মীর সাধারণ কর্ত্তব্য

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

গীতা-মাহাত্ম্যম্—৭

সংসার সাগর ঘোর তরিতে যে চায়।
গীতাতরী সমাশ্রয়ে সুখে তরে যায়॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৪
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ গীতা ২।৪৭

সংসার মায়াময়, সংসারের সকল রকম গঞ্জনা সহ্য করিয়া ভাগ্যানুসারে আয়-ব্যয়-স্থিতি করিয়া যায়—ইহাই পুরুষকার। দুঃখ হইবে বলিয়াই যে কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, সুখ হইবে বলিয়াই যে কর্ম্ম করিবে, কি করিবে না, ইহা নয়। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, খুড়া জ্যেঠা, মাসী পিসী, বাড়ীঘর, গ্রামবাসী, দেশবাসী, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, শত্রু মিত্র, সৎ অসৎ সঙ্গ সকল ঋণগত কর্ম্মফল, ইহা সকলি ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ নাই। ভাগ্যবশতঃ ফলাফল আদানপ্রদান ব্যবস্থা যা থাকে ইহাই ঋণ বন্ধ। এই সকলের গঞ্জনা যথাশক্তি সহ্য করিবে। যাহার যে প্রাপ্ত অংশ আছে, তাহারা যে যে ভাবে আদায় করিতে পারে, সে-ই আদায়ের চেষ্টা করে। ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বনে গিয়া কি ফল হইবে, কিংবা দেহ ছাড়িলেই বা কি হইবে? এদের ঋণ ত শোধ হইবেই না, দণ্ডে দণ্ডে চিরজন্মই ভোগ করিতে হইবে। এই গঞ্জনা সহ্য করিতে পারিবে না ভয়ে যদি জপ তপস্যা যোগ যাগ প্রবঞ্চন করে, তাহাতে ঋণ মুক্ত হয় না, বরং কর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া বন্ধনই হয়। অতএব ভাগ্যচক্রের অধীন হইয়া দিবানিশি কালোচিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যনারায়ণ শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় স্তবক

অর্থ

সংসার-ধর্ম্মীর সাধারণ কর্ত্তব্য

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

গীতা-মাহাত্ম্যম্—৭

সংসার সাগর ঘোর তরিতে যে চায়।
গীতাতরী সমাশ্রয়ে সুখে তরে যায়॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ৭।১৪
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ গীতা ২।৪৭

সংসার মায়াময়, সংসারের সকল রকম গঞ্জনা সহ্য করিয়া ভাগ্যানুসারে আয়-ব্যয়-স্থিতি করিয়া যায়—ইহাই পুরুষকার। দুঃখ হইবে বলিয়াই যে কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, সুখ হইবে বলিয়াই যে কর্ম্ম করিবে, কি করিবে না, ইহা নয়। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, খুড়া জ্যেঠা, মাসী পিসী, বাড়ীঘর, গ্রামবাসী, দেশবাসী, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, শত্রু মিত্র, সৎ অসৎ সঙ্গ সকল ঋণগত কর্ম্মফল, ইহা সকলি ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কাহার কোন দোষ নাই। ভাগ্যবশতঃ ফলাফল ভালমন্দ ব্যবস্থা যা থাকে ইহাই ঋণ বদ্ধ। এই সকলের গঞ্জনা যথাশক্তি সহ্য করিবে। যাহার যে প্রাপ্ত অংশ আছে, তাহারা যে যে ভাবে আদায় করিতে পারে, সে-ই আদায়ের চেষ্টা করে। ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বনে গিয়া কি ফল হইবে, কিংবা দেহ ছাড়িলেই বা কি হইবে? এদের ঋণ ত শোধ হইবেই না, দফে দফে চিরজন্মই ভোগ করিতে হইবে। এই গঞ্জনা সহ্য করিতে পারিবে না ভয়ে যদি জপ তপস্যা যোগ যাগ প্রবন্ধন করে, তাহাতে ঋণ মুক্ত হয় না, বরং কর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া বন্ধনই হয়। অতএব ভাগ্যচক্রের অধীন হইয়া দিবানিশি কালোচিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজনীয় সংসারের আয়ব্যয় যথাসাধ্যভাবে করিতে চেষ্টা করিতে ত্রুটি না করিয়া, ফল অফলে লক্ষ্য না করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবে। এর মধ্যে **যে-কোন সময় পার ইষ্ট দেবতার মন্ত্রাদি নাম যথাসাধ্য করিবে, ইহাতেই ভজন সাধন সিদ্ধ হইয়া নিত্য মুক্ত হয়। এই যে বেগ সহ্য * করিতে চেষ্টা করা ইহাকেই নিত্য তপস্যা বলে।** এই ভাবে নিরপেক্ষতা করিয়া দেহ ত্যাগ করে। ইহাই সাধু, সন্ন্যাসী, ত্যাগী বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান সকলই সহ্য করিতে পারেন বলিয়া এবং কাহাকেও কোনরূপ উপেক্ষা করেন না, বিরক্তও হন না বলিয়া লোকে ভগবান বলে। তাঁহার ভক্তও তাঁহার কাছ হইতে শক্তি আহরণ এইভাবেই করে। পক্ষে গেলে ভূত-দ্বন্দন মায়ার বিপর্য্যয় তরঙ্গে পড়িয়া লাঞ্ছনা পাইয়া, ভাগ্যক্রমে সুখদুঃখাদি শুভ অশুভ ভোগ করে। ভগবৎ প্রাপ্ত হয় না।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ গীতা ২।৬৩

সত্যব্রতই ধর্ম্ম, ইহাই নিরংশপদ দিয়া থাকে। ধ্যান জ্ঞান বিহীন হইলেও উত্তম গতি লাভ হয়। সংসার মায়াময়, বাসনাই তাহার আবরণ ও শাসক। সবলতাই পরম পবিত্র ধর্ম্ম, ইহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি উদ্দীপন হইয়া থাকে। ভক্তি গাঢ় হইলে সংসারের কোন অভাব থাকে না, প্রেমলহরী আনন্দরস বিতরণ হয়। ইহা সর্ব্বদা মনের দ্বারা সৎ অসৎ বিভাগ করিয়া সত্যকে বিভাগ করিয়া সত্যের অধীন থাকিতে সতত চেষ্টা করাই প্রয়োজন। ইহা হইতে সত্যই পাইয়া থাকে।

বিষয় ধ্যান করিতে করিতে বিষয় (বিষম) বুদ্ধি হইয়া বিষ ঘর্ষণে তাপ উদগম হইয়া বিপথস্থ হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা বাসনা সংকুলনে ব্যস্ত হইয়া সুখদুঃখকর স্বর্গ নরকপ্রদ মায়া শক্তির আবরণই বৃদ্ধি

---

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ গতাগতি ভোগ করিয়া লাঞ্ছিত হয়। অহঙ্কার দ্বারাই বন্দী থাকে। ভগবৎ শরণ হয় না, ভুলিয়া যায়। অতএব এই মায়াবন্ধন মুক্তির জন্য মনের দ্বারা বিচার করিয়া মনকে শান্তির পথে ইন্দ্রিয় হইতে আলগা সতত করিবে। **ইন্দ্রিয়গণেতে মন থাকিলে জাতি মান কুল রক্ষা করিতে গিয়া অকূল সমুদ্রে গাঢ় তরঙ্গে পড়িয়া, চির দুঃখকর বিষম পদ লাভ করিয়া থাকে। নিষ্কৃতির উপায় নাই।**

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ গীতা ১২।৮

সর্ব্বদাই সকল ভার ভগবানে রাখিয়া সংসার তরঙ্গের তরঙ্গ অতিক্রম করিতে যে-কোন একটা কর্ম্ম কার্য্যেরই হউক, কিংবা একটা দোকান পাটই হউক, উপায়ের একটা পন্থা সৃষ্টি করিয়া থাকিবার চেষ্টা না করিলে বিশেষভাবে সংসার চলে না। কাহারো মুখাপেক্ষা না করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে করিতে দেহত্যাগের পর আর দেহ পাইতে হয় না, ভগবানের নিকট নিত্য পরিষদ হইয়া থাকা যায়।

সংসারের চিন্তা না করিয়া, উপস্থিত যাহা যখন কর্ম্ম হয়, তাহা যথাসাধ্য আয় অনুসারে কুলন করিতে ব্যবস্থা করিয়া, যথাসময় যাহা পারা যায়, **স্থিরচিত্তে গুরুর কার্য্য করিবে।** যখন মন চঞ্চল থাকে তখন না করিয়া স্থির সময়ে ক্রিয়া করিতে হয়। ইহাই ইষ্ট সাধ্য হয়। মন ইষ্টের উদ্দেশে রাখাই পবিত্র। চিন্তা করিয়া কোন ফল ভোগ করিবার লোক ত কাহাকেও দেখা যায় না। ভগবৎ চিন্তা যাহা যখন পারা যায় তাহাই ভাল।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥ গীতা ৩।১৯

সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া উপস্থিত কার্য্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে।। বাজে, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সুখজনক গোলমাল না করিয়া, গুরুর কার্য্যে রত থাকিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিবেন। পবিত্র আত্মাকে ছাড়িয়া অনিত্য, অসুখকর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণসুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না। সকল বেগ সতত সহ্য * করিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। কাহারো দোষগুণ লইবেন না, পক্ষপাত দোষে আত্মার মলিন জন্মে, অহং জ্ঞান কর্ত্তৃত্ব হেতু † হইয়া থাকে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়িবার জন্য মনে বিচার করিয়া আত্মার সঙ্গে নির্ম্মলভাবে আত্মারই কর্ত্তার অধীন হইয়া থাকিলে নিত্য মুক্ত হইয়া পরিণামে শ্রীগুরুর পদ পাওয়া যায়। হৃদয়ের সংশয় ছেদন করিয়া, সবল হইয়া থাকিলে, অপার আনন্দ তাহাকে অধিকার করে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা ২।১৬

এ সংসারে কেবলমাত্র সত্যের বন্ধনে থাকাই পরম তত্ত্ব, পরমপদ, ইহা বই জগতে কিছুই নাই। সংসার নিত্যানিত্যের তরঙ্গ, এই তরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতির জন্য অভিমানের সত্ত্বাকে মার্জ্জনা করিতে হয়।

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন,
ইহা বই কিছু নাই, শুন সনাতন।"

এই শব্দটি সকল জীবের পক্ষেই কণ্ঠহার। ঐহিক সুখ আর দুঃখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষমাই দয়ার আধার, ত্যাগই সত্যের সার, পবিত্রতাই ধর্ম্ম। যাহাতে মনের কোন রকম অশান্তি, মলিনত্ব না হয়, তদ্বিষয়ে সহিষ্ণুতা দ্বারা মার্জ্জনা করাই উচিত। ক্ষণিক সুখে মজিয়া থাকিলে পরে পরিণাম দুঃখই থাকে, পরিত্রাণের জন্য অবশিষ্ট সুখরূপ সত্যের লেশও থাকে না। ঐহিক সুখে **মত্ত হইয়া কৃতধর্ম্ম** নষ্ট করিতে নাই।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীতা ৬।৩৪

মনের চঞ্চলতার জন্য অনুতাপ করিবে না, কারণ তাহার স্বভাবই ঐ রকম। সকল ভার গুরুতে ন্যস্ত রাখিয়া, ‡ উপস্থিত সকল কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে।

---

* গীতা ২।১৪ † গীতা ৩।২৭
‡ গীতা ১২।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে সিদ্ধ অসিদ্ধ, লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। কর্ম্ম করিতে করিতেই সকল কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে। তখন আর মনের দরকার হইবে না। সকলি আপনার বাধ্য থাকিবে। কর্ম্ম হাতে থাকিলেই সুখ দুঃখজনক বাসনায় উৎপীড়ন করিয়া থাকে। বিবেক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করিবে। চেষ্টা করিয়া বিবেকতা আসে না। কোন চিন্তা ভাবনা করিবে না। **স্ত্রী পুত্র পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ভরণ পোষণ করাই ধর্ম্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্তভাবে* এদের সঙ্গলাভ হইলে মঙ্গলই হয়।**

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

সংসার মায়াময় ভ্রান্তিজনক, যাহা কিছু বোধ করা যায় তাহা সকলি ইন্দ্রিয়জাল মাত্র। মনের দ্বারা যাহা লব্ধ হয় সকলই ইন্দ্রিয় ভোগমাত্র। ইহার সঙ্গে বুদ্ধি জ্ঞান সতত অস্বাভাবিকভাবে চলিতেছে বলিয়া, যাহা মনেতে আশ্রয় পায়, তাহা সকলই ভ্রম, অতএব মনের আহরিত বস্তুর জন্য পিপাসিত হইতে নাই। জগতে যাহা কিছু অনুভূতি হয়, সকলই ইন্দ্রিয় জানিবেন, ইহাই কেবল সুখ দুঃখ ফল প্রসার করিয়া জীবদ্দশাকে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া লয়। সর্ব্বদাই পতিব্রতাচরণ করিয়া গুরোপদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। লাভ লোকসান, সিদ্ধ অসিদ্ধ গতিতে উপেক্ষা করিয়া মাত্র উপদিষ্ট আশ্রয় কর্ম্মে মজিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন। উদ্ধার গুরুপদেই করিবে। ভাল মন্দের প্রতীক্ষায় থাকিলে পতিব্রত ধর্ম্ম অভিচারী হইয়া সত্ত্বায় মলিনত্ব ঘটে।

সংসার মায়াময়, হিতাহিতের তরঙ্গ বুঝিয়া উঠা যায় না। এমতাবস্থায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকাই পরম পবিত্র এবং সুখী হইয়া থাকে। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ বিচার করার ক্ষমতা জীবের নাই। **সংসারে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, ইষ্ট কুটুম্বরূপে (ভগবান) নিত্য বিরাজ করেন।** অতএব সকলের

* গীতা ৩।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে প্রণয় প্রীতিলাভ না হইলে ভগবৎপদ পাওয়া যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে না পারিলে, সংসারের ভাগ্যফল শেষ করিবার কোন শক্তি নাই। এ জগতে সকলের ভালবাসা লাভ করিতে হইলে, সকলের দোষ উপেক্ষা করিতে সহিষ্ণুতা আহরণ করিতে হয়। কাহারই কোন দোষ লইতে নাই।

সংসারের বিবরে প্রবেশ করিলে সর্ব্বদাই ধৈর্য্যবান ধারণ করিতে হয়। * এই ক্ষেত্রে কেবল অহংকারাদি বিবর্ত্তন রসে বর্দ্ধন হইয়া পড়ে। **নানান উপদ্রব সহ্য করিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম।** জপ তপস্যাদি কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রী পুত্রাদি ভরণ পোষণে যত্নশীল হইয়া অনাসক্তভাবে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। **স্ত্রী পুত্রাদির মধ্যেও ভগবান সম্যকরূপে বিরাজমান।** কেবল বর্ত্তমানে মর্কট বৈরাগ্য লালসায় পন্থ হারা হইয়া বিপথ গতিতে সুখদুঃখকর সমুদ্র পারবর্ত্তী রাবণের পুরী অশোক বনে বন্দী হয়। **কোন কিছুরই প্রতি দৃকপাত না করিয়া নিরপেক্ষভাবে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণে, তৃপ্তিদানে, তৃপ্তি-লাভে, ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।**

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ গীতা ৭।৭

এই জগতের মধ্যে এমন জীব নাই যে ভগবানের সেবা না করে এবং এমন বস্তু ও অবস্থা নাই যে ভগবানের আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে। এমন কোন শক্তি নাই যে ভগবৎ কৃপা ভিন্ন চালনা করিতে পারে। ভগবৎ শক্তিতে স্ব স্ব স্বভাবের চঞ্চলাদি দ্বারা ভগবানের সেবা কর্ম্ম সমাধি হইয়া থাকে। এই ভগবৎ প্রীতি অনুষ্ঠানকারী শাস্ত্রীকগণ, বেদ বেদান্তে, পুরাণে, সকল প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমানের দ্বারা ভগবৎ পদ ভুলিয়া কর্ম্ম কার্য্য হইতে সুখ দুঃখ উদ্বর্ত্তন করিয়া জগতে গতাগতি দ্বারা সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ করিয়া লয়। সকল ভার ভগবানে রাখিয়া পরমানন্দে ভগবৎ সেবা কার্য্য স্ব স্ব স্বভাবের দ্বারা সম্পাদন কবিতে চাহে না।

---

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

গীতা ১৮।৬২

সংসার মায়াময়, কেবল অনন্ত তরঙ্গ, স্থিরত্ব রাখা ও থাকা সুকঠিন। একমাত্র ভগবান নিরপেক্ষ স্বরূপে প্রতি পদে পদে বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই ভগবৎ-পদ লাভ করিতে হইলে তাঁহারই শরণ নিয়া থাকিতে হয়। এই প্রকার নিরপেক্ষতার আহরণ সহিষ্ণুতার দ্বারা করিয়া লইয়া ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যায়। **ভগবান মাতা পিতা, ভাই ভগ্নী, পতি পত্নী প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশ হইয়া থাকেন।** অতএব এই প্রকার সকল লোকের সহিতই প্রেম প্রতিভ হইবার চেষ্টা করাই ধর্ম্ম।* জগতে যথাসাধ্য সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে হইলে সহিষ্ণুতার আবশ্যক। যাহাতে সকলের দোষ গুণে লক্ষ্য না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে সকল কর্ম্ম যাহা প্রাক্তনসূত্রে উপস্থিত করিয়া দেয়, তাহার বেগ ভোগ করিতে করিতে ভোগমুক্ত হইয়া দণ্ডমুক্ত করে, পরম শান্তিধাম শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মই সত্যরূপা।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। গীতা ১৮।৫৮

সংসার অচির অস্থায়ী, এই দেহ পরিগ্রহকেই সংসার উপাধি বলিয়া থাকে। ইহাই অনিত্য, অস্থায়ী, জরা প্রকৃতি দ্বারা সংমিলনী শক্তি। এই সংসার মুক্তির ব্যবস্থা করিতে একমাত্র পতি ভক্তি, † পতি অনুশীলন ভিন্ন ভোগ নিবৃত্তি ঘটিতে পারে না। কর্ত্তৃত্বাভিমানী সূত্রে জগৎকে ভ্রান্তি জন্মাইয়া আকর্ষণ বিকর্ষণ করিয়া থাকে বলিয়াই ইহার ব্যবস্থাকে মায়া মৃগ বলিয়া জানে।

এই সংসারে শুভ অশুভ উভয়ই কৃষ্ণ ভক্তির বাধক জানিয়া তাহাদের উদয় অস্ততে উদ্বিগ্ন কি হর্ষ করিবে না। এই জন্যই সর্ব্বদা অদৃষ্ট ভোগের দায় জন্য

---

* **Holy Bible, New Testament. S. Mark, Ch. 12, Para 31......"Thou shall love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these."**

† গীতা ৯।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিষ্ণু হইয়া নিত্য সেবায় যত্নবান হইতে চেষ্টা করাই পরম আশ্রয়। স্বভাবে যেমন ভাগ্য উল্লাস উপস্থিত করিবে, তাহাই বাধ্য হইয়া নির্ব্বিচারে ভোগ স্বীকার করিতে চেষ্টা করিবে। **তুমি কর্ত্তা নও, ইহাই তোমার জানিবার প্রয়োজন।** তাহারই উদ্ধার জন্য ব্যবস্থা করিবে। নয় মন কি বুদ্ধির উদ্ধার করিবার তোমার কি শক্তি বর্ত্তমান আছে ? **ভগবান যাহা ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহাতেই সন্তোষ থাকিতে চেষ্টা করিবে।**

জীবের মুক্তদেহ লাভ করিবার জন্যই এজগতে জীবের ভোগদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। এইতো সাধুমুখের বাক্য। সংসারে জীবদেহ নিয়া থাকিবার জন্য কাহারো ভোগে ইচ্ছা থাকে না। যাহা হউক, ভাগ্য বসে সকলি ঘটিয়া থাকে। যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা কেহই ছাড়াইতে পারে না, সকলি ভোগ নিয়া যাইতেছে। দেহের পরিপুষ্টির জন্য চিকিৎসকের শরণ লইতে হয় ; * ভগবৎ চর্চ্চার জন্য চিকিৎসক যোগী হয় না, কেবল ভোগীর জন্যই হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা ৭।১৬

সংসার তরঙ্গে জীবের বাসনাদি দ্বারা বিব্রত থাকায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়-চেতা হইয়া পড়িলে, কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া নানান অশান্তি জালে আবৃত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হইতে চেষ্টা আপনা হইতেই আসে ; এবং এই চেষ্টার জন্য সততঃ কি ভাবে কি করিলে, কি অবস্থায় কি আশ্রয় নিলে, কিসে ত্রাণ হয় ; ইত্যাকার নানান জল্পনা কল্পনায় চিত্তকে বিকল করিয়া ছটফটানি উপস্থিত হয়। সেই অবস্থার নাম আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু বলে। পরে যখন গুরুবাক্যের অস্তিত্ব করবার জন্য মনোযোগী হইয়া শত শত অভাব ঝঞ্ঝাটাদিকে তুচ্ছ করিয়া গুরুবাক্যে মন নিবেশের চেষ্টা করে তাহার নাম অর্থার্থী। ইহার সম্বন্ধ হইতে অন্য কোন স্পৃহাদিতে বাধা জন্মে না। অনন্যচেষ্ট হইয়া, উঠে পরে লেগে ধ্যান কর্ম্মে বিব্রত

---

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Chap. 2, Para 17.
"They that are whole have no need of the physician, but they that are sick : I came not to call the righteous, but sinners to repentance."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, তাহাকে জ্ঞানী বলে। এইপ্রকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যখন মনে আর কোন কামনাদি সঙ্কল্পাদি কর্ম্মে কিছুরই আশ্রয় করার বোধ হয় না অর্থাৎ প্রয়োজনও কিছুর থাকেনা, এই অবস্থাকে সন্ন্যাসী, কি জ্ঞানবান, কি চৈতন্য বা গুরুপ্রাপ্ত বলে। ইহাই সংসার বলিয়া জানিবে।

গুরুভক্তি, কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ তত্ত্বাধীন যাহা সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর অকৃত্রিমরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাকেই বলে। এই ভক্তির গাঢ় হইলে যে অবস্থা হয় তখন প্রেম বলে। এই প্রেমেতে নানান ভাবকে অর্থাৎ বিষে অমৃতে একত্র করিয়া অত্যন্ত সুখের দুঃখের মিশ্র করিয়া ভোগ করায়, এখানে শান্তির অভাব হইয়া যায়। কেবল একলক্ষ্য বৈ আর কোন দিকে যায় না, সেই অবস্থায়ই ব্রজবাস হয়। এই সকল সাধন ভজনের আয়তনে হয় না। **অন্ধ বিশ্বাস করিয়া গুরুবাক্যকে ধরিয়া ফলাফলের উপেক্ষা করিয়া * গুরুর আদেশ পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হয়, পরে ক্রমে অন্যান্য ভাবের সংমিলন হইতে থাকে।**

"গুরুভক্তি সুদুর্লভা, গুরুধ্যানং তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ", ইত্যাদিতেই প্রমাণ করিয়া গীতায় কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা সম্পাদন করিয়াছেন। বাজীকরের কুষণ হইতে যে সকল বৃক্ষ সদ্য উৎপন্ন হইয়া ফল প্রসব হয় দেখা যায়, তাহাই ইন্দ্রজাল এবং ভ্রান্ত, ক্ষণ সুখকর, আমোদজনক বলিয়া জানিবে। ইহাতে কৃষ্ণভক্তির নিকটও জানতে দেয় না। আবরণের বৃদ্ধিই ঘটে, কালেই সমাপ্ত করিয়া থাকে। সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গুরুর বাক্যে ভরসা করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া যাইতে যাইতে দেহ মুক্তের সঙ্গে সঙ্গে সকল চলিয়া যাইবে। গুরু উদ্ধার করিয়া ব্রজের পরিকর ভাবসাগরে ডুবাইয়া ভগবানের সমীপস্থ করিয়া প্রেমভক্তির আবরণ দ্বারা সেবায় নিত্য বন্ধন করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয়। বর্ত্তমানে প্রারব্ধের কর্ম্মের জন্য মধ্যস্থ থাকিয়া যথাসাধ্য গুরুর আদেশ পালনে যত্নবান হইতে থাক, কালে সকলি পাইতে পারিবে। **গুরুই উদ্ধার করিবেন।**

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। গীতা ৩।৫

প্রারব্ধ ভোগের শক্তিতে প্রকৃতির গুণপ্রবাহ দ্বারা জীবে পরিচালনা ঘটিয়া থাকে। ভগবান নির্গুণ, তাঁহার যত আবরণ তাহাই প্রকৃতি জানিতে হয়।

* গীতা ২।৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দরিদ্র সংসার। এই সংসারে কেবল ভূতগণের নৃত্য ও অবস্থিতি। ইহাদের কাহারো কাহার সঙ্গে মিত্রতা নাই। কেবল উড়িয়া চলে। কপালের দোষগুণের আবরণ ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়। ভাগ্য, অদৃষ্ট, বরাতে যাহা যাহা উপস্থিত করে, তাহাই সংসারে থাকিয়া ঝগড়া করে। সে যাহা হউক, বিবাহ করার উদ্দেশ্য কি ? শরীরের স্নিগ্ধ বস্তু ক্ষয় করার জন্য নয়, ভালবাসা প্রণয়ের জন্য, পাশব অত্যাচারের জন্য নয়। **সংসারে পিতামাতা পালন করা পুত্রের স্বধর্ম্ম**। যে কোন রকমে যে যে প্রাক্তনের ভোগের সাহায্য করা যায় তাহাই পুত্রের কর্ম্ম কর্ত্তব্য। আপন সুখের জন্য উচিত নয়।

ভগবানের কৃপায়, নিত্য সেবায়, পরাভক্তি হৃদয়ে জাগাইয়া শ্রদ্ধা প্রীতিযুক্তে, ভগবানের সেবা করিয়া যাইতে পারেন তাহাই হউক। ভগবান ছাড়া এই দেহ-বিবর হইতে উদ্ধারের আর কোন পথ নাই। মায়ার নাটে পড়িয়া দিন রাত্রি অহঙ্কার অভিমানে মুগ্ধ থাকিয়া কেবল অস্থায়ী সুখের জন্য পিপাসা করে, সেই পিপাসাই মন এবং বুদ্ধির উৎপন্ন হয়। যখন ভগবানের নিকট প্রাপ্ত হয়, তখন মন বুদ্ধি থাকে না। **যেই নাম সেই ভগবান। নাম পাইলে ভগবানের পাওয়া অভাব নাই**। গুণ হইতে মায়াই উদ্ভব হয়। সেই মায়াই অভাব। অভাবই সুখ দুঃখ পরিচয় দিয়া অসত্যের অনুচর করিয়া নেয়। অতএব **নাম যখন পাইয়াছেন তখন যে অবস্থায়ই হউক না, এই দেহ ত্যাগের পর নিত্যধামে অবস্থিতি হইবেই নিশ্চয়। ঐশ্বর্য্য নিয়া ব্রজে যাইতে পারে না**। * ব্রজভূমি কেবল মাধুর্য্যময়, সেখানে দুঃখের সুখের গতি নাই। মন বুদ্ধিও গতি হয় না। কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকেন।

জগতের সকলেই ভুলিতে, ত্যাগ করিতে, দুর্নাম করিতে, অভাব করিতে, ব্যভিচারী বন্ধনের সামগ্রী দিতে কৃতসঙ্কল্প ভাবে অধ্যবসায় হইয়া চেষ্টায় চেষ্টিত আছে। কিন্তু যার যা স্বভাব অত্যন্ত বিকৃতিতে পড়িলেও উদার প্রকৃতিতে তাকে মলিন করে না।

---

* **Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 10, Para 25.**
"It is easier for a camel to go throuǵlh the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার চক্র উদয় অস্ত গতিভাবে অনবরত ঘুরিতেছে। এই ভ্রম শোধন জন্য ভগবানের অর্থাৎ সহিষ্ণুতার পরিণাম শক্তি শরণ দ্বারা শ্রদ্ধার উদ্বর্দ্ধন করিয়া লইতে হয়। লাভ অলাভ পিপাসা মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। **সংসার প্রার্থনার আবরণে কেবল মাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।** যজ্ঞনাদি ক্রীড়ার চর্চ্চায় তাহার নিবৃত্তি হয় না। কেবল মাত্র এক পতিব্রত শক্তিপদ আশ্রয় লইয়া অযাচনা ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া যথাসাধ্য গুরোপদিষ্ট সত্য সাধনের জন্য স্থিতিবুদ্ধির আহরণ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়াত্মিকা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া কামনা বাসনা লুপ্ত হইয়া থাকে। তখন সকল অভাবই দূর হইয়া আনন্দ প্রকাশ হইয়া যায়।

সংসার মায়াময়, কেবল কর্ত্তৃত্বাভিমানেই মুগ্ধ। অহংপ্রাণের বৃদ্ধিই মায়াচক্রে ভ্রমণশীলতা লাভ করে। সুখ দুঃখ যাহার যাহার ভাগ্য বশতঃই লাভ হয়। শুভ অশুভ উভয়ই কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকে। শুভ অশুভ কর্ম্মই কৃষ্ণভক্তির বাধক হয়। ইচ্ছা, অনিচ্ছা জীবের অধিকার নাই, গুণচঞ্চলতার বিবর্ণ মাত্র, অবিদ্যা কারখানা। ইচ্ছাময় অর্থাৎ যখন কোন ইচ্ছাই থাকে না, সেই অবস্থায় কামগন্ধ বিন্দুমাত্রও ব্রজধামে থাকিতে পারে না ; ঐসকল অহংকারের পরিকর ধরফড়ানি মাত্র।

পিতামাতার তৃপ্তির জন্যই লোক সন্তান প্রয়াসী হয় এবং পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করাই সন্তানের ধর্ম্ম।

জীবগণ অনর্থক আশঙ্কার অধীনে যাইয়া চিন্তার তরঙ্গে কষ্ট পায়। সংসারে যতই অভাব ততই শান্তি পরিণামে উদয় হয়। যাহাতে সমস্ত ভার ভগবৎ পদে ন্যস্ত করিতে পারা যায়, তাহাই করিবেন। উপস্থিত সংসারের কর্ম্ম যথাসাধ্য শেষ করিতে চেষ্টা করিবেন। অন্য কোন চিন্তা না করিয়া যখন যেমন ভাবে পারিবেন ভগবৎ চিন্তা করিবেন। অহঙ্কার বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান যত ত্যাগ করিয়া ভগবানের অভিমানে উঠিতে পারেন তাহাই করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার মায়াময়। যাহাতে মমতা অর্থাৎ অহংজ্ঞান কর্ত্তৃত্বাভিমান হৃদয়ের অন্তরে (দূরে) থাকে তাহাই ভজনা। এই জন্যই গুরুপ্রকরণ আশ্রয় করিয়া সকল ভার ভগবানকে দিয়া * সংসারের বাধা অর্থাৎ ঋণ সকল যাহাতে শোধ করিতে পারা যায় তাহারই অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন। ভগবান সংসারের আবরণ সকল অচিরেই নাশ করিয়া কুরুবদ্ধ পাণ্ডবের ন্যায় মুক্ত করিয়া নির্ম্মল করিবেন এবং শান্তি ভোগ দ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। চিন্তা নাই।

সর্ব্বদাই বুদ্ধি স্থির করিয়া সমস্ত ভারের ভার গুরুর উপরে রাখিয়া উপস্থিত কর্ম্ম সকল সাহসের উপর নির্ভর রাখিয়া করিবেন। গুরু মঙ্গল করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভগবান পদ পাইবার জন্য কর্ত্তৃত্বাভিমান মতে কোন প্রার্থনা রাখিতে হয় না। অদৃষ্টক্রমে কর্ম্ম সূত্রদ্বারা যে রকম সমাজেই যে অবস্থার আবরণে পড়িয়া জন্ম পাইতে হয় তাহাতে বিরক্ত না হইয়া সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্বদা ভগবৎ চরণে মতি রাখিয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা পিতামাতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বেগ সহ্য করিতে করিতে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহরূপ হইতে মনের সকল অভাব মোচন হইয়া যাইবে। তারপর আর কোন বাঁধা থাকিবে না, তখন পরম আনন্দ রসে ভাসিতে থাকিবে। **ভগবান কৃপা করিলেই তাহার উপর নানা ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মঙ্গল জানিবে।**

যথাসাধ্য আত্মীয় স্বজনের আচারের দ্বারা বিরক্ত না হইয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিবে। যাহা যখন সময় পাইবে, নাম করিবে। এতৎ ভিন্ন যত পারিবে মনে মনে ভগবান নিকটে † আছেন, এই চিন্তা করিয়া নাম করিবে। ইহাতেই ভগবানের নিকটে যাইবে।

শরীর সুস্থ না রাখিলে, চিন্তাশক্তির অভাব হয়। মনের স্থির করিতেও অশক্ত ঘটে। শান্তির অভাব হয়। নিয়ম লঙ্ঘনই পাপ, সর্ব্বদা ভগবানের নিকট থাকাই শান্তি।

---

* গীতা ১২।৮। † গীতা ১৩।১৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃষ্টের চক্রেই ফলাফলে সুখ দুঃখ লাভ লোকসান প্রতিপন্ন করায়। নিত্য মুক্তের জন্য সততই ব্যস্ত থাকা উচিৎ। যখন আপন বলিতে আপন শরীরেরই অস্তিত্ব দেখা যায় না, তখন মিছামিছি কায়ার সম্বন্ধে পিতা পুত্র স্বামী সম্পদ কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কেবল মাত্র আপনাকে অর্থ নির্ব্বাসনা সূত্রেই মুক্ত করিতে পারে। তজ্জন্য কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতির প্রতি মনোযোগী না হইয়া, আত্মার উদ্ধার চেষ্টা করিলেই ভবতরঙ্গ মুক্ত হইতে পারিবে।

অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ গীতা ২।১৭

জগতে হ্রাস বৃদ্ধির তরঙ্গ দ্বারা ভ্রান্তিমূলক অসত্য, অস্থায়ী চিহ্নদ্বারা মায়াজাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে মোহগর্ত্তে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ইহাকেই বদ্ধজীব বলে। এইজন্য ভগবান নিত্যস্বরূপ সহ ভাবকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া **"বলং বলং বাহুবলং"** ধ্বনি সঞ্চার করিতেছেন। একমাত্র ভগবানই সত্য ও স্থায়ীরূপে ত্রিলোক এবং লোকাতীতে বিচরণ করিতেছেন। জাগ্রত রূপে সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য দান করিয়া থাকেন। কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ তৎপ্রকৃতির বিকাশ থাকে না বলিয়াই সুখ দুঃখাদির দ্বারা পরম চেষ্টার বৈগুন্য করিয়া তোলে। যাহা হউক, পতিব্রত ধর্ম্ম পরমানন্দ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পরিশেষে পবিত্র করিয়া দেয়। চিন্তা নাই।

সংসার মায়াময়, অস্থায়ী ক্ষরপ্রকৃতি দ্বারা গঠিত, গতাগতি। পুনঃ পুনঃ অদৃষ্টানুসারে জীবের সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কাহারো কোন শক্তি নাই এই ভোগ খণ্ডন করে। **একমাত্র ভগবানই সংসার মুক্তের আশ্রয়।** অতএব অনিত্য সুখ দুঃখময় ভোগ আয়তন দেহের জন্য চিন্তা ভাবনা করিতে নাই।

বড় লোকের সাহায্য ভিন্ন অবস্থার মার্জ্জন কি করিয়া হইবে? এই জন্য ন্যূনতা স্বীকার করিয়া শরণ লইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ শক্তির আবরণ বিশেষণে স্থানে স্থানে নানান বিকাশ হইয়া থাকে। জগতে কাহারো কোন দোষ গুণের দ্বারা প্রশংসা পাইতে পারে না। যাহা হউক্ ভগবান মঙ্গলময়, তিনি সকলই মঙ্গল করেন। তাঁহার আশ্রয়ই মঙ্গল জানিবে। সময়ের অর্থাৎ কালের তরঙ্গ সমাহিত দ্বারা নানান ভাব পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশ হইয়া থাকে। সকল অভাবই দূর হইবে। সংসার বন্ধন-মুক্তরাজ মুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভগবানের প্রতি নির্ভর স্থাপনে চঞ্চল হইবে না। নল রাজাদির ব্যাপার স্মরণ রাখিতে ভুলিবে না। প্রথমেই আবর্জ্জন উৎপন্ন হয়, পরিশেষে পবিত্র শান্তির বিধান ভগবান করেন।

বিপদগ্রস্থ লোকের পূর্ব্বাবস্থা মানের চিন্তা করিতে নাই। সময় গতিকেই সকল প্রারব্ধ ভোগের ভোগে পড়িয়া থাকে, তাতে মানাপমানের চিন্তা করা দরকার হয় না। উন্নতি অবনতি এ জগতে মহারাজা প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ইহাতে লজ্জা সঙ্কোচের কারণ কি হইতে পারে?

সংসার মায়াময়। যাহা হউক, সকলি অদৃষ্টচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। রাজা, ধনী সকলি ফকির হইয়া থাকে এবং ফকিরও রাজত্ব ও ধন পাইয়া থাকে। সকলি ভগবানের ভুল হইয়া এই সকল গতি লাভ করিয়া লয়!

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা ৯।২২

এই সংসার মায়াময়। মায়ার হাত হইতে ত্রাণের জন্য সর্ব্বদা সত্যের সঙ্গে থাকিয়া শক্তি আহরণ করিতে হয়। সেই শক্তি বলেই বন্ধন ঋণ তাপাদি মুক্ত হইয়া থাকে। ঋণ মুক্ত পাইলে পরম শান্তিময়, পরমানন্দ রস ভগবৎ ভক্তি পূর্ণরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে আবরণ করিয়া রাখে। কোন অভাব রাখে না। সতত কামধেনুবৎ জাগ্রত থাকে। অনন্যচেতার কৃপায়ই এই সকল সম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধিত হয়। **"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"** এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আশ্রয় নিয়া প্রলোভনের এবং শাসনের অধীন না হইয়া সর্ব্বতোভাবে অনন্যচেতা হইয়া* কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সক্ষম শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। নিত্য কর্ম্ম ভুলিতে নাই। লাভ হউক আর নাই হউক, অল্পই হউক আর বেশীই হউক, সেই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবলমাত্র কর্ম্ম করিতে থাকিবে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মই সৎসঙ্গ করিয়া নিবে। **ধর্ম্মই নিত্যব্রত।**

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিজনক, প্রারব্ধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাতে ভাগ্যই বলবান ভাবিয়া ভাগ্যফল প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সহিষ্ণুতা † শক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া কাল কাটাইতে হয়। যখন যে অবস্থার সহিত ভগবানের সেবার কার্য্যে সংযোগ হইবে, তাহাতে চঞ্চল না হইয়া অনন্যমনে ভগবৎ সেবায় নিত্য নিত্য নিমগ্ন থাকিতে চেষ্টা করিবে। চিন্তায় অধীর হইতে নাই, সর্ব্বদা মনের বল রাখিতে পারিলে কিছুতেই হরণ করিয়া লইতে পারে না।

সংসারে মান অভিমান ছাড়িয়া সকলের সহিত বন্ধুত্ব, আপ্যায়তা, সরলতাভাব রক্ষা করাই পরম হিতকারী। সহিষ্ণুতা শক্তির দ্বারা সকলেরই সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া নিরপেক্ষ, নির্জ্জন চিন্তা ভাবনা রহিত হইয়া থাকিতে থাকিতে জগতের ঋণ মুক্ত হইয়া পরম শান্তিতে চিরকাল থাকিতে পারা যায়। কাহারো দোষ যদি কোনরূপে বুদ্ধির গোচর হয়, তবে সেই দোষকে নিজের ভাগ্যলব্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া লইতে হয়। যেমন আপন দন্তের দ্বারা আপন জিভ কাটিলে কষ্ট হয়, অথচ কাহারো দোষ দেওয়া যায় না, সেইরূপে এই সকল উপস্থিত মিত্র অমিত্র দোষাদি বহন করিয়া লইয়া পরম শান্তি পাইয়া থাকে।

সংসার মায়াজালে মুগ্ধা হইয়াই বন্ধন করিতেছে। অদৃষ্টকে বলবান করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। যখন যাহা ভাগ্য বশতঃ ঘটিবে, তাহাই শির পাতিয়া বহন করিতে হইবে। নচেৎ এ সংসারের মায়ানাট হইতে উদ্ধার হইতে পারে না।

---

* গীতা ৮।১৪
† গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের বন্ধনে মুক্তির জন্য একমাত্র ধৈর্য্য* ধরাই পরম তীর্থ। মাতার সমান আর জগতে কিছুই নাই, এই মাতা কত কষ্ট করিয়া থাকে পুত্রের জন্য, তাহার দায় শোধনের শক্তি এ জগতে কিছুই নাই। একমাত্র তাঁরই প্রসন্নতা. **পিতা মাতকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই পরম ধর্ম্ম।** পত্নীকে সর্ব্বদা বাৎসল্য ভাবের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তাহারও যাতে মনের কষ্ট না আসে তাহাই করিবে। ছেলে পিলের প্রতিও সুশিক্ষাদি যত্ন করিতে হয়। ভগবান প্রতি অবয়বের মধ্যে থাকিয়া† জগৎকে পালনাদি সম্পাদন করিতেছেন। ভাগ্য অনুসারে আয় ব্যয় আপদ বিপদাদি নানান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইতে এক সত্য ধর্ম্ম, অর্থাৎ ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে পারিলেই পরমানন্দে দিন কাটাইতে পারে। এ সংসার ত্রাণ ইহা হইতেই হইতে পারে। পুরুষই সমস্ত অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে বিচলন হইতে হয় না।

যাহা হয় প্রারব্ধ ভোগ, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিতে নাই। সততঃই সহিষ্ণু শক্তির আহরণ করিবে। সাধ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া যাইবে, গোলমালের কোন বন্ধনের কার্য্য করিবে না। অনর্থক উৎপাত টানিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে না। **"ধার করিতে অভ্যাস করিবে না। ধার করা বড় দোষ।" কষ্টে স্বষ্টে সহ্য করিয়া অঋণী থাকাই ভাল।**

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ গীতা ২।৭১

সেবা ভিন্ন সিদ্ধ বস্তু কখনও মিলে না। সেবা করিতে গেলে, মনের সুখ দুঃখের বোঝার লালসা ছাড়িয়া অদৃষ্ট চক্রের ভোগ বহন করিয়া যাইতে হয়। কামনা থাকতে প্রেম হয় না, প্রেম ভিন্ন রুচিও হয় না। প্রেম উৎপন্ন হইলে পর নামে শ্রদ্ধা ও আনন্দরুচি তৃপ্তি ঘটন হয়। যে পর্য্যন্ত কামনা থাকে কিছুও মাত্র, তাহাতেও প্রেমের বাধক থাকিয়া যায়। অনবরত হেলায় শ্রদ্ধায় যখন যে ভাবের বসে পড়িয়া যায়, সেই ভাবেই সেবা করিতে না পারার জন্য যে অনুতাপ হৃদয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যাইতে হইবে। মনের সুখের জন্য, কি হৃদয়ে পরের ঘরে বাস করিয়া আনন্দ লাভের জন্য, এই জগতে কেবল অভাবেরই কর্ম্ম করিয়া থাকে। অহৈতুকী

* গীতা ২।১৪
† গীতা ১৮।৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম আচরণের দ্বারা পরদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহ লাভ হইলে, তখন ভগবানের নামে রুচি সংঘটন হইয়া থাকে।

সাধন-সাধ্য আহরণের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রেম লাভ হয় না। যদি কেহ সাধ্য সাধন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, সে দেহবিবরেই আবদ্ধ থাকিবে, কিছুতেই মায়া বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না। সকলি অভাব, ভোজের বাজী বলিয়া লইতে হয়। স্বভাব বিকৃতিতে যে সকল কর্ম্ম উদ্ভাসন করে, তাহার বেগ সহ্য করা ভিন্ন কর্ত্তা হইয়া মুক্ত করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে প্রেম উৎপন্ন আপনিই হইবে।

পরনিন্দা, পরদ্রোহী দানবী স্বভাব, দেবতার নয়। নিন্দুকের জন্য ভগবৎ সত্তার মলিন হয় না। নিন্দার কর্ত্তারই ঘটিয়া উঠে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্নে পড়িলেও সূর্য্য মলিন হয় না, মেঘই মলিন হয়।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ গীতা ৩।২১

সত্যং পরং ধীমহি। পরশ্রীকাতরতা হৃদয়ের উপসর্গ। নিরপেক্ষ থাকিয়া অদৃষ্ট চক্রের দেনা পাওনা যাহা আছে পরিশোধ করিয়া নিত্যের সম্ভারে যাইতে চেষ্টা রাখাই পরম পথ। পরের কথা গ্রাম্যবার্ত্তার যোগ, ঘোর ব্যভিচার। পূর্ব্বাদিক্রমে মহাজনপুঞ্জের পথই পথ। পরের পথে খুঁজিয়া কণ্টকই পড়ে। ধৈর্য্য কাহাকে বলে? কর্ত্তৃত্বাভিমানের ধৈরজশক্তি মেঘের সূর্য্য আচ্ছাদনের ন্যায় প্রতিফলন হয়

পরের দোষ খুঁজিতে গেলে সকলই দোষ দেখা যায়, সেইরূপ গুণ খুঁজিলে গুণই পাইতে পারে। অতএব দোষ গুণের ধারে না গিয়া সকল বস্তুর মধ্যে ভগবান আছেন বিশ্বাসের আয়তন রাখা উচিত।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ গীতা ৮।৮

সদাচারীর দরকার কি হইবে? জগতের পরিণাম কেবল সুখসাগর অশোক-বন মাত্র। অভ্যাস ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, অভ্যাসে পঙ্গুভিঃ লঙ্ঘয়তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরিম্। হাই ছাড়িয়া বসিতে পারে কে? সংসার ঋণ ত ছাড়ে না। সত্যই কি না জগতের পরিহারের জিনিষ, অশোকের সম্ভারই রাবণের সম্বল। সীতা ঠাকুরাণী সেখানেই সরমার দয়ায় ঘেরা ছিল। পরম সুখ রাবণের ঘরেই ঘুড়িয়া বেড়ায়, গোপালের ঘরে থাকেন রাম, রাম, সৎ রাম।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। গীতা ৩।৩৭

সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি বৈভব দ্বারা জীবের নানাবিধ ভোগ ঐশ্বর্য্যে, প্রলোভনে, মায়াময় শক্তিতে, জীবের বন্ধন সাধন করিয়া থাকে। এর উৎপন্নাদি অনুপন্ন বিষয়ের দাসত্ব ভার মুক্ত করিতে কামনা ইচ্ছাদি রজোগুণ সমুদ্ভব উপচারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত পাওয়ার কারণই ভগবৎ নিরপক্ষের শরণ নিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে অদৃষ্ট ভোগ কাটিয়া যাইয়া সদয় মুক্তলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ভগবানের স্থান নিত্য; পুত্র কলত্রাদির স্থান অনিত্য। গত বিষয় চিন্তা করিয়া কোন লাভ হইতে পারে না। ভগবৎ চিন্তায়ই ব্যাপ্ত থাকিতে সততঃ চিন্তা করার অভ্যাস করিবে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ গীতা ১৬।১৮

অহঙ্কারাদি আবরণে থাকিয়া জীব কার্য্য কর্ম্মের দাস হয়, শরণ নিতে পারে না। এই প্রকার দক্ষযজ্ঞাদি দ্বারা কর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া সকল অভাবের দাসত্ব শৃঙ্খল ঘুচাইতে পারে না। অতএব কর্ম্ম করিয়া সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আদেশের কার্য্য যথাশক্তি করিতে চেষ্টা করিতে থাক। তাহাতে সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। কেবল অনন্য বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

গীতা ১৬।১০

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা ৮।১৪

সংসার ভ্রান্তি আবরণে সুখাদি ভোগ বিলাসে দণ্ডী হইয়া নিত্য কালের চক্র আবরণে আবৃত থাকে; ক্ষণিক সুখ-প্রদ পাইয়া অসত্যকে সত্যে পরিণত করিয়া কাম চরিতার্থ ধর্ম্মাধর্ম্মযোগ দ্বারা যোগী হইয়া স্বধর্ম্ম-কীর্ত্তিযোগ হারাইয়া কণ্টক-সমাকীর্ণ হইয়া ঘোর আঁধারে ঘুড়িতে থাকে। কামাত্মাদিগের উপর দণ্ডশাসন জন্য পরিণাম দণ্ডের আকর ঘোর পাষণ্ড লতায় আবদ্ধ হইয়া, হারাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, শরণ বরণ (ভুলিয়া) ঘোরান্ধ মোহগর্ত্তে গতিশ্বরা হইয়া পড়ে।

সহিষ্ণু সাধনের পরিচর্য্যা করিতে করিতে, গতিরোধ হইয়া বিগতি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণে রাখা দ্বারা শান্তি, পবিত্র আশ্রয় পাইয়া অভাব মোচনে পরম প্রীতি হইতে পারে। গৌর গোবিন্দ লীলায় বঞ্চিত জনদিগকে অসার কামাদি দ্বারা মোহিত হইয়া মহাপাশ-সমুদ্রে নির্ব্বাণভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। শাস্ত্রকারেরা এই সকল আলোচনায় নির্ব্বাচন করিয়া যাইতেছেন। কামচারী ক্ষণসুখের দাস হইয়া পরিণাম হারাইয়া লয়। ব্রহ্মরাক্ষসত্ব লাভ করিয়া চিরকালই আশাদণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হয়। স্বরূপের সঙ্গ করিয়া কর্ত্তা অভিমানী ত্যাগ করিয়া পরম ধর্ম্ম সৌভাগ্য শান্তরসপূর্ণশ্বরা লাভ করিয়া শান্তি পায়।

আপনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম নিবেন। যেখানে আকাশ, বায়ু, জল, গাছ, পালা, বৃক্ষাদি নাই, সেখানে যদি যাইতে পারেন, নির্জ্জনতা পাইবেন। সংসার ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যেখানে গাছ, পালা, আগুন, জল, বায়ু, প্রবঞ্চতা ছাড়িয়া এমন যায়গায় থাকিতে পারেন, তবে সংসার ছাড়েন। নচেৎ কলিকাতা হইতে কাশী, একস্থান হইতে অন্যস্থানে গেলে সন্ন্যাস হয় না। কেবল নাম করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ অভিমানী যদি সত্যসঙ্গ না করে তবে প্রত্যবায়ী হইতে হয়। জগতে সাহস করিয়া নিত্য মুক্তির জন্য দশবিধ সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। অদৃষ্টকে ভোগে বঞ্চিত করিতে নাই। অতএব ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া পিতামাতার সেবা-সন্তোষ-কারী হউন।

ব্রজবধূর কৃষ্ণভক্তি প্রেমের তরঙ্গে চঞ্চলই আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বিষ অমৃত একত্র হইয়া ভগবৎ সেবায় পূর্ণ শক্তিমান হয় বলিয়া শান্তির অভাব থাকিয়াই যায়। শান্তি হয় না। ইহাই ভগবানের প্রেমের লক্ষণ জানিবেন। যেখানে শান্তির তরঙ্গ উদয় আছে, সেখানে সমতা ভার হয় মাত্র, কিন্তু প্রেমের অভাব থাকিয়া যায়। অতএব ভগবৎ ভক্ত, শান্তিময় অজস্র ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া থাকে। মায়ামুগ্ধ বুদ্ধি, কেবল শান্তির তৃপ্তি খোঁজে। ব্রজের পথে ঐহিক প্রারব্ধের কণ্টক চৌদিকেতে বিকশিত হয়। কালের ঋণশোধন জন্যই পতিব্রত আচরণে যত্নশীল হইয়া, সতীধর্ম্ম কায়ক্লেশে ভোগান্ত করিয়া, নিত্য মুক্ত ভক্তির উর্ব্বাণ করিয়া পথ রাখিয়া গিয়াছেন।

বিবাহ করিলে সংসার বন্ধন হয় না, আসক্তিই বন্ধন করে। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং, এই শ্রুতিবাক্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদি সকলেই বিবাহ সংস্কার পালন করিয়াছেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীতা ১০।২০

যে পর্য্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত কষ্ট নিবারণের জন্যই চেষ্টা করা জীবের ধর্ম্ম। প্রত্যেক শরীরের মধ্যে ভগবান সুখময় বিরাজ করেন।* ভ্রান্তিবশতঃই কর্তৃতাভিমানীসূত্রে নানারকম দেখিতে পায়। অতএব যাহাতে অন্তকাল পর্য্যন্ত কষ্ট না পায় তাহারই চেষ্টা যথাসাধ্য করিতে হয়।

---

* গীতা ৭।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার মায়াময়, ভাগ্যবশতঃ জীবের গতাগতি, কর্ম্ম অকর্ম্ম, লাভ হইয়া সুখী দুঃখী হইয়া থাকে। ভগবানের নিত্য সেবার বাসনার আশ্রয়ে জীবভাবের নিত্যতৃপ্ততা হেতু জন্ম কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া নিত্য মুক্তির আশ্রয় পায়। গুণাদি তারতম্যতাহেতু অভিমানী বশতঃ কর্ম্মানুগামী হয়। অহঙ্কারাদি সূত্রে পতন হইয়া পরাত্মিকা বুদ্ধির মলিনত্ব হয়, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের স্থল হইতে কর্ম্ম লইয়া কর্ম্ম তদুদ্দেশে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করাই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ

গীতা ১৮।৬৬

পুরুষকারটি পরম শক্তি, তাহাকে অজ্ঞানান্ধ জীব নানাবিধ উপচারে বিভক্ত করিয়া অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তদ্দ্বারা জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের ফলপ্রাপ্ত লোভের বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না বলিয়াই পুনঃ পুনঃ জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। সুখের পিপাসায় ষড়রসে মুগ্ধ হইয়া পড়ে. শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া কর্ত্তব্যপথ পতিব্রত পতির আশ্রয়চ্যুত হইয়া অভাবগ্রস্থ হয়। অতএব **সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহারের দ্বারা পতিস্বরূপ সদাচারী অনন্য ভক্তির শরণাপন্ন হইবেন।** *

যত আড়ম্বর কমান যায়, ততই শান্তির উদ্‌যাপনা হইতে থাকে। ভগবান নির্জ্জন নিভৃত অনাবৃতেই উদয় থাকেন, আবরণ মায়া।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ১৩।১৩

কর্ম্মফল কখনো নষ্ট হয় না। সংসার মায়ার দ্বারা বিবর্ত্তন হইলেও কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। এমন কোন স্থান নাই যে পুণ্ডরীক চক্ষে প্রকাশ নাই। মন বুদ্ধি জ্ঞানাদি ভাবের দ্বারায় সেইচক্ষু প্রকাশমান হইয়া থাকায়, তাকে ছাড়া

* গীতা ১৮।৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় স্থান পাইতে পারে যে তাহার অগোচর হইবে ? ধর্ম্ম কর্ম্ম, সম্পদ যাহা জগতে উদয় অস্ত হইতেছে, সম্বন্ধন দ্বারা বিশিষ্ট রূপে দেদীপ্যমান থাকিতে কোনরূপে মলিন হইবে না। এই সংসার মায়ার চক্রে যে যে ভাবেই বুঝুক সে সে ভাবেই প্রত্যক্ষতা লাভ করিবে সংশয় নাই। সত্যং সত্যমেকং ভগবানস্ত। *

জগতে কিছুই প্রয়োজন ঘটাইতে চেষ্টা করিতে নাই, কোন প্রার্থনা করিতে নাই। সকলি ভগবান প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচর করিয়া রাখিতেছেন। † এমতাবস্থায় প্রয়োজন যাহা যাহার উপস্থিত হয়, তিনিই তাহা করিয়া লন, কোন অভাবই রাখেন না, এই ভগবানের স্বভাব। অতএব তাঁহার শরণে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকাই প্রয়োজন করিতে হয়।

সংসারোদ্ধারই ভগবানের সেবা ; অনন্য ভাবের দ্বারাই সেবা কার্য্য সাধিত হয়। এই সেবায় বেদবিধি লাগে না, মনের তৃপ্তি জনক উপচারে সম্পাদন হয়। এইপ্রকার ঐকান্তিক ভাবে নির্ভরাদি স্নেহ উপচারে সংমার্জ্জন করিতে করিতে অকৃত্রিম ভাবের উদয় হয়। পরে শ্রদ্ধা, পরে ভক্তি, পরে বিশুদ্ধ ভক্তি, পরে প্রেমের উদয় হয়, তারপরে বিশুদ্ধ প্রেম হয়। তারপরে সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শকে অনুভব করে। সেবাচারীর কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না, স্বভাবের তরঙ্গ খেলিয়া

---

* Holy Bible, New Testament : S. Luke, Ch. 18, Para 19.

"......None is good, save one, that is, God."

কোর্‌আন্—ফাতাআলি আল্লাহু, আলমালি-কুল্‌হক্—সুরা ২০। আয়াত্ ১১৪

High above all is God, the king, the truth.

† Holy Bible, New Testamant : S. Mathew, Ch. 6, Paras 7—8.

7. "But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do : for they think that they shall be heard for their much speaking."

8. "Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask Him."

কোর্‌আন্ :—ওয়া রাজাকাকুম্ মিন্ আত্‌তাইবাতি—সুরা ১৬। আয়াত্ ৭২

And God has provided for you subsistence of the best kind.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমের লহর উল্লাস স্ফুটিয়া চলে, এই প্রেমতরঙ্গের অবধি নাই। ইহাই ভগবৎভক্ত, মুক্তি সর্ব্বদা তার সেবায় সাহায্য করিয়া সেবা সহিষ্ণুতা সম্পাদন করে। **সর্ব্বদা সেবা করিয়া চলিতে থাক, গুরু সকল শক্তি সঞ্চারে সদানন্দ প্রকাশ করিবেন চিন্তা নাই, উদ্ধার তিনিই করিবেন।**

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

সংসারের চেষ্টাই পরম ধর্ম্ম, অহঙ্কারের জন্য মুগ্ধ হইতে নাই। নিরপেক্ষ ভাবে ভাগ্য বলবতী করিয়া যে কোন কার্য্যই হউক একটা উপায় উপজীবিকা বাহনের জন্য করিতেই হইবে। মনোযোগের সহিত যাহা করিতে পার করিবে, চঞ্চলতা করিলে হইবে না। **সত্য সংসারের দিকে যথাশক্তি লক্ষ্য রাখাই উচিত।** "লেগে থাকলে মেগে খায় না"। মনোযোগের সহিত সকল কর্ম্ম করিয়া যথাসাধ্য সময় পাইলে হরিনাম করিবে। আর নচেৎ, এক প্রকার সমস্ত ছাড়িয়া লেগে পড়ে দিনরাত খেটে অনুরাগ বাড়াইয়া হরিনাম করিতে থাকিবে, সেবা-পরায়ণ হইয়া, ইহাতে খাওয়া জুটিতে পারে। সাধু মণ্ডলী নিয়া থাকিলেও হয়। এই প্রকার **একদিকে ঝুকিয়া পড়িলেই সংসার মুক্ত হইয়া থাকে।** যখন যে রকম পারিবে ভগবানের নাম করিবে, তাহার চিন্তাই সর্ব্বদা করিবে এবং যথাশক্তি চেষ্টার দ্বারায় সংসারের সেবার জন্য কিছু অর্থের পথ করিয়া লইবে।

"এ কুল ছাড়িয়া সুখের ঘর
দুঃখের সাগরে করিতে সাতার,
তরঙ্গ চারিতে ভাসিতে ভাসিতে,
ডুবিয়া ডুবিয়া লইল দুঃখের বোঝা"।

পিতাপুত্রাদির প্রতিপোষণে, আত্মীয় প্রতি মমতার সম্পাদনের জন্য, দৈহিক কি মানসিক কষ্ট আসিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্র দ্বারা সংবাদ প্রতিলব্ধ হয় না। ভ্রান্তি বশতঃ পত্রের প্রতিক্ষা করিয়া থাকে, মনে থাকিলেই সতত সংবাদ পাইয়া থাকে।

ভগবান আপনার পরিণাম নিত্য মুক্তের বিধান স্থাপন করিয়াই নিত্য সত্ত্বা লাভের আশীর্ব্বাদযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন। তাহাই সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে এবং নিত্য লক্ষ্যে রাখে। প্রাক্তনীয় শরীরের ঋণগত ভগবানের উদয়াস্ত যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে কোন বাধা দেয় না, তাতেই মনের বুদ্ধির চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।

এই শরীরটি যাদের তাহারা যেমন ভাবে সাজাইয়া সুখী হয়, সেই রকমই রাখে। যতদিন তাদের ঘরে থাকা যায়, ততদিন তাদের কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত করিবার ক্ষমতা নাই।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ গীতা ১৮।৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ গীতা ১৮।৩৮

সংসার শব্দই ভ্রান্তিজনক বাক্য, সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে জড়সড়। শান্তি খুঁজিয়া ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া দুস্কর। অগ্রে বিষ পরে অমৃত ইহাই সাত্ত্বিক সুখ, নচেৎ অগ্রে সুখ পরে দুঃখ ইহা রাজসিক সুখ। কাজেই নিত্য সুখলাভ করিতে হইলে, অগ্রে সুখের স্পৃহা ছাড়িয়া দিতে হয়। সত্যকে ধরিয়া থাকিলে, পারণামে আনন্দ ফল ফুল রসে মুগ্ধা হইতে পারে।

গর্ব্বহারী ভগবান কার গর্ব্ব অভিমান থাকতে দেন না।

"জীবের ইচ্ছা কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেই ফল ফলে।"

এই মহাজনের বাক্য, ইহা অভ্রান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লৌকিক প্রাকার সংসারের বন্ধন বৃদ্ধি করে। গুরু ভক্তিই সুদুর্লভ, সকল বন্ধন ক্ষয় করে। অভাব স্বভাব, ভাল মন্দ প্রভৃতি সংসারের বন্ধন।

"শুভাশুভ কর্ম্ম যত কৈতব প্রধান,
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম,
এও জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম।"

এইটি মহাজনের বাক্য॥

কোন চিন্তা করিবে না, কালে সকলই সুফল ফলে। অনন্যচেতা কর্ম্মই জগতে মুক্ত করে। * সংসার মায়াময়। নিত্য অনিত্য দ্বন্দ্বে পরিণত। চক্রবৎ পরিক্রম সুখের দুঃখের খনি। এই অনিত্যকর অসুখজনক সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভই ভগবৎ ইচ্ছা। তারই দাস হওয়াই ধর্ম্ম।

পরের বুদ্ধিতে অধিক চলিলে মলিন হয়। আপন বুদ্ধিই সমাদরের যোগ্য। কাঁচের আদরে রত্নের মলিন হয়। কোন চিন্তা করিবে না, সর্ব্বদা ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ গীতা ১৪।৫

চিন্তার কিছুই নাই। কেবল গুণের তরঙ্গ হইতে নানান ভাবে বিক্ষেপ করিয়া মনের নানান রকম অশান্তি জন্মায়, ইহার কারণই মহামায়া। এই মহামায়ার শরণ নিয়া থাকিলেই, এই মহামায়া হইতে মহামায়ায় মুক্ত করিয়া পরম শান্তিতে আপন সন্তানগণকে রাখেন। অতএব সর্ব্বদা **ভগবানের** শরণ লইবে। *

চিন্তা করিবে না। ভগবান কালচক্রের তাড়না হইতে রক্ষা করিতে বর্ত্তমান আছেন। প্রাক্তনে সকলি করিয়া থাকে। **বিপদ সম্পদ সকলি প্রাক্তনের**

---

* গীতা ৯।২২
* গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম। ভগবান ব্যতীত ইহার হাত হইতে ত্রাণের অন্য কাহারও শক্তি নাই। সময় ফিরিয়া পড়িলে সকলি সূর্য্য উদয়ের ভাবে বিঘ্ন কাটিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেয়।

সংসার মায়ামুগ্ধ ভ্রান্তিমূলক, ক্ষণস্থায়ী—সুখ দুঃখ, এ সকলি গুণাবতারের প্রবঞ্চনা মাত্র। * ক্ষণকাল অস্থায়ী সুখের প্রলোভনে গড়িয়া পড়িয়া জীবের নিত্য সুখময়, নিত্যানন্দ চৈতন্যহারা হইয়া সংসার গারদে ঘুরিয়া বেড়ায়। বঞ্চনার প্রলোভনে পড়িয়া, সৎ অসৎ বিচারে অক্ষম হইয়া, যাহা তাহা করিয়া মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে, চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ায়, **এই ভাষাকেই পণ্ডিতগণ নরক সন্তার বলিয়া থাকে।** তদাশ্রমে চির পোষিত হয়। এই গুরুর কৃপায় সর্ব্ব-শক্তিই ভক্তির আবরণে শক্তির বাসভূমি লাভ করিয়া নিত্য স্বরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিয়া নিত্য সেবার দাস হয়।

সংসার তরণ করিতে, একমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধাই পরম সেতু। জগতে একমাত্র ধর্ম্মই সত্য। অসার আত্মীয়তা পথের পরিচয় মাত্র জানিবে।

সংসারের কালচক্রের নিয়তিতে এই জগৎ চালাইতেছে। খেলার মাঠের ন্যায় এই জগতের প্রারব্ধযোগে খেলার ন্যায় জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, আয় ব্যয় জনিত ভাব সকলকে সততই সহিষ্ণুতার দ্বারা বহন করিয়া যাইতে হইবে। † ভগবৎ সমীপে এই সকল প্রারব্ধ দণ্ড উপস্থিত হইতে পারে না বলিয়াই, নামের অধীন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করার জন্য সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিবে। কোনরূপেই চঞ্চল হইবে না। ভাগ্য মানিয়া চলিবে।

জগতে যাহা কিছু সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে সকলি রাক্ষসী, আসুরী মায়া জানিয়া সকল অবস্থাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। এ জগতে কত লোকের কত রকম অবস্থা, দুরবস্থা ঘটে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা রাখাই উচিৎ।

---

* গীতা ৭।১৪
† গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সংসার-ধর্ম্মীর সাধারণ কর্ত্তব্য

সংসার বিষয়ানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে। ভগবানের শরণ নিয়া থাকিতে হয়, উদয় অস্ত সকলি অসার। সার কি, অসার কি জানিতে পারিলে মোহ হয় না।

সংসার মায়াময়, প্রারব্ধের বশে চলিয়া বেড়ায়, অদৃষ্টের দ্বারা ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। কেবল বাসনাময় কর্ত্তৃত্বাভিমানী বুদ্ধির দ্বারা, জীবের ভ্রান্ত কর্ম্ম প্রয়াস পাইয়া লাভ লোকসানাদি সুখ দুঃখ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাপ অনুভোগ করে। যদি ভগবান বুদ্ধি ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে নিষ্ম্যঙ্গন শক্তিতে তাপাদি পীড়ন ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এই জন্যই, সততঃ শান্তির উপায় পাওয়ার জন্যই, মন্ত্রাদি লাভ করিয়া তার অধীন হইয়া অকর্ত্তা বুদ্ধির উপলব্ধি করিয়া লইয়া অদৃষ্টচক্রের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গুরুর প্রত্যক্ষতা লাভ করিয়া থাকে।

বলং বলং বাহুবলং। উদ্যোগ সহকারে চেষ্টা করিলেও ফলাফল ভাগ্যানুসারেই হইয়া যায়। **চেষ্টা করিবেন। কাহারও মুখাপেক্ষায় থাকিতে নাই।** সংসার মায়াময়। সময় অনুসারে বর্ত্তমান নাম ভিন্ন আর কেহই সাধ্যপরা হইতে পারে না।

পিতামাতার সেবা করাই পুত্রকর্ম্ম। বহু ভাগ্যবান লোকেই পিতামাতার পরিচর্য্যায় শক্তিবান হয়। পিতামাতার সন্তোষ অসন্তোষাদি ভাগ্যফলই।

পিতার নিকট সর্ব্বদাই সকলভাবে সন্তানগণ অপরাধি হইয়া থাকে।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

ইহাই শ্রুতিবাক্য। পিতার হৃদয় সাধ্যানুসারে সন্তোষ করাই সন্তানের পরম ধর্ম্ম। পিতা হইতেই সন্তান বুদ্ধিমান, ধৈর্য্যশীল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতিশালী, সেবাপরাভক্তি শক্তি পাইয়া থাকে। পিতাই পরম দেবতা। প্রাণপণে পিতার সেবা করাই পরম যজ্ঞ।

সংসার মায়াময়, ইহা মনেরই বৃত্তি।
সুখ দুঃখ সংঘাত চেতনা কৃতি॥

যথাসাধ্য ভগবৎ চিন্তা করিতে হয়, সকল ভার গুরুতে ন্যস্ত করিয়া, * উপস্থিত সংসারের প্রারব্ধ কর্ম্ম যাহা যাহা আছে সাধ্য অনুসারে করিয়া যাইতে হয়। কোন বিষয়ে অধিক হর্ষ বিষাদ করিতে নাই।

এত আসক্তি কেন? যখন যাহা প্রারব্ধে আছে, তাহা ভোগ করিয়া যাইবে। এই সংসারে মমতার দাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে লাভ কি? সর্ব্বদা সহ্য করিয়া যাওয়ার চেষ্টা দেখিবে। ভগবৎ যাহা দিবেন তাহা খণ্ডন করিতে সাধ্য কি?

সংসারের কার্য্য রীতিমত করিতে করিতে অনাসক্ত ভাবের দ্বারা শান্তময় কর্ম্ম শেষ করিয়া, পরমানন্দ নিত্যধাম পাইয়া থাকে। ইহার সাধন ভজন আর কিছুই নাই। কেমলমাত্র প্রারব্ধ ভোগ সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

---

* গীতা ১২।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) অকর্ত্তা হইয়া কার্য্য করা

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ গীতা ৫।১৪

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ গীতা ১২।১১

জীবের জন্য কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মজনিত ফলাফল, কি পাপ, কি পুণ্য কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই ভ্রান্তিই সংসারে বদ্ধ হওয়ার কারণ হয়। **নিরপেক্ষ, অচিন্ত্য, অকর্ত্তা হইয়া থাকিতে থাকিতে নিত্যমুক্ত হইয়া যায়।** অতএব সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল যাহা উদয় হয় তাহা সহিষ্ণুতার * দ্বারায় নিত্য ভোগের চেষ্টা করিতে করিতে সহিষ্ণুশক্তি পরিবর্দ্ধন হইয়া পরমানন্দ শান্তির আশ্রয় লাভ হয়। নচেৎ কর্ম্ম করিয়া যাহা লাভ লোকসান সুখ দুঃখাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কেবল বন্ধনই হইয়া থাকে, মুক্তি হইতে পারে না, কারণ বাসনা থাকিয়া যায়।

যজ্ঞ, ব্রত, তপ, দান জপাদি তীর্থ সেবন সকলি সহিষ্ণুতার আশ্রয়ে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অবশিষ্ট থাকে না। স্বকীয় কর্ত্তৃত্বাভিমানের শক্তির দ্বারায়, যাহা যজ্ঞাদি তীর্থ সেবন হইয়া থাকে, তাহাতে কর্ম্ম সমাধা হয় না, অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যাহা হউক, দিবানিশি নিরপেক্ষ, নির্দ্বন্দ্বজের সমাশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্বদা উপস্থিত কর্ম্মজনিত ফলাদির বেগ সহ্য করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলেই কালেতে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ভ্রান্তি বুদ্ধির সাহায্যে যাহা লাভ হয়, তাহাও ভ্রান্তই হইয়া থাকে। **যেমন বৃক্ষ তেমনই ফল হইয়া থাকে, † তাহার ব্যতিক্রম হয় না।**

---

* গীতা ২।১৪

† Holy Bible, New Testament : S. Luke, Chap, 6, Paras 43-44

43. "For a good tree bringeth not forth corrupt fruit ; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit."

44. "For every tree is known by his own fruit."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ৩।২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ গীতা ১৩।২৯

বাজে চিন্তা করিবেন না, সকল বেগই সহ্য করিবেন। লোভাদির অধীন হইয়া সংসারের বন্ধন ঘোচে না। জয় পরাজয়, লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, উপস্থিত যখন যে যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা সম্পাদন করিয়া বাকি সময় নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমান যে ভুল ইহা জানিবার চেষ্টা করিবেন। শরীরের উপরই যখন কাহারো কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন স্ত্রী পুত্র, ভাই বন্ধুর উপর কর্ত্তৃত্ব কি করিয়া হইতে পারে ? **এই সকল বিচার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণ * যাহা শরীরের মধ্যে আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাম করিবেন।** নাক দিয়া যে শ্বাস প্রশ্বাস যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। ধীর হইয়া বসিয়া যতটুকু সময় পারা যায় বাজে কথা না বলিয়া ঐ নাম মনে মনে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণের স্বরূপ জানিতে পারিবেন।

এ সংসারের শাস্ত্রাদিতে সকলি ব্রহ্মসূত্রকে ধারণ করাই যে কর্ত্তব্য, তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। এমতাবস্থায় জীবভাবে কোন কর্ত্তৃত্বাধীনে, কোন কার্য্যক্ষম হইতে পারে না বলিয়াই অকর্ত্তা হইতে সকল শাস্ত্রেই প্রকাশ করিতেছেন। তবে চিন্তার কারণ কি ? কর্ম্মানুসারে যাহা ফল উৎপন্ন হয়, তাহাতে বিরক্ত কি হর্ষ করিতে নাই; কারণ কর্ম্মফলেই কর্ম্মবৃদ্ধি জন্মায়। গুণের দায়িত্ব শেষ হয়না, কেবল উপর্য্যুপরি বৃদ্ধিই হইতে থাকে। অতএব নিঃসংশয়ের সহিত যথাসাধ্য অনন্য † হওয়ার জন্য সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই ভগবানের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া আনন্দ পাইবে। কর্ম্মফল যাহা সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, ভাল মন্দাদি যে সকল গুণের দ্বন্দ্বজ প্রকৃতি দ্বারা সমাবৃত হয়, তাহা ক্ষয় হইয়া যাইবে।

* গীতা ৭।৯
† গীতা ৯।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানই নিত্য, তাঁহার সঙ্গীও নিত্য, সংশয় নাই। যখন যার সঙ্গ পাওয়া যায়, নিত্য অনিত্য ভাবে তাহাই যখন নিত্য অনিত্য ভোগ হইতেছে, তবে কেন নিত্য সঙ্গে নিত্য হইবে না? দ্বন্দ্ব বুদ্ধির দ্বারাই নিত্যানিত্য বিবেক অবিবেক বিচার ঘটে, নির্দ্বন্দ্বজে তাহা থাকে না। যাহা হউক, কোন চিন্তা না করিয়া প্রারব্ধ দণ্ড ভোগের দ্বারা ভোগসহিষ্ণুতা করিয়া দণ্ডহীন হইয়া পরম শান্তিময় পরাভক্তির পরম সাধ্যপদ লাভ করিবেন। যাহা কিছু লাভ লোকসান সংযোগ হয় তাহা সকলি প্রারব্ধ ভোগ মাত্র।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ গীতা ১১৷৩২

কালচক্রের প্রাক্তনাদি ভোগের অবসানে দেহ বিচ্ছেদ সাধন হইয়া থাকে। কালক্রমে সংসারের যোগ বিয়োগ ঘটে, কালই সংসারের ভার বহন করিতেছে। ভাগ্যবশতঃই সকল বিষয় উপস্থিত করিয়া পুনরায় অপসারণ করিয়া থাকে। কালই সকল করিবে; জীবের কোনও শক্তি নাই; ভোগদণ্ডই জীবপক্ষের অধিকার, এই জন্য চিন্তা করিবে না। আপনার কর্ত্তৃত্বের দ্বারা দুঃখই ঘটিয়া থাকে। এমতাবস্থায় ভাবনার কি আছে? নিমিত্তমাত্র হইয়া থাকিবেন, কালই সমস্ত করিবে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ গীতা ৭৷৭

এ জগতের মধ্যে এমন জীব নাই যে ভগবানের সেবা না করে এবং এমন বস্তু ও অবস্থা নাই যে ভগবানের আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে। এমন কোন শক্তি নাই যে ভগবৎকৃপা ভিন্ন চালনা করিতে পারে। ভগবৎ শক্তিতে স্বস্ব স্বভাবের চঞ্চলাদি দ্বারা ভগবানে সেবা কর্ম্ম সমাধি হইয়া থাকে। এই ভগবৎপ্রীতি অনুষ্ঠানকারী—শাস্ত্রীকগণ বেদবেদান্তে পুরাণে সকল প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। কেবল **কর্ত্তৃত্বাভিমানের দ্বারা ভগবৎ পদ ভুলিয়া, কর্ম্ম কার্য্য হইতে সুখ দুঃখ উদ্বর্ত্তন করিয়া জগতে গতাগতিদ্বারা সুখ ঃখাদি সম্বন্ধ করিয়া লয়।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল ভার ভগবানে রাখিয়া পরমানন্দে ভগবৎ-সেবাকার্য্য স্ব স্ব স্বভাবের দ্বারা সম্পাদন করিতে চাহে না।

প্রারব্ধের আধিপত্য সকল সময়েই ঘটিয়া থাকে। তাহার জন্য চিন্তা কি? ভাগ্যের উপরে কাহারও কোন আধিপত্য নাই, ভ্রান্তিবশতঃ কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হয়। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে। **সংসারে যদি লোকের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তবে এ লোকে কাহারই কোন কষ্ট কি কোন রকম অভাব হইত না। কর্ত্তা হইয়াই লোকে অভাবের সৃষ্টিতে পড়িয়া যায়।** ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ভার ন্যস্ত করিয়া যিনি থাকিতে পারিয়াছেন, তাহারই কোন অভাব এজগতে দেখা যায়না। *

ত্রিলোকের মধ্যে দেব দানবের কি মানবের সকলেই কর্ত্তা হইতে গিয়া নানান অশান্তি অভিযোগে পড়িয়া থাকে। ইহাতো সকল সম্প্রদায়েরই গ্রন্থসমূহে, জীবনীতে বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, ভগবান অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

ভগবানের নাম করিতে গেলে যদি কর্ত্তাভিমানীরূপে হয়, তখন সুখদুঃখ যাহা ঘটে, তাহা ভাগ্যবশতঃই লাভ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা দেহের অশান্তির প্রতিক্ষা না করিয়া কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকাই কর্ত্তব্য। **যেহেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই। ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফল-সংযোগং** ইত্যাদি পাওয়া যায়। জীবের কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব নাই। কারণ, যদি কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মফল জীবের থাকিত তাহা হইলে কখনও কোন বিষয়ে মনে অশান্তি আসিত না। সুচারুরূপেই সাধ্য বস্তুর অধিকারী থাকিত। যাহা হউক, নাম নিয়া পড়িয়া থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। প্রাক্তন দশাতেই সংসারের আয় ব্যয় ঘটিয়া থাকে। যে কোন প্রকারেই লোকের উপার্জ্জন হউক না, সকলেই ভাগ্য ফল বই আর কিছুই না।

ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই করিয়া যাইতে হয়। **পরের ভাগ লইতে নাই।** পাঁচ জনে যাহা উপদেশ দেয়, তার জন্য যে-টি আপনি সরল ভাবে এবং সুস্থাবস্থায় থাকিয়া করিতে পারেন, সেই কার্য্যই করিতে হইবে। এখন দোকান পসারই

* গীতা ৫।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, কি রাজসেবায় কোন একটি চাকুরী পাইয়াই হউক, দেহ যাত্রার জন্য আয় করিতে হইবে। তন্মধ্যে সদ্ভাবে থাকিয়া করাই উচিৎ। যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। তাতে সুখ দুঃখের প্রলোভন না রাখিয়া করাই উচিৎ। কারণ, নামের সুখ দুঃখ নাই, অনাবরণ শক্তি, তাহাতে মনের কোন সংকল্প বিকল্প রাখে না, যেমন শ্বাস প্রশ্বাস আপনি আপনি চলিতেছে, কোন সংকল্প বিকল্প নাই, সেইরূপ নাম অনবরতই চলিতেছে।

সম্বন্ধ, বৈধেয়, প্রয়োজন। সম্বন্ধ করিলে বিয়োগ ঘটে না? কর্ত্তৃত্বাভিমানীর কর্ম্ম চেষ্টার দ্বারা শক্তিহীন (জরা) সম্বন্ধ ঘটিয়া ক্ষরত্ব ফলভোগ করিয়া থাকে। গতাগতি, কামকাম্য, লাভ মাত্র প্রাপ্ত হয়। **অদ্বৈতচেতা হইয়া অকর্ত্তা-বুদ্ধির দাসত্ব পরমানন্দ প্রসব করিয়া থাকে।** ভগবৎকৃপা ব্যতীত কিছুইহইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষায় অবহিত হইয়া ভগবৎকুল স্বভাব মাতৃপদ আশ্রয় করিয়া থাকিতে হয়, ইহাই স্বধর্ম্ম। **মাতা স্বভাব পিতা ধর্ম্ম, এই দুই মিলনকে স্বধর্ম্ম বলে।** এই অবস্থায় থাকিলে আনন্দের আনন্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই নন্দের নন্দন লাভ করা। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান উপাধি হয়। অতএব সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিতে করিতে নিত্যানন্দ স্বরূপ ভগবৎপদ লাভ করিতে পারিবেন। অহংকার চিন্তা করিবেন না, **বাসনাই বন্ধনের কারণ।**

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। গীতা ১০।১০

সংসারের পথ বহুবিধ রকমে বন্ধনমুক্তির কারণ হয়, তন্মধ্যে দুইটি পথ প্রধান, যাহাদ্বারা উদ্ধার হয়। সকলই অনন্যচিন্তার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমটি অকর্ত্তা হইয়া চিন্তাভাবনা বর্জ্জনে যখন যে অবস্থা উপস্থিত তাহার বেগ সহ্য করা, দ্বিতীয়টি সর্ব্বদা ভগবানকে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, কি মধুর ভাবের, যে কোন ভাবের একটিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাবার ঐকান্তিক বাসনায় দিবানিশি, সর্ব্বত্রে, সকল অবস্থায়ই পাবার লালসা করিয়া থাকিতে হয়। সকল দেবতা প্রভৃতি জীবগণের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভগবৎকৃপা ভিক্ষা করিতে হয়। এই দুইটি পথই উদ্ধার করিয়া ভগবৎসাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। জন্মমৃত্যু যায়।

১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ গীতা ১৮।৬২

ভগবানের শরণ নিয়া থাকিলেই পরিণামে শান্তির উপর স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে দেহের সঙ্গেই ভাগ্য অনুসারে ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। **পরশ্রীতে কাতরতা কেবল মূর্খের সম্পদ বলিয়া জানিতে হয়।** ভাগ্য অনুসারে শারীরিক, মানসিক সুখ দুঃখাদি আবর্ত্তন হইয়া জীবভাবে দণ্ডিত থাকে, জ্ঞান অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়। সংসার মায়াময়, ভগবৎ শরণে কেবল দেহনাশেই দৈহিক, মানসিক, সন্তাপাদি ভোগের দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। দেহে গুণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দেহে সহ অসহ যাতনা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই প্রারব্ধ বলে, এই প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ন শেষ হয় না বলিয়া ঈশ্বরের শরণ নিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিতে নাই। প্রাক্তনে যাহা হয়, আছে, তাহা ভোগ করিবে, দেহান্তে ভগবৎপদ, গুরুবাক্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পাইবে, সন্দেহ নাই। মনের শান্তির অশান্তির ধার না নিয়া অকর্ত্তা হওয়ার চেষ্টা করিবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানাং মৎপরায়ণঃ ॥ গীতা ৯।৩৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

গীতা ১৮।৬৫

আপনি যখন কর্ত্তৃত্বচেষ্টায় কোনই উৎসার্থন করিতে পারেন নাই,তখন মিছামিছি ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া, আমার চিন্তা করুন, আমারই ভক্ত হউক, আমারই সেবা করুন, আমিই আপনাকে উদ্ধার করিয়া, পরমস্থানের অধিকারীতে নিযুক্ত করিব। আমি ছাড়া, এ জগতে আর কেহই উদ্ধার করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবে না। এইটি বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে আঢ্য করিয়া লউন, তবেই শান্তি পাইবেন। *

সকল সময়ের তরে প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখিতে পারেন ততটুকু করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশ্রয় নাম উচ্চারণ করিবেন। সকল অবস্থায় সকল সময় কষ্ট না হয় এমন ভাবে স্থির করিবেন।

নিজ শক্তিবলের অভাব জীবের স্বতঃসিদ্ধ। কর্ত্তা হইয়া যে-কোন যজ্ঞ করিতে হয়, তাহা শিবহীন জানিবেন। ভূতাদিদ্বারা যজ্ঞ ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। অতএব পতিব্রত ধর্ম্ম পালনই জীবের স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ৯।৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা ৯।৩১

কৃষ্ণের পুত্রাদি যদুবংশকে তাহাদের প্রকৃতির ভোগের নিমিত্ত নিষেধ বিধান কৃষ্ণ হইতে হয় নাই। তাদের প্রবৃত্তির উৎসুকের কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিয়াছিল। যথাসময়ে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ, যদুবংশীয়গণ নিশ্চয় কৃষ্ণই কর্ত্তা জানিত, এইজন্য তাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল না। ইহাই সাধন।

---

* Holy Bible, New Testament : S. John, Ch. 3, Paras 15, 16.

15. "That who-so-ever believeth in Him should not perish, but have eternal life."

16.... ..."That who-so-ever believeth in Him should not perish, but have everlasting life."

Do Romans : Ch. 10, Paras 11, 13.

11. "......Who-so-ever believeth in Him shall not be ashamed,"
13. "For who-so-ever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাই দেহের কর্ত্তা, প্রারব্ধভোগই দেহের কর্ম্ম। এই জ্ঞানে অভিমানী হইয়া অতি দুরাচারীও নিত্যমুক্তি লাভ করিতে পারে।

কর্ত্তৃত্বভাবে অহংবুদ্ধিদ্বারা, নিজ ক্ষমতা চারণ দ্বারা যে সমস্ত সৎ অসৎ কর্ম্ম সমাধা করে তাহার দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া, কর্ম্মপাশে বন্দী হয়, কর্ম্মমুক্ত হয় না। অতএব এটি করিব, এটি করিব না, করিয়া যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহা সফল হয় না। প্রারব্ধে যে আছে তাহার ভোগ সেই ইন্দ্রিয়গণকে দিয়া লক্ষ্য সহিষ্ণুতার দিকে রাখিয়া, গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়া, নিয়ত প্রাণের নিকট থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। **যখন যে ভোগের বেগ সহ্য না হয়, তাহা করিলেও দোষ থাকে না।**

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীতা ৯।২৬

যখন তাঁর উদ্দেশে যাহা দেওয়া যায়, (ভগবান) তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। কালচক্রে আচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্তই দেখিতে এবং প্রত্যক্ষানুভূতি করিতে কর্ত্তৃত্বদশায় হয় না। এই জন্যই অকর্ত্তা, অনাথা, অনাশ্রয়, আর্ত্তবুদ্ধি জন্মিলে, ইহা সম্যকরূপ প্রতিফলিত হয়। প্রেমের ভাবে অনন্য ঔদাসীন্য প্রযুক্ত ভগবানের সমস্ত বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারে। অতএব **শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভক্ত যাহা দেয় তাহাতেই ভগবানের প্রীতি ঘটে।**

সংসার (সত্য উদ্ধার)। সত্যসঙ্গ করিতে করিতে সংসার হইয়া যায়, আর বৃথা আশা প্রতিযোগ থাকে না। কর্ত্তাভিমানিত্ব রসে মুগ্ধ হইয়া ইদং মিদং চিন্তায় রত হয়। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানকেই ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ভগবৎশক্তির স্মৃতিলোপ করিয়া দেয়। প্রতিক্ষণেই কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন থাকে না। দেখিয়াও ভ্রান্তি হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করে না। কেবল ভ্রান্ত বস্তুর স্মরণ ও তল্লাভে বিমুগ্ধ হইয়া তারই চেষ্টা করে, কিছুতেই স্বভাবকে (স্বধর্ম্মকে) ধরিতে কি তাকে আশ্রয় নিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই মায়ার মহা উৎকট মোহশক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সমভাব, নিরপেক্ষ শক্তি। তাঁহার বিচার সূক্ষ্ম, জীবের বুঝিবার শক্তি নাই। তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার কর্ম্মও মঙ্গল। তিনি যাহা বিধান করেন, সকলই জীবের পক্ষে কল্যান, শান্তিই জানিবে। নিজের কোন কর্তৃত্ব বিধান রাখিয়া ভগবান তোমাকে চালাইতে দিবেন, ইহা হইতেই পারে না। তটস্থ থাকিয়া সংসারের বন্ধন ভোগদান করিতে থাকিলে, তিনি সকল অভাবই মুক্ত করিয়া শান্তি দিবেন। তিনি শান্তিময়, শান্তি বই আর কিছুই তাঁহাতে নাই। তাঁহাকে ভুলিয়াই কর্তৃত্বাভিমানে নানান অভাব, ভোগদণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা ভগবানের উপরই ন্যস্ত করিয়া তাঁহার সংসার আহরণ স্থিতি করিবে, তিনি মঙ্গল করিবেন। চিন্তা করিবে না।

সংসার মায়াময়। মায়ামুগ্ধতা বশতঃ ভ্রান্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া, জীবভাব নানারূপে তরঙ্গ খেলিয়া বিভোর থাকে। সুখ দুঃখ নিয়া সততঃই কালতরঙ্গে ভাসিয়া থাকে। অদৃষ্টচক্রের খেলায় চঞ্চলতা দ্বারা নানাভাবের উদয় অস্ত হইয়া কর্ত্তব্যপথকে রোধ করিয়া দেয়। ইহার হাত হইতে নিস্তার হইবার পথ একমাত্র সহিষ্ণুতা। **কর্তৃত্বাভিমানে জঞ্জাল উদ্গম করিয়া, নানামতে লাঞ্ছনা জন্মায়। অতএব যতদুর পার অকর্ত্তা কর্ত্তব্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।**

সত্যং পরং ধীমহি। সংসারের শুভ অশুভরূপ নানাবিধ উৎপাৎ উপস্থিত হইয়া জীবগণকে মোহিত করে। এই মোহ নিবারণের জন্য সততঃই অকর্ত্তা হইয়া প্রতিনিয়ত সহ্য করিতে চেষ্টা রাখিবে।* সংসারের ভালমন্দ স্ব স্ব ভাগ্য অনুসারে ঘুটিয়া থাকে, অতএব কাহারো কোন দোষ নাই। **কাহারো কোন দোষ না দেখিয়া যথাসাধ্য শান্তিতে রাখার চেষ্টা করিতে হয়,** শেষে ভাগ্যে যাহা আছে ফলিবে।

---

* গীতা ৭।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজশক্তি বলের অভাব জীবের স্বতঃসিদ্ব। কর্ত্তা হইয়া যে কোন যজ্ঞ করিতে হয় তাহা শিবহীন জানিবেন। ভূতাদি দ্বারা যজ্ঞভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অতএব **পতিব্রত ধর্ম্মপালনই জীবের স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।**

সর্ব্বদা সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া † **নাম করিতে থাকিবেন, নামেই শুচি করিয়া উদ্ধার করেন।** ভাগ্যবশতঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নাই। **সংসারে স্বধর্ম্মই অকর্ত্তাবুদ্ধি।** এই বুদ্ধির আহরণে সকল পাপ মুক্ত হইয়া কৃতকর্ম্ম স্থির করে। বুদ্ধি স্থির করিয়া নিত্যানন্দধাম প্রাপ্ত দেয়। সুখে দুঃখে সমান করিয়া নিত্য আনন্দে থাকে।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ১৩।১৩

ভগবান ত্রিজগতে সর্ব্বদাই জাগরণ থাকেন। ‡ তাঁহার কোন অঙ্গই ত্রিজগৎ ছাড়িয়া থাকে না। কর্তৃত্বাভিমান * প্রকৃতির গুণজাত হইয়া অহঙ্কার দ্বারা তৎপদ লক্ষ্য করিতে পারে না বলিয়াই, নানা আশু সুখদায়ক কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া, হিতাহিত হারাইয়া কর্ত্তব্যক্রটীতে পড়ে। তজ্জন্যই জগতের চর অচর পদে পড়িয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা তৎলক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

---

† গীতা ১২।৮

‡ Holy Bible, New Testament : S. Mathew, Ch. 28, Para 20.
20. "I am with you alway, even unto the end of the world."
কোর্ আন্ :—ইন্না আল্লাহু আলিমুন্ খবিরুন্—সুরা ৩১। আয়াত্ ৩৪
God is acquainted with everything.

* গীতা ৩।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত সময়ে যে যে ভাবের আবরণে পড়ে, সেই সেই ভাবেই তৃপ্ত থাকিয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে হয়। **কর্ত্তা অভিমানী হইলেই পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয়।**

সত্যধর্ম্ম পরাভক্তি নিত্য অকর্ত্তৃত্ব। ইহার নির্ম্মলভাবে সভয়যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সেবা করিতে হয়। সতত চিন্তার দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া নিত্যানন্দ শক্তি লাভ করে।

আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াই মানুষ যতপ্রকার দুঃখের সৃষ্টি করে। **স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়া ও কর্ত্তৃত্বের বৃথা অভিমানে সে অগণিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।** আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই, গীতায় বলা হইয়াছে,

"অহংকারবিমূঢ়াত্মা" কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা ৩।২৭)

মানুষে নিজে কিছু করিতে পারে না বা করে না, সে যে যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র বই আর কিছু নয়, **"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"** (গীতা ১৮।৬১) ইহা সে প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই যত কষ্ট।

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সুখ বা দুঃখ, যখন যে প্রকার ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, ভোগ না করিলে কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। **"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"** শাস্ত্রকারগণ আরও বলিয়াছেন, **"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী-শতৈরপি।"** অর্থাৎ ভোগ না করিলে কর্ম্মফল শতকোটী কল্পেও শেষ হয় না। অদৃষ্টবশে বা কর্ম্মবিপাকহেতু যে সকল বাধা বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে ধীর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধনা, এই রকম ধৈর্য্য অবলম্বনের অভ্যাসের নাম হইল যোগ। * যিনি নিরন্তর ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকেন, সেই যুক্ত যোগীর মন কিছুতেই বিচলিত হয় না। **গুরুনাপি বিচাল্যতে।**

---

* গীতা ৬।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজশক্তি বলের অভাব জীবের স্বতঃসিদ্ব। কর্ত্তা হইয়া যে কোন যজ্ঞ করিতে হয় তাহা শিবহীন জানিবেন। ভূতাদি দ্বারা যজ্ঞভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অতএব **পতিব্রত ধর্ম্মপালনই জীবের স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য।**

সর্ব্বদা সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া † নাম করিতে থাকিবেন, নামেই শুচি করিয়া উদ্ধার করেন। ভাগ্যবশতঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে নাই। **সংসারে স্বধর্ম্মই অকর্ত্তাবুদ্ধি।** এই বুদ্ধির আহরণে সকল পাপ মুক্ত হইয়া কৃতকর্ম্ম স্থির করে। বুদ্ধি স্থির করিয়া নিত্যানন্দধাম প্রাপ্ত দেয়। সুখে দুঃখে সমান করিয়া নিত্য আনন্দে থাকে।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ গীতা ১৩।১৩

ভগবান ত্রিজগতে সর্ব্বদাই জাগরণ থাকেন। ‡ তাঁহার কোন অঙ্গই ত্রিজগৎ ছাড়িয়া থাকে না। কর্ত্ত্বাভিমান * প্রকৃতির গুণজাত হইয়া অহঙ্কার দ্বারা তৎপদ লক্ষ্য করিতে পারে না বলিয়াই, নানা আশু সুখদায়ক কর্ম্মফল অন্বেষণ করিয়া, হিতাহিত হারাইয়া কর্ত্তব্যত্রুটীতে পড়ে। তজ্জন্যই জগতের চর অচর পদে পড়িয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা তৎলক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

---

† গীতা ১২।৮

‡ Holy Bible, New Testament : S. Mathew, Ch. 28, Para 20.
20. "I am with you alway, even unto the end of the world."
কোর্‌আন্‌ :—ইন্না আল্লাহু আলিমুন্‌ খবিরুন্‌—সুরা ৩১। আয়াত্‌ ৩৪
God is acquainted with everything.

* গীতা ৩।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত সময়ে যে যে ভাবের আবরণে পড়ে, সেই সেই ভাবেই তৃপ্ত থাকিয়া কর্ম্মসকল সম্পাদন করিতে হয়। **কর্ত্তা অভিমানী হইলেই পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয়।**

সত্যধর্ম্ম পরাভক্তি নিত্য অকর্ত্তৃত্ব। ইহার নির্ম্মলভাবে সভয়যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সেবা করিতে হয়। সতত চিন্তার দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া নিত্যানন্দ শক্তি লাভ করে।

আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াই মানুষ যতপ্রকার দুঃখের সৃষ্টি করে। **স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়া ও কর্ত্তৃত্বের বৃথা অভিমানে সে অগণিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।** আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই, গীতায় বলা হইয়াছে,

"অহংকারবিমূঢ়াত্মা" কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" (গীতা ৩।২৭)

মানুষে নিজে কিছু করিতে পারে না বা করে না, সে যে যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র বই আর কিছু নয়, **"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"** (গীতা ১৮।৬১) ইহা সে প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই যত কষ্ট।

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সুখ বা দুঃখ, যখন যে প্রকার ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, ভোগ না করিলে কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। **"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"** শাস্ত্রকারগণ আরও বলিয়াছেন, **"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী-শতৈরপি।"** অর্থাৎ ভোগ না করিলে কর্ম্মফল শতকোটী কল্পেও শেষ হয় না। অদৃষ্টবশে বা কর্ম্মবিপাকহেতু যে সকল বাধা বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে ধীর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধনা, এই রকম ধৈর্য্য অবলম্বনের অভ্যাসের নাম হইল যোগ। * যিনি নিরন্তর ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকেন, সেই যুক্ত যোগীর মন কিছুতেই বিচলিত হয় না। **গুরুনাপি বিচাল্যতে।**

---

* গীতা ৬।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের নাম করিতে এমন কোন অবস্থা হইতে পারে না, জীবের পক্ষে তাহা প্রারব্ধে দেয় না। সকল অবস্থাই জীবের শান্তি পথ প্রাক্তনে নিয়া যায়। কেবল জীবগণ ভ্রান্তিবশতঃ কর্ত্তা হইয়া, মায়ার শক্তিকে কলুষিত করিয়া, অহংকার বশতঃ নানান উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। তাহাতেই প্রাক্তনে নানানভাবে বাসনা জন্মাইয়া জীবগণকে ভগবানের স্বরূপ জানিতে দেয় না। যাই হউক, **যে ভগবানের দাস হইয়া থাকে তাহার কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কি সাধন ভজন করিতে হয় না। যেমন জয় বিজয়, নারায়ণ দাস, তাহাদের প্রারব্ধে কিছু করিবার অধিকার থাকে না।** যেমন ভগবানের সারথি সুমন্ত তাঁহার রথ চালান ছাড়া আর কি করিবে? তাহার নিকট কোন প্রারব্ধ থাকে না। যখন সমস্ত ভার নেওয়া হইয়াছে, তখন আবার কর্ত্তা হইয়া সাধন ভজনের জন্য ভ্রান্তিতে পরিবার কাজ কি? নামে পড়িয়া থাকার নাম হইয়াছে নাম করা—অর্থাৎ সমস্ত অবস্থাতেই তাঁহার কাজ করিতে হয়। **দেহের জন্য কর্ত্তা না হইয়া, কেবল কর্ম্ম করিয়া যাইতে থাকেন। কোনরূপ অভাবে পড়িবেন না।** ভগবান উদ্ধার করিবেন তাঁহার দাস কখনও নষ্ট হয় না জানিবেন।

সংসার মায়ামৃগ, কেবল ঐহিক সুখেরই পিয়াসি হয়। অনিত্য ক্ষণকাল সুখের জন্য প্রয়াস হইয়া, অনাদি অক্ষয় প্রেমানন্দরসকে পরিত্যাগ করে, ইহা ভ্রম হইতেই হইয়া থাকে। **এই যে দেহ, এইটি প্রারব্ধযোগে পরের ঘর বলিয়া জানিতে হয়।** তাহার আশ্রয়েই মন বুদ্ধি আঢ্য লাভ করে। এই মন বুদ্ধি রজগুণচঞ্চলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * ইহা প্রাণের নয়। সর্ব্বদাই প্রাক্তনভোগ ভোগের জন্য মুক্তখণ্ড হইয়া থাকিতে হয়। ইহকালে যে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, ইহা কেবল মন হইতেই হইয়া থাকে। এই মনের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয় বলে, ইহারা সীমাবদ্ধ। অতএব মন হইতে যে কিছু আনন্দ কি নিরানন্দ, সুখ দুখ, যাহা যাহা অনুভূতি হয়, তাহা কেবল নিশাখোড়ের নিশার মতই হইয়া থাকে।

স্বভাবের অভাবেই মায়া ভুল জানিবেন। পুনরায় স্বভাবকে পাইতে হইলে, মায়ার প্রলোভনকে ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে যাইতে ক্রমশঃ প্রাক্তন ভোগ ক্ষয় হয়।

---

* গীতা ৩৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাক্তন ক্ষয় হইলেই কর্ম্মপাশ মুক্ত হয়। কর্ম্মপাশ না থাকিলেই বন্ধন থাকে না। তখন ব্রজবিদেহী লাভ করে। এই ব্রজবিদেহী হইতে ভগবৎ-সেবা, পতিব্রতাশক্তি জাগে। এই পতিব্রতা উপস্থিত হইলে, অতি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াতীত হইলেই ভগবানে প্রেম হয়। তখন 'নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন' হইয়া থাকে। **এই রসকে পাওয়ার জন্য অকর্ত্তা হইয়া থাকিবে। সর্ব্বদা নামের সেবা করিবে।**

কর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ মুক্ত হয় না। এই জন্যই ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তির শরণ নিতে হইলেই লব্ধবস্তুর দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিয়া তাহারই অনুসরণে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে সত্যধর্ম্ম জাগিয়া উঠে। চিন্তা নাই। সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকে ; গুরু সর্ব্বত্রেই রক্ষা করিয়া সত্যপদ দিবেন।

ভগবৎ-সেবার শক্তিকে ক্ষেমঙ্করী বলে। অতএব প্রারব্ধদণ্ডের সকল বেগকে সহিষ্ণুতার দ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহার প্রথম আদর্শ প্রহ্লাদ, দ্বিতীয় আদর্শ হনুমান, অহঙ্কার দান করিতে করিতে অক্ষম, অকর্ত্তা হইয়া পড়া যায়। তৃতীয় আদর্শ দ্রৌপদী, চেষ্টা করিতে করিতে কোন সাহায্য না পাইয়া অকর্ত্তা হইয়া পড়ে, দুঃশাসন দুর্ব্বল হয়। চতুর্থ আদর্শ জগাই মাধাই, ভাল মন্দ, জাতি গান শূন্য দ্বারা নিত্যানন্দকে সকল শক্তি দিয়া শান্তপদ লাভ করিতে পারে। শান্ত হওয়ার সিদ্ধ অসিদ্ধ, আবাহন বিসর্জ্জন শূন্য হইয়া কর্ম্ম প্রারব্ধের ভোগের দণ্ডানুসারে করিতে করিতে সমস্ত ভোগদণ্ড মুক্ত হইতে পারে। অতএব সর্ব্বদা উপস্থিত কর্ম্মকে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করাই দরকার।

জীবগণ অনর্থক আশঙ্কার অধীনে যাইয়া চিন্তার তরঙ্গে কষ্ট পায়। **সংসারে যতই অভাব, ততই শান্তি পরিণামে উদয় হয়।** যাহাতে সমস্ত ভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎপদে ন্যস্ত করিতে পারা যায় * তাহাই করিবেন। উপস্থিত সংসারের কর্ম্ম যথাসাধ্য শেষ করিতে চেষ্টা করিবেন। অন্য কোন চিন্তা না করিয়া, যখন যেমনভাবে পারিবেন ভগবৎ চিন্তা করিবেন। অহঙ্কার বশতঃ কর্তৃত্বাভিমান যত ত্যাগ করিয়া ভগবানের অভিমানে উঠিতে পারেন তাহাই করিবেন।

সংসার মায়াময়। **যাহাতে মমতা অর্থাৎ অহংজ্ঞান, কর্ত্তৃত্বাভিমান হৃদয়ের অন্তরে (দূরে) থাকে তাহাই ভজনা।** এই জন্যই গুরুপ্রকরণ আশ্রয় করিয়া সকল ভার ভগবানকে দিয়া সংসারের বাধা অর্থাৎ ঋণ সকল যাহাতে শোধ করিতে পারা যায়, তাহারই অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিবেন। ভগবান সংসারের আবরণসকল অচিরেই নাশ করিয়া কুরুবন্ধ পাণ্ডবের ন্যায় মুক্ত করিয়া নির্ম্মল করিবেন এবং শান্তি ভোগ দ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। চিন্তা নাই।

ভগবান পদ পাইবার জন্য কর্ত্তৃত্বাভিমান মতে কোন প্রার্থনা রাখিতে হয় না। অদৃষ্টক্রমে কর্ম্ম সূত্র দ্বারা যে রকম সমাজেই যে অবস্থার আবরণে পড়িয়া জন্ম পাইতে হয় তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্বদা ভগবৎচরণে মতি রাখিয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনা, পিতা মাতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বেগ সহ্য করিতে করিতে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহরূপ হইতে মনের সকল অভাব মোচন হইয়া যাইবে। তারপর আর কোন বাঁধা থাকিবে না, তখন পরম আনন্দ রসে ভাসিতে থাকিবে। **ভগবান কৃপা করিলেই তাহার উপর নানা ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মঙ্গল জানিবে।**

যথাসাধ্য আত্মীয় স্বজনের আচারের দ্বারা বিরক্ত না হইয়া, তাহাদের তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিবে। যাহা যখন সময় পাইবে নাম করিবে। এতৎ ভিন্ন যত পারিবে মনে মনে ভগবান নিকটে * আছেন এই চিন্তা করিয়া নাম করিবে। ইহাতেই ভগবানের নিকট যাইবে।

---

* গীতা ১২।৬-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

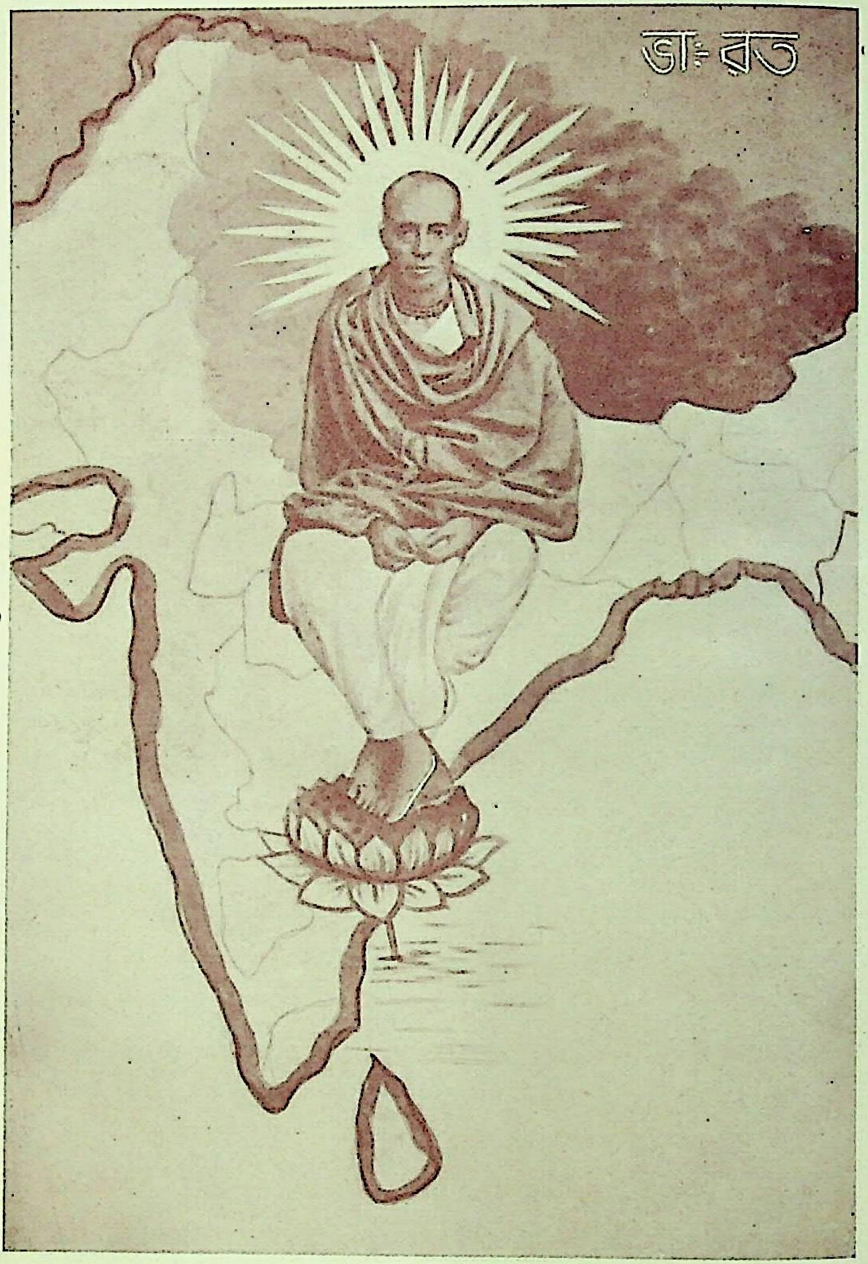

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় স্তবক

কাম

প্রারব্ধ ভোগ

"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম, কল্পকোটীশতৈরপি"

কর্ম্মক্ষয় নাহি হয় না করিলে ভোগ।
শতকোটী কল্প ন'লে থাকে যে দুর্ভোগ॥

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা,
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
সকর্ম্মসূত্রেগ্রথিতো হি লোকঃ॥"

সুখ দুঃখ দেয় না কেহ,
পরে দেয় কুবুদ্ধি, অহো!
"আমি" করি, বৃথা অভিমান,
সকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতজন॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গীতা ১৮

ভগবানের শরণ নিয়া থাকিলেই পরিণামে শান্তির উপর স্থান প্রাপ্ত হয়। * ইহ জগতে দেহের সঙ্গেই ভাগ্য অনুসারে ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। পরশ্রীতে কাতরতা কেবল মূর্খের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। অন্য

---

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.
7. "Who can forgive sins but God only?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় স্তবক

কাম

প্রারব্ধ ভোগ

"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম, কল্পকোটীশতৈরপি"

কর্ম্মক্ষয় নাহি হয় না করিলে ভোগ।
শতকোটী কল্প ন'লে থাকে যে দুর্ভোগ॥

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা,
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
সকর্ম্মসূত্রৈগ্রথিতো হি লোকঃ॥"

সুখ দুঃখ দেয় না কেহ,
পরে দেয় কুবুদ্ধি, অহো!
"আমি" করি, বৃথা অভিমান,
সকর্ম্মসূত্রে গ্রন্থিবন্ধন॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ গীতা ১৮

ভগবানের শরণ নিয়া থাকিলেই পরিণামে শান্তির উপর স্থান প্রাপ্ত হয়। * ইহ জগতে দেহের সঙ্গেই ভাগ্য অনুসারে ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। পরশ্রীতে কাতরতা কেবল মূর্খের সম্পদ বলিয়া জানিতে হয়। ভাগ্য

---

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.
7. "Who can forgive sins but God only?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে শারীরিক মানসিক সুখ দুঃখাদি আবর্ত্তন হইয়া জীবভাবে মণ্ডিত থাকে, জ্ঞান অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়।

সংসার মায়াময়, ভগবৎশরণে কেবল দেহ নাশেই দৈহিক, মানসিক সন্তাপাদি ভোগের দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। **দেহে গুণের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে দেহে সহ অসহ যাতনা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি ইত্যেকার জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই প্রারব্ধ বলে। এই প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ন শেষ হয়না বলিয়া ঈশ্বরের শরণ নিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।** পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মে, লক্ষ্য রাখিতে নাই। প্রাক্তনে যাহা হয়, আছে, তাহা ভোগ করিবে। দেহান্তে ভগবৎপদ গুরুবাক্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা পাইবে, সন্দেহ নাই। মনের শান্তির অশান্তির ধার না নিয়া অকর্ত্তা * হওয়ার চেষ্টা করিবে।

প্রারব্ধের কর্ম্ম যাহা ভাগ্যে ফলিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ফল নাই। **দিবা নিশি হরির নামে রত থাকিলে আপনা হইতেই তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন।** † ন্যায় অন্যায় লোকের দেখিবে না, আপনার ভাগ্যেই সকল ভালমন্দ জুটিতেছে। কাহারো ভাল মন্দ কেহ দিতে পারে না, সকলি ভাগ্য, অতএব দিবা নিশি হরিনামই সত্য।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা ৩।২৭

জীবের কোনই শক্তি দ্বারা কোনরূপ কার্যক্ষম হয় না। কেবলমাত্র ভগবৎ শক্তিতেই জগৎ চলিতেছে। ইহাই প্রারব্ধ; অজ্ঞানতা বশতঃ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সংস্কার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রারব্ধ হইতে যাহা উপস্থিত ঘটনা ঘটিত হয়, তাহা ভোগ মাত্র। ফলাফলের **তরঙ্গে বিচলিত না হইয়া ‡ সর্ব্বদা**

---

* গীতা ৩।২৭

† গীতা ৮।১৪

Holy Bible, New Testament : Romans : Ch. 10, Para 13.

13. "For Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

‡ গীতা ২।৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাক্তন কর্ম্মে প্রবাহন দিতে থাক, ভগবান কৃপা করিয়া সংসার তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ গীতা ৩।৩৩

অদৃষ্টচক্রে যাহা যুটিবে তাহার দ্বারাই সন্তোষ থাকিতে হয়, ভ্রান্তি বশতঃ হা হুতাশ করিতে নাই। প্রারব্ধ সূত্রেই জীবে পরিচালন করিয়া থাকে। তাহা হইতেই ভাগ্যলক্ষ্মী, ভাবভক্তি, প্রিয় অপ্রিয়তা ভোগ হইয়া থাকে। ইহার নিবারণ করিতে চেষ্টা না করিবেও না এবং নিবারণ করিবেও না, যথা যথা প্রাক্তন ভোগ গ্রহণই করিতে হয়। একমাত্র সহিষ্ণুতাতে সম্বল করিয়া দেখিয়া যাইবে। বিশেষতঃ ভোগের নিবারণ করিতে গেলেও ভোগ বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস কিছুই হয় না; আর চুপ করিয়া থাকিতে দিবে না, প্রকৃতিই চঞ্চল করিয়া তুলিবে। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে সহ্যশক্তি আহরণ করাই উচিৎ।

জীবগণের প্রারব্ধ-বশতঃ কর্ম্মানুসারে মনের গতির তারতম্য ভোগ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীপুত্র কলত্রাদি ভাই ভগ্নি, ইষ্ট কুটুম্ব, সহায়সম্পদ যোগ বিয়োগাদিরূপে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুখ দুঃখাদি কার্য্য অকার্য্য সম্পাদন করিয়া জীবের ভৌতিকসঙ্গতা হেতু বাসনার দাসত্ব করিয়া দুষ্পূরণীয় আশা ভরসা কামনার পরিচর্য্যা করিতে প্রস্তুত হয়। গীতায় (৭।১১) প্রকাশ করিতেছেন, **"ধর্ম্ম বিরোধী ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভঃ"** অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মসিদ্ধির বাধা করার জন্য আমি কাম স্বরূপ জীবের নিকট বাস করি। কামনা বাসনাশূন্য জীবের নিকট আমি দৃঢ়তা বল হইয়া থাকি। এমতাবস্থায় কোন বিষয়েরই অর্থাৎ **সুখ দুঃখাদি যাহা অদৃষ্টচক্রে আনিয়া দেয়, তাহা ভোগে দেওয়াই ভগবৎ সেবা জানিবে।** এই সেবা করিতে করিতে মনের চঞ্চলতায় যাহা আবর্ত্তন করে, তাহা সকল ভোগে প্রারব্ধসূত্রে কাটাইয়া দিতে দিতে, ভগবানের স্বরূপ নিত্যানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দয়াপূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় জন্মমৃত্যু জগতে আসা যাওয়া বাসনামূলক মায়ার গ্রহচক্রে আবদ্ধ হইতে হয় না।

প্রারব্ধের ভোগ শেষ না হইলে কিছুই করিতে শক্তি হয় না। শরীরটি পরের বশে চলিয়া যাইতেছে, নিত্য সর্ব্বত্রেই পরাধীন, গাত্র ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিবর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শরীরের উপর আধিপত্য কি হইতে পারে? সর্ব্বত্র সমভাবে প্রারব্ধের আকর্ষিত সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।

প্রারব্ধ সংসার না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তবিনোদ উদয় হয় না। পূর্ব্বাপর মহাশক্তির জীবনীতে সকলই প্রকাশ আছে, চিন্তা নাই।

প্রারব্ধসূত্রে দেহের সুখ, দুঃখ, রোগ, শোকাদি জড়িত থাকে। এই ভোগের জন্য উদ্বিগ্ন হইলে, নিত্যের প্রসাদ উপস্থিত করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বদাই প্রাক্তন বিষয় শরীরের ভোগ লইবে। ভগবৎ-দাসত্বই স্বরূপভাবে প্রবেশ করায়। অহঙ্কারাদি দ্বারা ইহ সুখের প্রত্যাশিত হইয়া, আত্মার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদির আবরণে পতিত হইয়া থাকে। অতএব **ভগবৎচিন্তায় মগ্ন থাকাই জীবের মোক্ষ ধর্ম্ম। নাম করিতে করিতে শান্তির উপকর্ষণ হইয়া, সদানন্দ উপভোগ করিতে পারে।**

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ গীতা ৩।৩৫

গতস্য শোচনা নাস্তি। যখন যে অবস্থায় প্রাক্তনে ফেলে, তাহার ভোগ শেষ হইলে থাকে না। তদ্বিষয়ে প্রারব্ধই চঞ্চল করিয়া শোকাচ্ছন্ন দণ্ডদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর পরিবার

ব্যতিক্রম করিয়া তোলে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্ব পুরুষগণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাম সীতাদি কুরু পাণ্ডবাদির পক্ষ অপক্ষতা পরিহার করাইয়া, মধ্যস্থ কৃষ্ণশরণে পঞ্চ প্রকৃতির পরের প্রকৃতি যুধিষ্ঠির, ভগবৎসমীপে স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ **স্বধর্ম্ম** পালনে বিচলিত হন নাই।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ গীতা ১৮।৬

সংসার মায়াময়, সুখ দুঃখের আবরণ, প্রারব্ধভোগের গতাগতি। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, রসসাগরপূর্ণ হয়। প্রারব্ধে যাহা করেন তাহার প্রতিবন্ধক জগতে কি আছে? ভগবানের উপর সকল ভার রাখিয়া * **উপস্থিত কর্ম্মসকল উপভোগে নির্লিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবে, ভগবান সকল ভাল মন্দ তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।**

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ গীতা ৩।৩৭

সকলি প্রারব্ধ জানিবে। প্রারব্ধকে মান্য করিতে হয়। ইচ্ছার দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। কামাদি রজগুণের তরঙ্গ মাত্র। † স্থির বুদ্ধির সাহায্যে সেই গুণের চঞ্চলতা কমাইয়া পরমানন্দময় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইতে পারে। **সর্ব্বদা ভগবানের সেবার অনুসরণে থাকিতে চেষ্টা করিবে।**

---

* গীতা ১২।৮

† Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.

7. "Who can forgive sins but God only?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন চিন্তা করিবে না। সর্ব্বদা ভগবৎ অধীন হইয়া থাকিতে চেষ্টা রাখিবেন। সংসার মায়াময়। প্রারব্ধভোগের শেষ হইলেই শান্তি হয়। প্রারব্ধভোগের জন্য বিচলন হইতে নাই। সকল অভাবই দূর হইবে, সন্দেহ নাই।

এত আসক্তি কেন? যখন যাহা প্রারব্ধে আছে তাহা ভোগ করিয়া যাইবে। এই সংসারে মমতার দাস হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে লাভ কি? সর্ব্বদা সহ্য * করিয়া যাওয়ার চেষ্টা দেখিবে। ভগবৎ যাহা দিবেন তাহা খণ্ডন করিতে সাধ্য কি?

প্রারব্ধ দণ্ডের হাত ছাড়াইবার সাধ্য কাহারো নাই। মহা মহা প্রজ্ঞান ব্যক্তিকেও প্রাক্তন দণ্ডে হিতাহিত শূন্য হইতে হয়।

ভগবানের ইচ্ছা যাহা হইবে, তাহা ভিন্ন জীবের আর কি হইবে? সংসার চক্রে নানান ঋণে দায়ী হইয়া প্রার্থনানুসারে গতাগতি খাটিয়া থাকে প্রারব্ধই তার শাসক।

প্রারব্ধে যাহা আছে তাহা নিত্যই ভুগিতে হইবে। কাজেই যাহা ভাগ্যক্রমে ঘুটিবে তাহা ছাড়িবার যো নাই। অভাবেরই সংসার, তাহার জন্য সুখ দুঃখ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভীত হইলে চলিবে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

গীতা ১৮।৬২

বিনা ভাড়ায় পরের ঘরে বাস করিতে হইলে ঘরের বেগ সহ * করিতে হইবেই। লোকের দেহই বন্ধন। এই দেহকেই বাসনাময় বলিয়া থাকে। **এই দেহকে মুক্ত করিতে চেষ্টা যাহা করিতে হয়, তাহা কেবল ভগবানের শরণ বই আর কিছুই নয়।** সাধ্য সাধনে নিষ্কৃতি হয় না। অতএব সর্ব্বদাই বাসনা পূর্ণের চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের দৌরাত্ম্য যথাসম্ভব ভোগের ভোগ করিতে হয়। প্রারব্ধ বশতঃই লোকের ভোগ হইয়া থাকে। ভাগ্য অনুসারে সুস্থ অসুস্থ দায়ে দায়ী হইতে হয়। প্রারব্ধই তাহার কারণ। আরোগ্য ও অরোগ তাহা হইতেই হইয়া থাকে, নচেৎ জীবের শক্তি নাই।

অদৃষ্ট চক্রের উৎপন্ন দেহ, ইহার উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রারব্ধসূত্রে আকৃষ্ট থাকে, তা'দের যাহা ধর্ম্ম তাহাই করে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ গীতা ৩।৫

প্রকৃতির গুণ হইতে জাত কর্ম্ম দ্বারা ভাগ্যবশতঃ লাভ লোকসানাদি শুভাশুভ আবরণে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সে সকলি অনিত্য, প্রারব্ধের দ্বারায় সকল সময়ে সম্ভব হইয়া থাকে। ভবিতব্য বশতঃ যোগ, মিলনাদি কর্ম্ম সম্পাদন হয়, ইহা কাহারও কোন চেষ্টায় সম্ভব হয় না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ গীতা ৩।১৯

সংসারের কার্য্য রীতিমত করিতে করিতে অনাসক্ত ভাবের দ্বারা শান্তিময় কর্ম্ম শেষ করিয়া পরমানন্দ নিত্যধাম পাইয়া থাকে। ইহার

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধন ভজন আর কিছুই নাই। কেবলমাত্র প্রারব্ধ ভোগ সহ্য করিয়া যাইতে হয়।

যাহা হয় হইবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি হইবে? তবে প্রারব্ধের বশে চেষ্টা * না করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

অদৃষ্টচক্রে যাহার যাহা ঘটিবে তাহার ভোগ এড়াইতে পারে না, তথাপি শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতে হয়।

সংসারকে কর্ত্তাভিমানীর আবরণে আখ্যা জানিয়া নিত্যকর্ম্ম প্রারব্ধ দ্বারা সম্পাদন করিয়া সমাপ্ত করিবে। ভগবান দরুণ ভিন্ন কোন কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই। স্বভাব মোচন করাই ধর্ম্ম। এই অনুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলে।

প্রারব্ধসূত্রে যাহা যাহা সংসারে সুখ দুঃখ, আধি-ব্যাধি উৎকর্ষণ হয়, তাহা জীবের মঙ্গল করিয়া থাকে। ভগবান সর্ব্ব মঙ্গলময়, সততই জীবের পরিত্রাণের জন্য তিনি সর্ব্বদা জীবের নিকট প্রকাশ হইয়া থাকেন। ‡ বাসনা সঙ্কুলে জীবের আবদ্ধ থাকায় দেখিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের শরণ করিতে করিতে চিত্ত শোধন হইয়া দিব্য চক্ষুর বিকাশ হয়। পরে ভগবানের স্বরূপ দর্শন হইয়া, আর এই ভ্রান্তিমূলক সংসার বন্ধন, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখাদি থাকে না। † এই জন্যই ভগবানকে দয়াময় বলিয়া বেদে প্রকাশ করিয়াছে।

---

* গীতা ৩৩৩

‡ Holy Bible, New Testament : S. Mathew, Ch. 28, Para 20.

20. "I am with you alway, even unto the end of the world."

কোর্‌আন্—ইন্না আল্লাহু, আলিমুন্ খবিরুন্—সুরা ৩১, আয়াত্ ৩৪

God is acquainted with every thing.

† গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ ভক্তি একমাত্র জগৎ জুড়াইবার সহায়। প্রারব্ধ বিকৃতিতে সেই ভক্তির আবরণ করিয়া ভ্রমসূত্রে প্রকাশ হইতে দেয় না। প্রকৃতির গুণ * হইতেই সেই সকল সংগঠন হয়। এই প্রারব্ধ দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভের জীবের দশায় শক্তি পায় না। কর্ত্তা অভিমানের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু সুখ শান্তির অনুভূতি করে সে সকলি ইন্দ্রজাল বলিয়া জানিবে। সর্ব্বদাই প্রারব্ধকে ভোগ দানে কুণ্ঠিত বিজ্ঞের হয় না। সকল কর্ম্ম করিয়া যাইবে, ভগবান উদ্ধার করিবেন, সন্দেহ নাই। চিন্তা করিবে না।

প্রারব্ধ দ্বারা যাহা হইবে তাহা ঘাড় পাতিয়া ভোগ লইতে হইবে। তজ্জন্য চিন্তা ভাবনা করিয়া ফল নাই। **ভগবান যখন যাহা করেন মঙ্গলেরই কারণ হইয়া থাকে। যেহেতু ভগবান মঙ্গলময়।**

মনের ও বুদ্ধির দ্বারা জীব দেহাদি ইন্দ্রিয়গণে যে প্রবোধন হয়, তাহা ভ্রান্তিমূলক স্বপ্নমাত্র জানিবে। পতিব্রতা ধর্ম্ম ব্রজপরিকর নিয়তই অষ্ট কালীয় সেবা বিধানে নিমগ্ন থাকিয়া, বেদ বিধির শাসনকে তুচ্ছ করিয়া, ভগবৎ ভক্তিরূপ পতিমুখাপেক্ষ থাকে। প্রারব্ধ শাসন তাপাদি সংসারের উপলব্ধি, সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া দেহ-ত্যাগরূপ যজ্ঞ সমাপ্তে অবিচ্ছেদীয় যোগ প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাবিত্রীব্রত, পরম ধর্ম্ম, সত্য উপাসনা।

অহংকার স্বরূপ রাক্ষসী, আসুরী, আশু সুখকর ‡ অস্থায়ী সুখানন্দে মাতিয়া পরিণাম ক্ষয়শীল ইগং দেহাদির উপভোগ দণ্ড মায়া মোহজাল ছেদন করিতে শক্তি পায় না। ভগবৎ কৃপার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সত্য মুখাপেক্ষ থাকিয়া সংসারের প্রারব্ধপ্রাপ্ত যজ্ঞাদি শেষ করিয়া পরম পবিত্র স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিরস আশ্রয় করিতে যত্নবান হইবে। **সর্ব্ব, সকল রকমের প্রাক্তন অর্থাৎ যখন যাহা ভাগ্যে আবর্ত্তন হয়, তাহার বেগগুলি সহিষ্ণুতার সাহায্যে**

---

* গীতা ৩।৫

‡ গীতা ১৮।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল প্রকার দণ্ডগুলিকে ক্ষয় করিয়া পরমানন্দ পদ প্রাপ্ত হইবে। সত্যনারায়ণ ব্রত দ্বারা নিত্য ধামের পথ খোলাসা করিতে বিরত হইবে না।

ঐহিক সুখের জন্য, ক্ষণভঙ্গুর পিপাসার তৃপ্তির জন্য, অধৈর্য্যের বেগে মুগ্ধা হইয়া পবিত্র যে সতী সীতা দেবী পূর্ণ লক্ষ্মী রাবণের কবলগ্রস্থ হইয়াছিল। তাহার দৌরাত্ম্য প্রলোভন শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র ধৈর্য্যই * সহায় হইয়াছিল। তাছাড়া অন্য কোন শক্তিতে তাহাকে রাক্ষসীর কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ জটায়ু পাখী সীতার পক্ষযুত হইয়াও পাখা ছেদে জবাই হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বদা মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ, এবং শরীরস্থ কামনা বাসনা গুণের চঞ্চলভুক্ত বেগ সমস্ত সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে রাম আসিয়া যেমন সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া, সীতার প্রকাশ বাধক মুক্ত করিয়া সদানন্দপদ সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ পতিও গুণপ্রবুদ্ধ ভবসাগর বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিবেন, সন্দেহ নাই। কর্ম্মের আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া, কেবল যাহা যাহা সংসারে ভাগ্যবশে উপস্থিত হয়, তৎ সমস্তকে কর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমনই ভাবে হউক করিয়া যাইতে থাকিবে। **গুরুই সুধা ক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া নিত্যধামে নিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।** সকল কার্য্যেরই ফল। অর্থাৎ লাভাদি সুখ-দুঃখের বোধন, যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।**

"ভগবানের আশ্রয়জনেরই নানাবিধ প্রারব্ধ দণ্ড ভোগ স্বীকার করিয়া লইতেছে। রাম প্রভৃতি মহাপুরুষদের পুরাণীয় উপাখ্যানে প্রকাশ রহিয়াছে। সকল প্রারব্ধ ভোগের বিরত হয় নাই। ভোগ অন্তে স্বরূপের প্রকাশ পায়। ভোগ থাকিতে বন্ধন যায় না। অতএব সর্ব্বদা নাম করিতে এবং নামের নিকট থাকিতে চেষ্টা রাখিবেন। নামেই সকল ঋণ শোধ করিয়া নিত্যধামে বাসের শক্তি দান করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসার মায়াময়, প্রাক্তন কর্ষণে নির্ম্মল রাতুল পদ ভগবানের নিকট প্রকাশ পায়। সেই জন্যই

---

* গীতা ২।১৪
Holy Bible, New Testament : S. Mathew, Ch. 10, Para 22.
22 "But he that endureth to the end shall be saved."
কোর্‌আন্ ঃ—ইন্না আল্লাহু মা আ আছ্ ছাবিরুনা—সুরা ২, আয়াত্ ১৫৩
God is with those who patiently persevere.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের ভক্তবৃন্দ প্রাক্তনকে আলক্ষ্য রাখিয়া দেহ দেহী মনের বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই নাম করিবেন। সকল অবস্থাই গুণ সংঘর্ষণে ঘটিয়া থাকে। আকৃষ্টির ফল শরীরের সঙ্গেই আসে এবং যায়। নামকে ত্যাগ করিতে না হয়, ইহাই সত্য জানিতে হয়।

"প্রারব্ধভুঞ্জমানানি গীতাধ্যানপরায়ণা।"

সর্ব্বদা নামে পড়িয়া থাকিবে। নামই সত্য। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। নাম বই আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা নাম করিবে, প্রারব্ধে যাহা আছে হইবে। যাহা ভগবান করেন, তাহাই হইবে। চিন্তা করিয়া ফল নাই।

সংসারের প্রাক্তন ব্যাপারের বেগ সহ্য ভিন্ন উতালা হইলে চলে না। অদৃষ্টচক্রে বিপদগ্রস্থও করে, আবার নিরাপদও হয়। কালেই সকল ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া ভগবানের শরণ লইয়া পড়িয়া থাকাই উচিত।

প্রারব্ধ ভোগের জন্য কোনরূপে চঞ্চল কি ভয় করিতে নাই। ভাগ্যে যাহা যাহা ভাল মন্দের যোগ হয়, তাহা ভোগ করিতে করিতে নিশ্চয় ভক্তি অবশিষ্ট ভোগ মুক্ত করিয়া, সর্ব্বদা আনন্দে বর্দ্ধন করিয়া, পরম শান্তি অবিচ্ছেদ রসের তরঙ্গায়িত করিয়া লয়। অতএব সর্ব্বদা যখন যেমনই অবস্থার উদয় হউক না কেন, সহিষ্ণুতার দ্বারা সর্ব্বদা সহ্য * করিয়া লইবেন। সর্ব্বদাই ভগবৎ সেবার জন্য, দৃঢ় আলিঙ্গন শক্তির বৃদ্ধির জন্য, চেষ্টা করিবেন।

সকল ভার ভগবানে রাখিয়া † প্রারব্ধের কার্য্য সকল ভোগে দান করিতে চেষ্টা করিবে, ভগবান সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যধামে প্রতিষ্ঠান করিবেন

* গীতা ২।১৪ † গীতা ১২।৬-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্দেহ নাই। সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিজালে বদ্ধ হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া, হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া সহিষ্ণুতার লাঘব হইয়া যায়। তদ্বারায় জীব বাসনায় প্রতি বন্ধক করিয়া নানান অভাবের তরঙ্গে ডুবিয়া কষ্ট পায়, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। অতএব এই সকল প্রলোভনীয় শাসন হইতে সহিষ্ণুতা দ্বারা উপেক্ষা করিয়া সহ্য করিতে করিতে কাম ক্রোধোদ্বেগ তিরোহিত হইয়া, পবিত্র হৃদয়ে ভগবান আধিপত্য স্থাপন করিয়া লন। **দিবানিশি কামক্রোধোদ্ভব বেগকে সহ্য করিতে করিতে পরমানন্দ দাঁড়াইবে, তখন শক্তি পাইবে।**

ভগবৎ-সেবা সর্ব্বদা করিতে করিতে নিত্য শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সকল ইচ্ছার বেগ সহ্য করিতে করিতে সকল অভাব যাইয়া পূর্ণ স্বভাবে পরিণত হয়। **পরের দোষ দেখিতে নাই। আপন দোষগুলির অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদা দোষগুলিকে পবিত্র করিতে হয়।** পরের স্বার্থজ্ঞান মলিনের কারণ হইয়া থাকে। যাহা কিছু আবির্ভূত হয়, সকলি প্রারব্ধবৃত্তি মাত্র, কাহারো কোন দোষ নাই। যাহার নিকট যে যে ঋণ পরিশোধ করার যে ভাবে ব্যবস্থা প্রাক্তনে উপস্থিত করে, সেই সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ হইয়া থাকে।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। গীতা ২।৩৮

এই সংসার মায়াগারদ। ভোগদণ্ড ভাগ্য অনুসারে জীবের সম্ভোগ ঘটিয়া থাকে; সেই ভোগের তারতম্য হেতু ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি ঘটিয়া থাকে; অতএব ভাগ্যের ফল যাহা হয়, তাহা মনের দ্বারা উপভোগ করে। মনের সঙ্গের সঙ্গী যাহা সুখ দুঃখ সকলি ভ্রম, উহা ঘুমাইলে থাকে না। কাজেই এই সকল প্রলোভনের সঙ্গী না হইয়া যখন যেই অবস্থায় পড়িতে হইবে, সেই অবস্থার নাম করিয়া যাইতে থাকিবেন।

ধৈর্য্যই ধর্ম্ম। ধৈর্য্য হইতে সকল দেনা পাওনা শোধ করিয়া, সংসারের মায়াময় ভ্রান্তিজনক দেহ মুক্তলাভে, ভগবৎপদ বিদেহী হইয়া শান্তি স্বরূপ ভগবানের অবিচ্ছেদ সঙ্গলাভ হয়। ধৈর্য্য ভিন্ন তাহা হয় না। কারণ অধৈর্য্য কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রলোভনের দিকে আকর্ষণ করিয়া শাসন উৎপাত জন্মায়। অতএব সুখ দুঃখ সমান ভাবিয়া, সর্ব্বদা সকল অবস্থায় নাম করিয়া যাইতে থাকুন। দেহ ছাড়িয়া গেলে ত কেহ টানিবে না। কারণ দেনা পাওনা থাকিবে না। **ভগবানের কাছে থাকিতে হইলে, প্রারব্ধ উৎপাৎ ভোগ ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিলে, ভগবানের কাছে স্থান পায় না। দেহ ত ভাগ্য অনুসারে দুই দিন।**

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। গীতা ৩।৫

প্রারব্ধ ভোগের শক্তিতে প্রকৃতির গুণ বরাহ দ্বারা জীবে পরিচালনা ঘটিয়া থাকে। ভগবান নির্গুণ, তাঁহার যত আবরণ, তাহাই প্রকৃতি জানিতে হয়। আমার দরিদ্র সংসার। এই সংসারে কেবল ভূতগণের নৃত্য ও অবস্থিতি। ইহাদের কাহারো কাহার সঙ্গে মিত্রতা নাই। কেবল উড়িয়া চলে। কপালের দোষ গুণের আবরণ ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়।

ভাগ্য, অদৃষ্ট, বরাতে যাহা যাহা উপস্থিত করে, তাহাই সংসারে থাকিয়া ঝগড়া করে। সে যাহা হউক, বিবাহ করার উদ্দেশ্য কি? শরীরের স্নিগ্ধ বস্তু ক্ষয় করার জন্য নয়, ভালবাসা প্রণয়ের জন্য। পাশব অত্যাচারের জন্য নয়। **সংসারে পিতামাতা পালন করা পুত্রের স্বধর্ম্ম। যে কোন রকমে যে যে প্রাক্তনের ভোগের সাহায্য করা যায়, তাহাই পুত্রের কর্ম্ম কর্ত্তব্য।** আপন সুখের জন্য উচিত নয়।

এ সংসারের শাস্ত্রাদিতে সকলি ব্রহ্মসূত্রকে ধারণ করাই যে কর্ত্তব্য, তাহাই প্রকাশ করিয়াছে। এমতাবস্থায় জীবভাবে কোন কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন কার্য্যক্ষম হইতে পারে না বলিয়াই অকর্ত্তা হইতে সকল শাস্ত্রেই প্রকাশ করিতেছেন। তবে চিন্তার কারণ কি? **কর্ম্মানুসারে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাহাতে বিরক্ত কি হর্ষ করিতে নাই, কারণ কর্ম্মফলেই কর্ম্মবৃদ্ধি জন্মায়।** গুণের দায়ীত্ব শেষ হয়না, কেবল উপর্য্যুপরি বৃদ্ধিই হইতে থাকে। অতএব নিঃসংশয়ের সহিত যথাসাধ্য অনন্য হওয়ার জন্য সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর রাখিতে চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। **এই ভগবানের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে হৃদয় নির্ম্মল হইয়া আনন্দ পাইবে।** কর্ম্মফল যাহা সুখ দুঃখ শান্তি অশান্তি ভাল মন্দাদি যে সকল দ্বন্দ্বজ প্রকৃতি গুণের দ্বারা সমাবৃত হয়, তাহা ক্ষয় হইয়া যাইবে।

ভগবানই নিত্য, তাহার সঙ্গীও নিত্য, সংশয় নাই। যখন যার সঙ্গ পাওয়া যায়, নিত্য অনিত্য ভাবে তাহাই যখন নিত্য অনিত্য ভোগ হইতেছে তবে কেন নিত্য সঙ্গে নিত্য হইবে না? দ্বন্দ্ব বুদ্ধির দ্বারাই নিত্যানিত্য বিবেক অবিবেক বিচার ঘটে, নির্দ্বন্দ্বজে তাহা থাকে না। যাহা হউক, কোন চিন্তা না করিয়া প্রারব্ধদণ্ড ভোগের দ্বারা ভোগ সহিষ্ণুতা করিয়া দণ্ডহীন হইয়া, পরমশান্তিময় পরাভক্তির পরম সাধ্য পদ লাভ করিবেন। **যাহা কিছু লাভ লোকসান সংযোগ হয় তাহা সকলি প্রারব্ধ ভোগ।**

আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াই মানুষ যত প্রকার দুঃখের সৃষ্টি করে। স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়া ও কর্ত্তৃত্বে বৃথা অভিমানে সে অগণিত কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই। গীতায় বলা হইয়াছে, **"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"**॥ (গীতা ৩।২৭)

মানুষে নিজে কিছু করিতে পারে না বা করে না; সে যে যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র বই আর কিছুই নয়, **"ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"** (গীতা ১৮।৬১) ইহা সে প্রনিধান করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই যত কষ্ট।

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সুখ বা দুঃখ যখন যে প্রকার ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, ভোগ না করিলে কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। **"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"** শাস্ত্রকারগণ আরও বলিয়াছেন,

"ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি।"

অর্থাৎ ভোগ না করিলে কর্ম্মফল শত কোটী কল্পেও শেষ হয় না। অদৃষ্টবশে বা কর্ম্মবিপাক হেতু যে সকল বাধা বিঘ্ন বা বিপদ উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে ধীর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধনা। এই রকম ধৈর্য্য অবলম্বনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসের নাম হইল যোগ। * **যিনি নিরন্তর ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকেন সেই যুক্ত যোগীর মন কিছুতেই বিচলিত হয় না।**

"গুরুনাপি বিচাল্যতে"।

যাহা হয় প্রারব্ধ ভোগ, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিতে নাই। সততঃই সহিষ্ণু শক্তির আহরণ করিবে। সাধ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া যাইবে; গোলমালের, কোন বন্ধনের কার্য্য করিবে না। অনর্থক উৎপাৎ টানিয়া, নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে না। **ধার করিতে অভ্যাস করিবে না। ধার করা বড় দোষ। কষ্টে স্বষ্টে সহ্য করিয়া অঋণী থাকাই ভাল।**

প্রারব্ধ বশে আটক পড়িয়া যাহা করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতেই মধ্যস্থ থাকিতে চেষ্টা রাখিয়া, গুরুর আদেশকর্ম্ম পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার করিতে করিতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠান হইয়া নিত্যসেবার অধিকারী ভাবে দেহবৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ হইতে পারিবেন। ভগবান সিদ্ধ অসিদ্ধ ভালমন্দ বিচারের অতীত, অতএব সর্ব্বদা গুরুপদ আশ্রয়ে সাধ্যানুসারে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিত্য ব্রতী থাকিবেন। অচিরেই ভগবান উদ্ধারপদ খোলাসা করিয়া লইবেন।

প্রারব্ধ ভোগ সংসারের যে যখন যে ভাবে উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্তোষ থাকিয়া, ভগবানের নির্ভর রাখাই পরম ধর্ম্ম। ‡ ইহাই মুক্তির প্রধান কারণ হইয়া থাকে। কোন চিন্তা করিবে না। **সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া যথাশক্তি গুরুর আদেশ পালনের সময় পাইলে করিবে, না করিতে পারিলেও গুরু উদ্ধার করিবেন, সংশয় নাই।**

---

* গীতা ৩।৪০
‡ গীতা ১২।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) প্রারব্ধ খণ্ডন

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীতা ৪।৩৭

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ গীতা ১২।৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত চেতসাম্॥ গীতা ১২।৭

ভগবানের উপর সকল ভার দিয়া কার্য্য করিয়া যাইবেন, প্রারব্ধ ভোগ কেটে যাবে।

সকল ভার দিয়া প্রারব্ধচর্চ্চায় ব্রতী থাকিলে গুরুই সকল বিষম বিপদ সম্পদ হইতে উদ্ধার করেন। *

বর্ত্তমান সংসারের চক্রে, প্রাক্তন দণ্ড ভোগের তরঙ্গ চলিতেছে। এই ভোগ চির কালের জন্য থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের নামের সঙ্গ করিবেন। ভগবানই উদ্ধার করিবেন। **অদৃষ্টচক্রের ভোগ একমাত্র নামেই মুক্ত করিয়া থাকেন।** অতএব নাম ভুলিবেন না।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুদ্ধস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ গীতা ২।৩৮

সমবুদ্ধির দ্বারা দৈহিক গুণজাত প্রারব্ধ ভোগদণ্ড ক্ষয় করিতে হয়। ভোগ মোক্ষ হইলেই জীবন দশা প্রাকার মুক্ত হইয়া মানবত্ব চলিয়া যায়।

---

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.

7. "Who can forgive sins but God only."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবাসী যোগে, নিত্য সেবাধিকারীর শক্তির সাহায্যে, নিত্য সেবার যোগ লাভ করিতে পারিবেন।

যখন যে অবস্থায় যে যে বিষয় আধিপত্য করিয়া মন বুদ্ধিকে চঞ্চল করে, তাহা ক্রমশঃ সহিষ্ণুতা * শক্তির আবরণ করিয়া অভ্যাস-বশে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, বিফলতা থাকিবে না। মনের শান্তি সুখাদি যাহা যোগদান করেন সকলি অনিত্য, অস্থায়ী, ভ্রান্তিমাত্র জানিবেন। সর্ব্বদা কেবল পতিগত হইয়া তাহারই উন্মুখ, পৃষ্ঠভঙ্গ বর্জ্জিত হওয়াই জীবের পরম ধর্ম্ম।

প্রাক্তন সূত্রে যে সকল ভাব মনাদি ইচ্ছার বশতা স্বীকার হয় তাহাই ভ্রান্তি, সকলই মনের জল্পনা কল্পনা মাত্র। **সকল অবস্থায় অবিচলে সহিষ্ণুতার দ্বারা ভোগ করিয়া যাইতে যাইতে প্রারব্ধ মুক্ত হইয়া, নির্ম্মল চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে।** পুনরায় আর ভ্রান্তিমুগ্ধ গারদ-দণ্ডে বন্ধন হয় না।

সংসার মায়াময়, বাজে চিন্তা করিয়া সময় কাটায়, তাহাই বন্ধন। **নিরপেক্ষতার সহচর হইলে শোক দুঃখ প্রারব্ধের দণ্ডাদি ও ভোগের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়।**

প্রারব্ধ শক্তির দায়, মুক্তির উপায় একমাত্র ধৈর্য্যই জানিতে হয়। সংসার সুখের দুঃখের ফল প্রসব একমাত্র প্রারব্ধই জানিবে। এই প্রাক্তন ভোগ অদৃষ্টরূপে নানা উপাধি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। **পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে বটে। কিন্তু দণ্ড মুক্তি ঘটে না।** এই অদৃষ্টদণ্ড একমাত্র সহ্যই সহায় হয়। ভবিতব্য যখন উদয় হবে, তখন সকলই সহ্য হইবে।

প্রারব্ধ কাল ভোগেই মুক্ত হয়। যথাসাধ্য সহিষ্ণুতাদি সংগ্রহ করিতে চেষ্টাই পরম ধর্ম্ম। **"সত্যং পরং ধীমহি" তত্ত্বমসি বাক্য।** সর্ব্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাইবে। ভয় নাই, পরিণামপথে ভগবান শান্তিই বিধান করিয়াছেন।

---

* গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা নাম করিবে, তাহাতে গ্রহবৈগুণ্য মুক্ত হইবে।

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিসূত্রেই জীব বদ্ধ হইয়া নানান বাসনায়, গুণে, আবর্ত্তনে পড়িয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গায়িত হইয়া বিঘোরে ঘুড়িতে থাকে। ইহাই ভগবৎ-রাজ্যে কালের শাসন। এই ভোগ-আয়ত-ক্ষেত্র মুক্তির জন্য, দিবানিশি সকল অবস্থায় সহিষ্ণুতার দ্বারা অনন্যভক্তি ভগবানের সেবা পরিচর্য্যা করিতে করিতে এই সকল ভোগদণ্ড, অভাবের অভিযোগ, মুক্ত হইয়া পরমানন্দপদ ভগবানের আশ্রয় পাইয়া নিষ্কৃতি পায়। অতএব সকল অবস্থায়ই নিত্যসেবার ত্রুটি করিতে নাই। **অনন্যচেষ্টার দ্বারায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রারব্ধ কর্ম্মসকল ক্ষয় করিবে। নামে পড়িয়া থাকিবে, নামেই উদ্ধার করিবে।**

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গীতা ৯।২৯

সংসারচক্রে মায়ামোহ জনতায় আত্মবুদ্ধির প্রসঙ্গে আবরণ করিয়া, অনিত্য ঝঞ্ঝাটের দ্বারা বিষয় ভোগ চিন্তায় কলুষিত রাখে। **নাম করিতে করিতে সেই কলুষ মার্জ্জনা হইয়া পরমসুখে ভগবানের সেবা করিয়া, প্রারব্ধ ঋণ সকল মুক্ত পায়। নাম এবং ভগবান একই জিনিষ।** নাম সঙ্গ করিলে ভগবানের পরিকর হইয়া থাকে। ভগবানের পরিজন, স্বভাবসিদ্ধ সুখ দুঃখ মণ্ডিত থাকে। সকলকে সমান মানিয়া নেয়, ইহাই ভগবানের প্রিয়কর। * দক্ষ যজ্ঞাদি দ্বারা কেবল ফল সুখ দুঃখময় হইয়া থাকে। সঙ্গের আবর্ত্তনে পড়িয়া দক্ষযজ্ঞের আসক্তির ফল যোগ করিয়া লয়। অতএব নাম করিবেন, তৃপ্ত হউক আর না হউক।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ গীতা ১৮।৩১

সংসার মায়ামৃগ, কেবল ঐহিক সুখেই পিয়াসী হয়। অনিত্য ক্ষণকাল সুখের জন্য প্রয়াস হইয়া অনাদি অক্ষয় প্রেমানন্দ রসকে পরিত্যাগ করে। ইহা ভ্রম

---

* গীতা ১২।১৮—১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই হইয়া থাকে। **এই যে দেহ, এইটি প্রারব্ধ যোগে পরের ঘর বলিয়া জানিতে হয়।** তাহার আশ্রয়েই মন বুদ্ধি আঢ্য লাভ করে। এই মন বুদ্ধি রজোগুণচঞ্চলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা প্রাণের নয়। সর্ব্বদাই প্রাক্তন ভোগ, ভোগের জন্য মুক্তখণ্ড হইয়া থাকিতে হয়। ইহকালে যে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, ইহা কেবল মন হইতেই বোধ হইয়া থাকে। এই মনের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয় বলে। * ইহারা সীমাবদ্ধ। অতএব মন হইতে যে কিছু আনন্দ কি নিরানন্দ, সুখ দুঃখ, যাহা যাহা অনুভূতি হয়, তাহা কেবল নিশাখোরের নিশার মতই হইয়া থাকে।

স্বভাবের অভাবেই মায়া ভুল জানিবেন। পুনরায় স্বভাবকে পাইতে হইলে **মায়ার প্রলোভনকে ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে যাইতে ক্রমশঃ প্রাক্তন ভোগ ক্ষয় হয়। প্রাক্তন ক্ষয় হইলেই কর্ম্মপাশ মুক্ত হয়। কর্ম্মপাশ না থাকিলেই বন্ধন থাকে না। তখন ব্রজবিদেহী লাভ করে।** এই ব্রজবিদেহী হইতে ভগবৎসেবা পতিব্রতা শক্তি জাগে। এই পতিব্রতা উপস্থিত হইলে, অতি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াতীত হইলেই ভগবানে প্রেম হয়। তখন নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন হইয়া থাকে। সেই রসকে পাওয়ার জন্য, অকর্ত্তা † হইয়া থাকিবে ; সর্ব্বদা নামের সেবা করিবে।

জপ বলে সংখ্যাকে, সংখ্যা বলে নির্দ্দেশ করাকে। **যে কোন বিষয়ে অদ্বৈতভাবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকা যায় তাহার নামই জপ।**

নাম বলে চিন্তাকে। ধ্যানও তাই। নাম আর ধ্যান একই ভাব। যে কোন ভাবকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার চিন্তাই পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চিন্তার বিচরণ করে, তাহাকে নাম, জপ, ধ্যান ও গুরু বলে।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাব নিষ্ঠা করি।
নামের সঙ্গেতে ফিরে আপনি শ্রীহরি॥

আপনার বিতুরত্ব ভাব দূর করিতে কর্ত্তা ছাড়িয়া অদৃষ্ট করে। ভোগের দাস হইতে চেষ্টা করিয়া, ভোগ শেষ হইলে নামে রুচি আপনা হইতেই হইবে। অদৃষ্ট যেমন যখন হইবে তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। **ভগবান কাহারো অদৃষ্টের**

---

* গীতা ৩.৪০ † গীতা ৩।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ নাশ করিতে পারে না, এক নামই পারে। নামই সত্য। কর্ত্তা হইয়া নাম করিলে নামের ফল শুকাইয়া যায়।

সংসারের আবল্য চিরকালই কালচক্রের সাহায্যে বিচরণ করিতেছে। তদ্দারায় ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, আপন পর, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বরূপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই সকল বুদ্ধির যোগ হইতে সততঃই সমজ্ঞান * করিয়া এবং সকল অসার অনিত্য পদার্থ জানিয়া মনকে শুদ্ধ ভক্তি, অর্থাৎ মান অপমানের বেগ তুচ্ছ করিয়া, সমভাবে মনকে উভয় কুলের মধ্যে ধৈর্য্যাবলম্বনশক্তি দ্বারা স্থির করিয়া রাখিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া **প্রাক্তনদণ্ডগুলিকে পরিহারের জন্য ধৈর্য্যশক্তির আহরণ করিবে। ভগবান সকল শান্তির দ্বার খুলিয়া পরমানন্দ দিবেন।** কাহারো কোন দোষ না লইবারই চেষ্টা করিয়া স্বকীয় ভাগ্যলব্ধ মনে করিয়া রাখিবে।

ভগবৎসেবার শক্তিকে ক্ষেমঙ্করী বলে। অতএব প্রারব্ধ দণ্ডের সকল বেগকে সহিষ্ণুতা দ্বারা ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহার প্রথম আদর্শ প্রহ্লাদ, দ্বিতীয় আদর্শ হনুমান। অহঙ্কার দান করিতে করিতে অক্ষম অকর্ত্তা হইয়া পড়া যায়। তৃতীয় আদর্শ দ্রৌপদী, চেষ্টা করিতে করিতে কোন সহায় না পাইয়া, অকর্ত্তা হইয়া পড়ে, দুঃশাসন দুর্ব্বল হয়। চতুর্থ আদর্শ জগাই মাধাই, ভালমন্দ জাতি মান শূন্য দ্বারা নিত্যানন্দকে সকল শক্তি দিয়া শান্তপদ লাভ করিতে পারে। **শান্ত হওয়ার সিদ্ধ অসিদ্ধ, আবাহন বিসর্জ্জন শূন্য হইয়া, কর্ম্ম প্রারব্ধ ভোগের দণ্ডানুসারে করিতে করিতে সমস্ত ভোগদণ্ড মুক্ত হইতে পারে।** অতএব সর্ব্বদা উপস্থিত কর্ম্মকে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করাই দরকার।

---

* গীতা ১৪।২৪

Holy Bible, New Testament : S. Luke, Ch. 6, Para 35.

35 "But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great and ye shall be the children of the Highest."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) শোকে সান্ত্বনা

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ গীতা ২।৩০

জগতের স্থূল আবরণে কিছুরই নিত্যত্ব নাই। অনাবৃত বীরের মৃত্যু হয় না, জন্মও হয় না। ভ্রান্তি বশতঃ স্থূল প্রকৃতিতে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান থাকায় অভাবের বোধে জীবগণ সুখ দুঃখ ভোগ করে। দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ বলিয়া সত্যঘাতক বলিয়া থাকে, দেহীর সঙ্গে অবস্থান করিলে দেহ মুক্ত হয়। **অতএব দেহ বিয়োগে শোকতাপের কোনই কারণ দেখা যায় না।**

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ গীতা ২।২৭

সকলি সময়ে হইয়া থাকে। জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধি, দুঃখ সুখ, সকলি এ সংসারে ভোগ করিতেছে। ইহা অস্বাভাবিক গতিতে, কালের দ্বারা জীবদ্দশায় ভোগদণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই দেহেতে যতকাল থাকিতে হইবে, জীবের কালের দণ্ড, এড়াইতে পারে না। সর্ব্বদাই সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে। এ গুলির বেগ যখন যেমন অবস্থা হয়, সমস্তই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। আর ধৈর্য্য না ধরিয়াও তো কোন সুসার নাই। **জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, সেই মৃত্যুর পরে আর তাহার জন্য শোক করিতে হয় না।** অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, স্বয়ং কৃষ্ণ অভিমন্যুর মাতুল, এ-সত্ত্বেও অকালে কালের হাত এড়াইতে পারে নাই। ইহা জানিয়া সকল শোক ত্যাগ করিবে।

সকলি প্রারব্ধ। **যখন যাহার যে অবস্থায় মরণ হইয়া থাকে, তাহা জন্ম সময়ই আসিয়া থাকে।** তবে এই অস্থায়ী জাতমরণ জন্য দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট করা কেবলই ভ্রম। যখন যাহা হইবার তাহা হইবেই। সর্ব্বদা ভগবানের আশ্রয় করিয়া থাকিতে ভুলিবে না। ভাগ্য গতিকে কতই উৎপাত উপসর্গ লোকের ঘটিয়া যায়, সে কেবল ভগবৎ বিস্মৃতি অবস্থায়ই হইয়া থাকে। **ভগবানের অধীনস্থ লোকের কোনও অভাব হয় না।** বিদুরের ক্ষুদ কুড়াও তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে।

সংসারের কালের চক্রেতে সততই ক্ষয় হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। এইজন্য শোক সন্তাপ না করিয়া, কেবল নাম করিয়া সংসারের কালের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিবে। **এই নাম ছাড়া, এই পুত্র কলত্রাদি যাহা সকলি প্রারব্ধ।** এই ভোগ শেষের একমাত্র নামই সত্য, কেবল ধৈর্য্য ধরিয়া ঐ নামে পড়িয়া থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চতুর্থ স্তবক

মোক্ষ

কৈবল্য প্রাপ্তিই মোক্ষ

"ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

গুরুর মূর্ত্তি সদা করিতে হয় ধ্যান,
গুরুর চরণ সদা করিবে পূজন,
মূল মন্ত্র হয়, যাহা গুরুর বচন,
গুরুর কৃপাই ভবে মোক্ষের কারণ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা ১৮।৬৬

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা ২।১৪
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
গীতা ১৮।৬২

প্রাক্তন বশে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি আবর্ত্তনে জীবের সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়া সংসারে নানান উপায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই সুখের কি দুঃখের অভাবে বিচলন না হইয়া ইন্দ্রিয়বেগ ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম। সর্ব্বদা নামের প্রতি লিপ্সা রাখিয়া দেহযাত্রা মুক্তির চেষ্টা রাখাই কর্ম্ম। অদৃষ্ট চক্রে লোকের নানান অবস্থা ঘুরিতে থাকে, তাহাতেই পাপতাপ সংঘটন হয়। এই পাপতাপ মোচনের জন্য সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব ভগবানের নামের উপর রাখিয়া সংসারের স্ব স্ব প্রাক্তন ভোগের ভোগ কাল-চক্রকে দিতে হয়। **কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই ভগবান কালের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য ধামে নিয়া যান।** * সেখানে কালের গতি

---

* Holy Bible, New Testament : Romans, Ch. 10, Para 13.
13. "For Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চতুর্থ স্তবক

মোক্ষ

কৈবল্য প্রাপ্তিই মোক্ষ

"ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

গুরুর মূর্ত্তি সদা করিতে হয় ধ্যান,
গুরুর চরণ সদা করিবে পূজন,
মূল মন্ত্র হয়, যাহা গুরুর বচন,
গুরুর কৃপাই ভবে মোক্ষের কারণ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা ১৮।৬৬

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ গীতা ২।১৪
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
গীতা ১৮।৬২

প্রাক্তন বশে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি আবর্ত্তনে জীবের সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়া সংসারে নানান উপায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; সেই সুখের কি দুঃখের অভাবে বিচলন না হইয়া ইন্দ্রিয়বেগ ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম। সর্ব্বদা নামের প্রতি লিপ্সা রাখিয়া দেহযাত্রা মুক্তির চেষ্টা রাখাই কর্ম্ম। অদৃষ্ট চক্রে লোকের নানান অবস্থা ঘুরিতে থাকে, তাহাতেই পাপতাপ সংঘটন হয়। এই পাপতাপ মোচনের জন্য সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্ব ভগবানের নামের উপর রাখিয়া সংসারের স্ব স্ব প্রাক্তন ভোগের ভোগ কালচক্রকে দিতে হয়। **কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলেই ভগবান কালের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য ধামে নিয়া যান।** * সেখানে কালের গতি

---

* **Holy Bible, New Testament : Romans, Ch. 10, Para 13.**
13. "For Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। সংসারে দেহের অবস্থিতি আনন্দ লোকে পায়, সে সকলি বিষয় ভোগ হইতে হয়। তাহাও অস্থায়ী বন্ধন বৈ আর কিছুই নয়। অতএব সর্ব্বদা ভাগ্যবশে যে অবস্থা ঘটে, তাহার জন্য সুখী দুঃখী না হইয়া **কেবল নাম করিয়া যাইবে। তাহাতেই চিরমুক্তিপদ শান্তিধাম পাইবে।**

সংসার মায়াময় * কেবল অনন্ত তরঙ্গ, স্থিরত্ব রাখা ও থাকা সুকঠিন। একমাত্র ভগবান নিরপেক্ষ স্বরূপে প্রতি পদে পদে বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই ভগবৎ পদ লাভ করিতে হইলে, তাঁহারই শরণ নিয়া থাকিতে হয়। এই প্রকার নিরপেক্ষতার আহরণ সহিষ্ণুতার দ্বারা করিয়া লইয়া ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যায়। **ভগবান মাতা পিতা, ভাই ভগ্নী, পতি পত্নী, প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশ হইয়া থাকেন।** অতএব এই প্রকার সকল লোকের সহিতই প্রেমপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করাই ধর্ম্ম। জগতে যথাসাধ্য সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে হইলে সহিষ্ণুতার আবশ্যক। যাহাতে সকলের দোষ গুণে লক্ষ্য না রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সকল কর্ম্ম যাহা প্রাক্তন সূত্রে উপস্থিত করিয়া দেয় তাহার বেগ ভোগ করিতে করিতে ভোগ মুক্ত হইয়া দণ্ড মুক্ত করে, **পরম শান্তিধাম শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মই সত্যরূপা।**

বিনা ভাড়ায় পরের ঘরে বাস করিতে হইলে, ঘরের বেগ সহ্য করিতে হইবেই। লোকের দেহই বন্ধন। এই দেহকেই বাসনাময় বলিয়া থাকে। এই দেহকে মুক্ত করিতে চেষ্টা যাহা করিতে হয়, তাহা কেবল ভগবানের শরণ বই আর কিছুই নয়। † সাধ্য সাধনে নিষ্কৃতি হয় না। অতএব সর্ব্বদাই বাসনা পূর্ণের চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৌরাত্ম্য যথা সম্ভব ভোগের ভোগ করিতে হয়। **প্রারব্ধ বশতঃই লোকের ভোগ হইয়া থাকে।** ভাগ্য অনুসারে সুস্থ অসুস্থ দায়ে দায়ী হইতে হয়। প্রারব্ধই তাহার কারণ। আরোগ্য ও অরোগ তাহা হইতেই হইয়া থাকে, নচেৎ জীবের শক্তি নাই।

---

* গীতা ৭।১৪
† গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ৯।৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা ৯।৩১

কৃষ্ণের পুত্রাদি যদুবংশকে তাহাদের প্রকৃতির ভোগের নিমিত্ত নিষেধ বিধান কৃষ্ণ হইতে হয় নাই। তাহাদের প্রবৃত্তির উৎসুকের কর্ম্ম সর্ব্বথাই করিয়াছিল। যথাসময়ে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ **যদুবংশীয়গণ নিশ্চয় কৃষ্ণই কর্ত্তা জানিত, এই জন্য তাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল না, ইহাই সাধন।** আত্মাই দেহের কর্ত্তা, প্রারব্ধ-ভোগই দেহের কর্ম্ম, এই জ্ঞানে অভিমানী হইয়া অতি দুরাচারীও নিত্য মুক্তিলাভ করিতে পারে।

কর্ত্তৃত্ব ভাবে অহং বুদ্ধি দ্বারা, নিজ ক্ষমতা চারণ দ্বারা, যে সমস্ত সৎ অসৎ কর্ম্ম সমাধা করে, তাহার দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমানী * হইয়া কর্ম্মপাশে বন্দী হয়, কর্ম্মমুক্ত হয় না। অতএব এটি করিব, এটি করিব না করিয়া যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহা সফল হয় না। প্রারব্ধ যে আছে তাহার ভোগ সেই ইন্দ্রিয়গণকে দিয়া, লক্ষ্য সহিষ্ণুতার দিকে রাখিয়া, গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়া নিয়ত প্রাণের নিকট থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। **যখন যে ভোগের বেগ সহ্য না হয়, তাহা করিলেও দোষ থাকে না।**

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা ৯।২২

সংসারের চেষ্টাই পরম ধর্ম্ম, অহঙ্কারের জন্য মুগ্ধ হইতে নাই। নিরপেক্ষ ভাবে ভাগ্য বলবতী করিয়া, যে কোন কার্য্যই হউক একটা উপায় উপজীবিকাবাহনের জন্য করিতেই হইবে। মনোযোগের সহিত যাহা করিতে পার করিবে, চঞ্চলতা করিলে হইবে না।

সত্য সংসারের দিকে যথাশক্তি লক্ষ্য রাখাই উচিৎ। "লেগে থাকলে মেগে খায় না।" মনোযোগের সহিত সকল কর্ম্ম করিয়া যথাসাধ্য

---

* গীতা ৩।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় পাইলে হরিনাম করিবে। আর নচেৎ, এক প্রকার সমস্ত ছাড়িয়া, লেগে পড়ে দিন রাত খেটে, অনুরাগ বাড়াইয়া হরিনাম করিতে থাকিবে সেবাপরায়ণ হইয়া, ইহাতে খাওয়া জুটিতে পারে। সাধুমণ্ডলী নিয়া থাকিলেও হয়। **এই প্রকার একদিকে ঝুকিয়া পড়িলেই সংসার মুক্ত হইয়া থাকে।** যখন যে রকম পারিবে ভগবানের নাম করিবে, তাঁহার চিন্তাই সর্ব্বদা করিবে এবং **যথাশক্তি চেষ্টার দ্বারার সংসারের সেবার জন্য কিছু অর্থের পথ করিয়া লইবে।**

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা ৮।১৪

সংসারের পথ বহুবিধ রকমে বন্ধনমুক্তির কারণ হয়। তন্মধ্যে দুইটি পথ প্রধান, যাহা দ্বারা উদ্ধার হয়। সকলেই অনন্য চিন্তার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমটি, অকর্ত্তা হইয়া চিন্তা ভাবনা বর্জ্জনে, যখন যে অবস্থা উপস্থিত তাহার বেগ সহ্য করা। দ্বিতীয়টি, সর্ব্বদা ভগবানকে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, কি মধুর ভাবের যে কোন ভাবের একটিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে পাবার ঐকান্তিক বাসনায় দিবানিশি সর্ব্বত্রে, সকল অবস্থায়ই পাবার লালসা করিয়া থাকিতে হয়। সকল দেবতা প্রভৃতি জীবগণের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভগবৎ কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়। **এই দুইটি পথই উদ্ধার করিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়, জন্ম মৃত্যু যায়।**

প্রারব্ধের কর্ম্ম যাহা ভাগে ফলিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ফল নাই। দিবা নিশি হরির নামে রত থাকিলে, আপনা হইতেই তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন। ন্যায় অন্যায় লোকের দেখিবে না, আপনার ভাগেই সকল ভাল মন্দ জুটিতেছে। **কাহারো ভাল মন্দ কেহ দিতে পারে না, সকলি ভাগ্য, অতএব দিবা নিশি হরিনামই সত্য।**

---

* গীতা ৯।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ গীতা ১২।৮

ভগবানের উপর ভার রাখিয়া চলিতে থাক, তিনিই বিপদের বন্ধু। শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন মুক্ত করিয়া উদ্ধার করেন। * সংসারের জীব মান অপমান জ্ঞানেই বন্দী হইয়া থাকে, সময় অনুসারে সকলি সহ্য করাই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য হইতেই সকল অভাব নাশ হয়। স্রষ্টা যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তিনি তাহারই কুলন করিয়া লইবেন।

যত সময় পার আপ্ত চিন্তায় মগ্ন হইবে। তার পর যখন যে যে কর্ম্মের দরকার উপস্থিত হইবে, যথাসাধ্য করিবে। **সর্ব্বদা নামে নির্ভর করিয়া থাকিবে, নামই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি করিবেন।** ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্থির বুদ্ধির আশ্রয় করিতে হয়। চঞ্চলতা করিলে বুদ্ধি চিন্তাদিতে বিক্ষেপণ থাকে, নানান উৎপাত উপস্থিত হয়। সর্ব্বদাই স্থির হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে।

সর্ব্বদা স্বকৃত কর্ম্মানুসরণে যত্নবান থাকিয়া নিত্য তৃপ্তিকর ভগবৎ সেবার শক্তি আহরণের প্রতিক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ সকল ভার ভগবানে দিয়া, ভাগ্যানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রের আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া ধীর ধৈর্য্য শক্তির দ্বারা পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়। পথের সহায় সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান নির্লিপ্ত শক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে এ ভব সংসারের আবরণ কাটাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

এ সংসার মায়াময়, কেবল ভ্রান্তি মূলক। সর্ব্বদা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ভাগ্যফল ভোগের দ্বারা ভোগ ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ পদ লাভ কর। **ভগবান ব্যতীত এ জগতে আর আত্মীয় দ্বিতীয় কেহ নাই।** এই চিন্তা

---

* **Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 2, Para 7.**
7. "Who can forgive sins but God only ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে উৎকর্ষণ করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ সেবায় যত্ন শিক্ষা করিতে করিতে নিত্য শক্তির উদয় করিয়া ভক্তি গাঢ় হইতে পারিবে।

সংসার মায়াময়, সুখ দুঃখের আবরণ, প্রারব্ধ ভোগের গতাগতি। সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি রসসাগর পূর্ণ হয়। প্রারব্ধে যাহা করেন তাহার প্রতিবন্ধক জগতে কি আছে? **ভগবানের উপর সকল ভার রাখিয়া উপস্থিত কর্ম্ম সকল উপভোগে নির্লিপ্ত * থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবে, ভগবান সকল ভাল মন্দ তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।**

সকল ভার ভগবানে রাখিয়া † প্রারব্ধের কার্য্য সকল ভোগে দান করিতে চেষ্টা করিবে। ভগবান সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য ধামে প্রতিষ্ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিজালে বদ্ধ হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া, হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া, সহিষ্ণুতার লাঘব হইয়া যায়। তদ্বারায় জীব বাসনায় প্রতিবন্ধক করিয়া নানান অভাবের তরঙ্গে ডুবিয়া কষ্ট পায়। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। অতএব এই সকল প্রলোভনীয় শাসন হইতে সহিষ্ণুতা দ্বারা উপেক্ষা করিয়া সহ্য করিতে করিতে কাম ক্রোধোদ্বেগ তিরোহিত হইয়া পবিত্র হৃদয়ে ভগবান আধিপত্য স্থাপন করিয়া লন। **দিবানিশি কামক্রোধোদ্ভব বেগকে সহ্য করিতে করিতে পরমানন্দ দাঁড়াইবে, তখন শান্তি পাইবে।**

সকল ভার ভগবানের উপর রাখিয়া সংসারের প্রাক্তন যথাযোগ্য ভোগ করিতে হয়। ভাগ্যের দ্বারে সর্ব্বদা থাকিয়া সুখ দুঃখ অন্ত করিতে চেষ্টা করিতে করিতে ভগবানের প্রতি মন নিবিষ্ট হয়। **সর্ব্বদা তাহার চিন্তাই অর্থাৎ ভগবানের নাম করাই জীবের ধর্ম্ম। নাম করিতে করিতে জীবের মরত্ব থাকে না, নামেই মুক্তিপদ অঙ্ক করিয়া স্থান দেন।**

---

* গীতা ৩।১৯

† গীতা ১২।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা ৯৩১

ভগবানের ভক্ত কখনও পতন হয় না। স্বভাবেই উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। যথাশক্তি নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে যাইতে পরমদেবী প্রণয়সূত্রে ভগবানে বদ্ধ হইয়া যায়, সংশয় নাই।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ গীতা ৪ ৩৬

ভগবানের নিকট বুদ্ধি থাকিলেই সমস্ত কার্য্য পূর্ণ হয়। মন বিষয়ে লিপ্ত থাকে, তাকে স্থির করবার চেষ্টা অনর্থক। মনকে স্থির করিলে মাত্র দেবতাদির সঙ্গ সিদ্ধি হয়, আত্মার উদ্ধার হয় না। কারণ মনের দ্বারাই কল্পনা জল্পনা হইয়া থাকে। গতাগতিই স্বভাব, কাজেই গতাগতি ঘোচে না। এই জন্যই জ্ঞানের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিতে হয়। **জ্ঞানেই পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত করে। আত্মার উদ্ধার হয়।** সংসারে আসা যাওয়া হয় না। অতএব অচিন্ত্য অব্যক্তরূপ স্থির অবস্থাকে সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখিতে হয়।

অদৃষ্টচক্রে যাহা যখন উপস্থিত হয়, তাহাতেই অকাতরে সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করাকেই মহাত্মাগণ ভগবৎ উপাসনা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যজ্ঞ, ব্রত, তপ, দান একমাত্র সহিষ্ণুতা—ধৈর্য্য শক্তিতেই সম্পাদন হইয়া থাকে।

"সমোহহং সর্ব্বভুতানাং ন মে দ্বেষ্যঃ ন চ প্রিয়ঃ"। (গীতা ৯২৯)

সকল অবস্থায় যে সমান জ্ঞান তাহাই ভগবান। এই অবস্থা যখন উদয় হয় তখনই জীব মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কর্ত্তৃত্বাভিমানীর সংকল্প বিকল্পাদি দ্বারা সাধন ভজন করিয়া নিত্য সুখের আশা অবতারণ করিয়া, পরিণামে কেবল অভাব (অমিল) অভিযোগ ঘটিয়া থাকে। তাতে আশু যে শান্তিলাভ করিতে পারে, তাহা কেবল হারাইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রাক্তনদণ্ড জানিবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্ম ধারণের চেষ্টা করাই উচিৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংসারে আশ্রয় পাইলে মুক্তির অভাব থাকে না। * যথাসাধ্য কর্ম্মে সাধ্যসাধন করিয়াই গুরুকৃপার দ্বীপন হইয়া থাকে। উপাদান ভেদে শরীর গঠিত অনুসারে স্বভাব পায়, তৎদ্বারা ক্রীড়া কর্ম্ম চলিয়া থাকে। ইহার নিবৃত্তির জন্যই আশ্রয় প্রয়োজন হইয়া থাকে। **স্বভাব অনুসারে গুরোপদিষ্ট কার্য্য যথাসাধ্য করিবেন।**

প্রারব্ধবশে আটক পড়িয়া যাহা করিতে বাধ্য হইবে, তাহাতেই মধ্যস্থ থাকিতে চেষ্টা রাখিয়া গুরুর আদেশ কর্ম্ম পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার করিতে করিতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠান হইয়া নিত্য সেবার অধিকারীভাবে দেহবৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ হইতে পারিবেন। ভগবান সিদ্ধ অসিদ্ধ, ভাল মন্দ বিচারের অতীত, অতএব **সর্ব্বদা গুরুপদ আশ্রয়ে সাধ্যানুসারে পরিচর্য্যাকার্য্যে নিত্যব্রতী থাকিবেন। অচিরেই ভগবান উদ্ধারপদ খোলাসা করিয়া লইবেন।**

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীতা ৪।১১

কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন। কাঁচের আয়না যারে দর্পণ বলিয়া জান, সেই আর্শির নিকট যে যে ভাবের ভাব প্রাকাশ হয়, সেই ভাবেই ভাল মন্দ প্রকাশ হইয়া থাকে। সূর্য্যকে মেঘে আচ্ছন্ন করে, তাহাতে সূর্য্যের কি হয়? যদি কাহারো প্রতি রুষ্টতা বর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা তাহার চশমার কাঁচের রঙ্গের তারতম্যতা হেতু জানিবে। যেমন ভাবিবে সেই রকমই প্রকাশ হইবে, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি হইতে পারে? একমাত্র ভগবানের নিকট নিরপেক্ষ ঘর, সহিষ্ণুতার দ্বার। এই ভিন্ন সংসারের তাড়নার দায় হইতে মুক্তির আর উপায় নাই। অতএব **ভগবানের দাসত্ব করিতে থাক। সমান জ্ঞান** † **করিয়া লইতে হইবে।**

অদৃষ্টের চক্রেই ফলাফলে সুখ দুঃখ লাভ লোকসান প্রতিপন্ন করায়। নিত্যমুক্তের জন্য সততই ব্যস্ত থাকা উচিৎ। যখন আপন বলিতে আপন শরীরেরই

* গীতা ৯।৩১ † গীতা ৭।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্তিত্ব দেখা যায়না, তখন মিছামিছি কায়ার সম্বন্ধে পিতা, পুত্র, স্বামী, সম্পদ কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কেবল মাত্র আপনাকে অর্থ নির্ব্বাসনা সূত্রেই মুক্ত করিতে পারে। তজ্জন্য কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতির প্রতি মনোযোগী না হইয়া আত্মার উদ্ধার চেষ্টা করিলেই ভবতরঙ্গ মুক্ত হইতে পারিবে।

সর্ব্ব অবস্থায়ই অচিন্ত্যরূপ প্রাণের শরণ * নিয়া থাকিলে সর্ব্বসঙ্কটকর সংসার হইতে মুক্তি পায়। প্রকৃতি গুণের বশবর্ত্তী হইলে গতাগতি ঘুচে না। অতএব **সর্ব্বরকম সাধন কর্ম্মে না লোভ রাখিয়া, শুদ্ধ গুরুর বাক্য পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবে, পরিশিষ্ট শান্তিই ভোগ হইবে।** অন্য চিন্তা করিবে না, উপস্থিত বাসনার বেগ সহ্য করাই ধর্ম্ম। বাসনার অনুশীলন করিতে নাই, মাত্র গুরুর আদেশ পালনই করিবে।

জীবগণের প্রারব্ধ বশতঃ কর্ম্মানুসারে মনের গতির তারতম্য ভোগ হইয়া থাকে এবং স্ত্রীপুত্রকলত্রাদি ভাই ভগ্নী ইষ্ট কুটুম্ব সহায় সম্পদ যোগ বিয়োগাদি রূপে সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুখ-দুঃখাদি কার্য্য-অকার্য্য সম্পাদন করিয়া জীবের ভৌতিক সঙ্গতা হেতু বাসনার দাসত্ব করিয়া দুষ্পূরণীয় আশা ভরসা কামনার পরিচর্য্যা করিতে প্রস্তুত হয়।

"ধর্ম্মবিরোধী ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।" (গীতা ৭।১১)

গীতায় প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্ম সিদ্ধির বাধা করার জন্য আমি কামস্বরূপ জীবের নিকট বাস করি। কামনা বাসনা শূন্য জীবের নিকট আমি দৃঢ়তা বল হইয়া থাকি। এমতাবস্থায় কোন বিষয়েরই অর্থাৎ **সুখ দুঃখাদি যাহা অদৃষ্টচক্রে আনিয়া দেয় তাহা ভোগে দেওয়াই ভগবৎসেবা জানিবে।** এই সেবা করিতে করিতে মনের চঞ্চলতায় যাহা আবর্ত্তন করে, তাহা সকল ভোগে—প্রারব্ধসূত্রে কাটাইয়া দিতে দিতে ভগবানের স্বরূপ নিত্যানন্দ দয়াপূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় জন্ম মৃত্যু, জগতে আসা যাওয়া, বাসনামূলক মায়ার গ্রহচক্রে আবদ্ধ হইতে হয় না।

---

* গীতা ১৮।৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তার কিছুই নাই। কেবল গুণের তরঙ্গ * হইতে নানান ভাবে বিক্ষেপ করিয়া, মনের নানান রকম অশান্তি জন্মায়। ইহার কারণই মহামায়া। এই মহামায়ার শরণ নিয়া থাকিলেই এই মহামায়া হইতে মহামায়ায় † মুক্ত করিয়া পরম শান্তিতে আপন সন্তানগণকে রাখেন। অতএব **সর্ব্বদা ভগবানের শরণ লইবে।**

প্রারব্ধ দণ্ড কর্ম্ম যাহা কিছু সংসারে উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই গুণের বণ্টন মাত্র। **সত্যনারায়ণই কেবল তাহাদের ভাণ্ডারী; তাহার আশ্রয় পাইলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় এবং যজ্ঞ সমাপন্তে কৈবল্যধামে লইয়া যায়।** অতএব **কেবল নাম করিয়া যাইবেন, তবেই শান্তি পাইবেন।**

কোন চিন্তা করিবেন না। কালে সকলি সুফল ফলে। **অনন্যচেতা কর্ম্মই ‡ জগৎ মুক্ত করে।** সংসার মায়াময়, নিত্য অনিত্য দ্বন্দ্বজে পরিণত। চক্রবৎ পরিক্রম সুখের দুঃখের খনি। **এই অনিত্যকর, অসুখজনক সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভই ভগবৎ ইচ্ছা। তারই দাস হওয়াই ধর্ম্ম।**

ভগবৎ ভক্তি গাছের ফল নয় যে তাহাকে কুড়াইয়া লইবে। **সর্ব্বদাই গুরুবাক্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। গুরুই মায়ার তরঙ্গ হইতে মুক্ত করিয়া স্বক্ষেত্রে স্থাপনা করিবে।**

সংসার মায়াময়, ভ্রান্তিসূচক, সুখদুঃখ প্রকাশক। সর্ব্বদা প্রারব্ধ গতির বিরোধী না হইয়া, তাহাদের সেবা পরিচর্য্যার বাধা না দিয়া, কেবল ভগবানের সেবা নিষ্ঠায় যত্নবান হইতে চেষ্টা করিবেন। বাসনাদি যাহা রাজগুণের তরঙ্গ, তাহারা সকলই উদয় হইয়া অস্ত হইবে। তাহাদের তাড়না জালের প্রতিলক্ষ্য না রাখিয়া

---

* গীতা ৩।৫ † গীতা ৭।১৪

‡ গীতা ৮।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন ইষ্ট সেবায় লক্ষ্য রাখিয়া যাইবেন, অচিরেই ভগবান এই মায়াক্ষেত্রের বিকার হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই; সাধ্যমতই ভগবানের সেবাচর্য্যা করিয়া যাইবেন। মনের চঞ্চলতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল সেবার আশ্রয়ে থাকিবেন। মনের ধর্ম্মই হইয়াছে চঞ্চল। **সর্ব্বদা সেবাকার্য্যই ব্রজের পরিকর জানিবেন।**

সংসার মায়াগার, ভ্রান্তিমুগ্ধ, অস্বাভাবিক গতি। ইহাদের হাত চালন হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র পতিব্রতা—ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। অতএব **সর্ব্বদা পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন, অচিরে ভগবান কৃপা করিয়া সকল অশান্তি ভ্রান্তি বিবিধ অভাব নাশ করিয়া নিত্যানন্দ আবরণ করিবেন।**

সম্বন্ধ বৈধেয় প্রয়োজন। সম্বন্ধ করিলে বিয়োগ ঘটেনা; কর্ত্তৃত্বাভিমানীর কর্ম্ম চেষ্টার দ্বারা শক্তিহীন (জরা) সম্বন্ধ ঘটিয়া ক্ষরত্ব ফল ভোগ করিয়া থাকে। গতাগতি কামকাম্য লাভ মাত্র প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতচেতা হইয়া অকর্ত্তা বুদ্ধির দাসত্ব পরমানন্দ প্রসব করিয়া থাকে। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা ভগবৎকৃপার প্রতিক্ষায় অবহিত হইয়া ভগবৎকুল স্বভাব মাতৃপদ আশ্রয় করিয়া থাকিতে হয়, ইহাই স্বধর্ম্ম। মাতা স্বভাব, পিতা ধর্ম্ম—এই দুই মিলনকে স্বধর্ম্ম বলে। এই অবস্থায় থাকিলে আনন্দের আনন্দ উৎপন্ন হয়। ইহাই নন্দের নন্দন লাভ করা। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান উপাধি হয়। অতএব **সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিতে করিতে নিত্যানন্দ স্বরূপ ভগবৎপদ লাভ করিতে পারিবেন।** অহংকার চিন্তা করিবেন না, বাসনাই বন্ধনের কারণ।

সংসারের কার্য্য রীতিমত করিতে করিতে অনাসক্ত * ভাবের দ্বারা শান্তিময় কর্ম্ম শেষ করিয়া পরমানন্দ নিত্যধাম পাইয়া থাকেন।

---

* গীতা ৩।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার সাধন ভজন আর কিছুই নাই। কেবল মাত্র প্রারব্ধ ভোগ সহ * করিয়া যাইতে হয়।

প্রারব্ধ সূত্রে দেহের সুখ দুঃখ রোগ শোকাদি জড়িত থাকে। এই ভোগের জন্য উদ্বিগ্ন হইলে নিত্যের প্রসাদ উপস্থিত করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বদাই প্রাক্তন বিষয় শরীরে ভোগ লইবে। ভগবৎ দাসত্বই স্বরূপভাবে প্রবেশ করায়। অহঙ্কারাদির দ্বারা ইহ সুখের প্রত্যাশিত হইয়া, আত্মার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখাদির আবরণে পতিত হইয়া থাকে। অতএব ভগবৎচিন্তায় মগ্ন থাকাই জীবের মোক্ষ ধর্ম্ম। **নাম করিতে করিতে শান্তির উপকর্ষণ হইয়া সদানন্দ উপভোগ করিতে পারে।**

এই সংসার মায়াময়। মায়ার হাত হইতে ত্রাণের জন্য সর্ব্বদা সত্যের সঙ্গে থাকিয়া শক্তি আহরণ করিতে হয়। শক্তি বলেই সকলেরই বন্ধন ঋণ তাপাদি মুক্ত হইয়া থাকে। ঋণ মুক্ত পাইলে, পরম শান্তিময় পরমানন্দরস ভগবৎ ভক্তি পূর্ণরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে আবরণ করিয়া রাখে। কোন অভাব রাখে না। সতত কামধেনুবৎ জাগ্রত থাকে। অনন্যচেতার ‡ কৃপায়ই এই সকল সম্পন্ন, সাধিত হয়। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আশ্রয় নিয়া, প্রলোভনের এবং শাসনের অধীন না হইয়া সর্ব্বতোভাবে অনন্যচেতা হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সক্ষম শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কোন সংশয় নাই। নিত্যকর্ম্ম ভুলিতে নাই, লাভ হউক, আর নাই হউক, অল্পই হউক, আর বেশীই হউক, সেই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র কর্ম্ম করিতে থাকিবে। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মই সৎসঙ্গ করিয়া নিবে। ধর্ম্মই নিত্যব্রত।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ গীতা ৭।৭

ভগবানকে ঋষিগণ প্রত্যক্ষ স্বরূপ দয়ার্দ্র বলিয়াছেন, দয়াই তাহার স্বভাব। **এমনকি হইতে পারে এ জগতে ভগবানের আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে**

---

* গীতা ২।১৪ ‡ গীতা ৮।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে ? যে হেতুক (তিনি) সকল বস্তুর প্রাণ * ও সত্ত্বা। অতএব কর্ম্ম প্রারব্ধবশেই গুণের তারতম্য যোগে চলিয়া যাইতেছে, কেবলমাত্র প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সকল ভার বিগ্রহ প্রদান করিয়া, সকল কর্ম্ম সত্যের সঙ্গদান করিতে চেষ্টা রাখিবে। ভগবান অচিরেই শান্তিপদ দিয়া শান্তিতে নিয়া যাইবেন।

জীবের কোন কর্তৃত্ব কর্ম্ম † নাই বলিয়াই সকল বেগ যথাসাধ্য সহিষ্ণুতার দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় করিতে করিতে নিত্য শক্তিমান ভগবৎ তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইতেছে জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। সাধন ভজন দ্বারা ভগবৎ ভক্তি, প্রেম পাইতে পারে না, ঐশ্বর্য্যাদি উপভোগ করিতে পারে। তাহাও কঠোর সাধ্য-সিদ্ধ, হওয়াও দুষ্কর ; অতএব সর্ব্বদাই ভগবানের নামের নিকট থাকিয়া সহিষ্ণুতার আহরণ করিবে, ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় মুক্তির নাই। সিদ্ধসাধ্য শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া চিরকালই উদয় অস্ত গতিতে আশু সুখকর হইয়া পরিণামে অভাবগ্রস্তই হইতে হয়। অতএব **নাম নিয়া পড়িয়া থাকিবে, নামেই উদ্ধার করিবে।**

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ গীতা ৩।৩৩

জীবের কোনই শক্তি দ্বারা কোনরূপ কার্য্যক্ষম হয় না। **কেবলমাত্র ভগবৎ শক্তিতেই জগৎ চলিতেছে।** ইহাই প্রারব্ধ, অজ্ঞানতা বশতঃ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সংস্কার প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রারব্ধ হইতে যাহা উপস্থিত ঘটনা ঘটিত হয়, তাহা ভোগ মাত্র। **ফলাফলের তরঙ্গে বিচলিত না হইয়া, সর্ব্বদা প্রাক্তন কর্ম্মে প্রবাহন দিতে থাকে, ভগবান কৃপা করিয়া সংসার তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন।**

প্রারব্ধ ভোগ সংসারে যে যখন যে ভাবে উপস্থিত হয়, তাহাতেই সন্তোষ থাকিয়া ভগবানের উপর নির্ভর রাখাই পরম ধর্ম্ম। ইহাই মুক্তির প্রধান কারণ

---

* গীতা ২।১৪

† **Holy Bible, New Testament : Romans, Ch. 10, Para 13.**

13. "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। কোন চিন্তা করিবে না। **সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া, যথাশক্তি গুরুর আদেশ পালনের সময় পাইলে করিবে. না করিতে পারিলেও গুরু উদ্ধার করিবেন সন্দেহ নাই।**

সংসার মায়াময়, * ভ্রান্তিসূত্রেই জীব বদ্ধ হইয়া, নানান বাসনায়, গুণে, আবর্ত্তনে পড়িয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গায়িত হইয়া, বিঘোরে ঘুড়িতে থাকে। ইহাই ভগবৎ রাজ্যে কালের শাসন। এই ভোগ আয়তক্ষেত্র মুক্তির জন্য, দিবা নিশি সকল অবস্থায় সহিষ্ণুতার দ্বারা ✧ অনন্য ভক্তি ভগবানের সেবা পরিচর্য্যা করিতে করিতে, এই সকল ভোগদণ্ড, অভাবের অভিযোগ, মুক্ত হইয়া পরমানন্দপদ ভগবানের আশ্রয় পাইয়া নিষ্কৃতি পায়। অতএব সকল অবস্থায়ই নিত্য সেবার ত্রুটি করিতে নাই। **অনন্যচেতার দ্বারায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ক্ষয় করিবে। নামে পড়িয়া থাকিবে, নামেই উদ্ধার করিবে।**

কর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ মুক্ত হয় না, এই জন্যই ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তির শরণ নিতে হইলেই লব্ধ বস্তুর দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিয়া তাহারই অনুসরণে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে সত্যধর্ম্ম জাগিয়া উঠে, চিন্তা নাই। **সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত থাক, গুরু সর্ব্বত্রেই রক্ষা করিয়া সত্যপদ দিবেন।**

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ গীতা ৯।৩৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীতা ১৮।৬৫

আপনি যখন কর্ত্তৃত্ব চেষ্টায় কোনই উৎসার্থন করিতে পারেন নাই, তখন, মিছামিছি ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া, আমারই চিন্তা করুন, আমারই ভক্ত হউন, আমারই সেবা করুন, আমিই আপনাকে উদ্ধার করিয়া পরম স্থানের অধিকারীতে নিযুক্ত করিব। আমি ছাড়া এ জগতে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না। এইটি বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে আঢ্য করিয়া লউন, তবেই শান্তি পাইবেন।

---

* গীতা ৭।১৪ গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সময়ের তরে প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখিতে পারেন, ততটুকু করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশ্রয় নাম উচ্চারণ করিবেন। সকল অবস্থায় সকল সময় কষ্ট না হয় এমন ভাবে স্থির করিবেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

গীতা ১৮।৬২

কলির আবরণের বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র নামই সম্বল। নামই শক্তি, সাধ্য; নাম ভিন্ন এই জগতের মধ্যে সহায় আর কিছুই নাই। বিপদ ভঞ্জন হরি, তাঁহার শরণে, সমস্ত বন্ধন উপদ্রব আদি মুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন। **যেই নাম সেই কৃষ্ণ, অভিন্ন নাম এবং নামী। নাম করিতে করিতে ভগবান জাগিয়া পড়েন।** অভয় দাতা ভগবান শান্তধাম। তাহার আশ্রয় নিলেই পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে **"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ"।**

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাব নিষ্ঠা করি। নাম করিবেন নামে আর কৃষ্ণেতে অভেদ। সর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবান সমস্ত ঋণ মুক্ত করিয়া ভগবানের নিকট স্থান দিবেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকল ভক্তগণকে যেমন করিয়া এই সংসারে দেবদানবের আবর্ত্তন থেকে উদ্ধার করিয়াছেন সেইরূপ এই সংসার-তরঙ্গের বন্দন হইতে ভগবান উদ্ধার করিয়া লইবেন। অতএব নাম নিয়া পড়িয়া থাকুন। নামেই সমস্ত করিয়া দিবেন। **হৃদয়ে যে নাম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ঐ নামেরই সেবা করিয়া যাইতে থাকুন। আমিও নিকটে আছি জানিবেন।**

---

‡ গীতা ২।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। কোন চিন্তা করিবে না। **সর্ব্বদা কর্ম্ম করিয়া, যথাশক্তি গুরুর আদেশ পালনের সময় পাইলে করিবে. না করিতে পারিলেও গুরু উদ্ধার করিবেন সন্দেহ নাই।**

সংসার মায়াময়, * ভ্রান্তিসূত্রেই জীব বদ্ধ হইয়া, নানান বাসনায়, গুণে, আবর্ত্তনে পড়িয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গায়িত হইয়া, বিঘোরে ঘুড়িতে থাকে। ইহাই ভগবৎ রাজ্যে কালের শাসন। এই ভোগ আয়তক্ষেত্র মুক্তির জন্য, দিবা নিশি সকল অবস্থায় সহিষ্ণুতার দ্বারা † অনন্য ভক্তি ভগবানের সেবা পরিচর্য্যা করিতে করিতে, এই সকল ভোগদণ্ড, অভাবের অভিযোগ, মুক্ত হইয়া পরমানন্দপদ ভগবানের আশ্রয় পাইয়া নিষ্কৃতি পায়। অতএব সকল অবস্থায়ই নিত্য সেবার ত্রুটি করিতে নাই। **অনন্যচেতার দ্বারায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ক্ষয় করিবে। নামে পড়িয়া থাকিবে, নামেই উদ্ধার করিবে।**

কর্ত্তৃত্বাভিমানে জগৎ মুক্ত হয় না, এই জন্যই ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তির শরণ নিতে হইলেই লব্ধ বস্তুর দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করিয়া তাহারই অনুসরণে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে সত্যধর্ম্ম জাগিয়া উঠে, চিন্তা নাই। **সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত থাক, গুরু সর্ব্বত্রেই রক্ষা করিয়া সত্যপদ দিবেন।**

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ গীতা ৯।৩৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীতা ১৮।৬৫

আপনি যখন কর্ত্তৃত্ব চেষ্টায় কোনই উৎসার্থন করিতে পারেন নাই, তখন, মিছামিছি ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া, আমারই চিন্তা করুন, আমারই ভক্ত হউন, আমারই সেবা করুন, আমিই আপনাকে উদ্ধার করিয়া পরম স্থানের অধিকারীতে নিযুক্ত করিব। আমি ছাড়া এ জগতে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না। এইটি বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে আঢ্য করিয়া লউন, তবেই শান্তি পাইবেন।

---

* গীতা ৭।১৪ † গীতা ২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সময়ের তরে প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া যতটুকু সময় রাখিতে পারেন, ততটুকু করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার আশ্রয় নাম উচ্চারণ করিবেন। সকল অবস্থায় সকল সময় কষ্ট না হয় এমন ভাবে স্থির করিবেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

গীতা ১৮।৬২

কলির আবরণের বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র নামই সম্বল। নামই শক্তিধ, সাধ্য; নাম ভিন্ন এই জগতের মধ্যে সহায় আর কিছুই নাই। বিপদ ভঞ্জন হরি, তাঁহার শরণে, সমস্ত বন্ধন উপদ্রব আদি মুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন। **যেই নাম সেই কৃষ্ণ, অভিন্ন নাম এবং নামী। নাম করিতে করিতে ভগবান জাগিয়া পড়েন।** অভয় দাতা ভগবান শান্তধাম। তাহার আশ্রয় নিলেই পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে **"অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ"।**

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভাব নিষ্ঠা করি। নাম করিবেন নামে আর কৃষ্ণেতে অভেদ। সর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবান সমস্ত ঋণ মুক্ত করিয়া ভগবানের নিকট স্থান দিবেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি সকল ভক্তগণকে যেমন করিয়া এই সংসারে দেবদানবের আবর্ত্তন থেকে উদ্ধার করিয়াছেন সেইরূপ এ সংসার-তরঙ্গের বন্দন হইতে ভগবান উদ্ধার করিয়া লইবেন। অতএব নাম নিয়া পড়িয়া থাকুন। নামেই সমস্ত করিয়া দিবেন। **হৃদয়ে যে নাম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, ঐ নামেরই সেবা করিয়া যাইতে থাকুন। আমিও নিকটে আছি জানিবেন।**

---

‡ গীতা ২।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতত: সকল ভার গুরুর উপর দিয়া * সংসারের কার্য্য যখন যাহা উপস্থিত হয় করিয়া যাইবে। তাহাতেই পরিণামে গুরুই উদ্ধার করিবেন। **গুরু ভরসা ব্যতীত বর্ত্তমানে তপস্যাদির দ্বারা শক্তি আহরণ করিতে ক্ষমতা কাহারই নাই।**

মনের সুখ ও দুঃখ দুইই বন্ধন, হিতাহিত শক্তি আবৃত থাকে। মনের নাশে, ইন্দ্রিয় সুখের ভোগ হইতে অনন্ত সুখের উদয় করে। কস্মিন্‌কালেও তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব অতীন্দ্রিয় সুখের জন্য মনের (ইন্দ্রিয়ের) সুখ দুঃখ বেগ সহ্য করিতে † চেষ্টা সর্ব্বদা করিতে ভুলিবেন না। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি কেবল ভ্রান্তি মনেরই গোচর। **সকল ভার গুরুর উপর ন্যস্ত করিয়া ‡ হর্ষ মর্ষ, পাপ তাপ, সংশয়াদি ক্রিয়া দ্বারা যথোৎপত্তি ভোগ সহ্য করিয়া সংসারের কার্য্য নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করিতে থাকিবেন, গুরুই সকল অভাব তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবেন।**

সর্ব্বদা ভগবৎ স্মরণ করিতে ‡ চেষ্টা কর, তাহাতেই মলিন সঙ্গ মার্জ্জিত করিবে। নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান যাহাতে করিতে পার তাহার প্রতি যত্ন করিতে ভুলিবে না। **গুরুই সকল অভাব মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিবেন।**

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন! গীতা ৭।১৬
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ!
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি। গীতা ১৮।৫৮

সংসার তরঙ্গে জীবের বাসনাদি দ্বারা বিব্রত থাকায়, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়চেতা হইয়া পড়িলে, কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া নানান অশান্তি জালে আবৃত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি হইতে চেষ্টা আপনা হইতেই আসে, এবং এই চেষ্টার জন্য সতত: কিভাবে কি করিলে, কি অবস্থার কি আশ্রয় নিলে, কিসে ত্রাণ হয়, ইত্যাকার নানান জল্পনা কল্পনায় চিত্তকে বিকল করিয়া ছটফটানি উপস্থিত হয়;

* গীতা ১২।৮ † গীতা ২।১৪ ‡ গীতা ৮।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অবস্থার নাম আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু বলে। পরে যখন গুরুবাক্যের অস্তিত্ব করবার জন্য মনোযোগী হইয়া শতশত অভাব ঝঞ্ঝাটাদিকে তুচ্ছ করিয়া গুরুবাক্যে মন নিবিশের চেষ্টা করে, তাহার নাম অর্থার্থী। ইহার সম্বন্ধ হইতে অন্য কোন স্পৃহাদিতে বাধা জন্মে না, অনন্য চেষ্ট হইয়া উঠে প'রে লে'গে ধ্যানকর্ম্মে বিব্রত থাকে, তাহাকে জ্ঞানী বলে। এই প্রকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া যখন মনে আর কোন কামনাদি সঙ্কল্পাদি কর্ম্মে কিছুরই আশ্রয় করার বোধ হয় না অর্থাৎ প্রয়োজনও কিছুর থাকে না, এই অবস্থাকে সন্ন্যাসী কি জ্ঞানবান কি চৈতন্য বা গুরুপ্রাপ্ত বলে। ইহাই সংসার বলিয়া জানিবে। গুরুভক্তি, কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ তত্ত্বাধীন যাহা সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, অকৃত্রিম রূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহাকেই বলে। এই ভক্তি গ'ঢ় হইলে যে অবস্থা হয় তখন প্রেম বলে। এই প্রেমেতে নানান ভাবকে অর্থাৎ বিষে অমৃতে একত্র করিয়া অত্যন্ত সুখের দুঃখের মিশ্র করিয়া ভোগ করায়, এখানে শান্তির অভাব হইয়া যায়। কেবল এক লক্ষ্য বৈ আর কোন দিকে যায় না, সেই অবস্থাই বজ্রবাস হয়। এই সকল সাধন ভজনের আয়তনে হয় না। অন্ধ বিশ্বাস করিয়া গুরুবাক্যকে ধরিয়া, ফলাফলের উপেক্ষা করিয়া, গুরুর আদেশ পালন করিতে করিতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা হয়, পরে ক্রমে অন্যান্য ভাবের সংমিলন হইতে থাকে।

"গুরুভক্তি সুদুর্ল্লভা, গুরুধ্যানং তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ" ইত্যাদিতে প্রমাণ করিয়া গীতায় কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা সম্পাদন করিয়াছেন। বাজীকরের কুষণ হইতে, যে সকল বৃক্ষ সদ্য উৎপন্ন হইয়া ফল প্রসব হয় দেখা যায়, তাহাই ইন্দ্রজাল এবং ভ্রান্ত, ক্ষণসুখকর, আমোদজনক বলিয়া জানিবে। ইহাতে কৃষ্ণভক্তির নিকটও জানতে দেয় না। আবরণের বৃদ্ধিই ঘটে, কালেই সমাপ্ত করিয়া থাকে। সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গুরুর বাক্যে ভরসা করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়া যাইতে যাইতে দেহ মুক্তের সঙ্গে সঙ্গে সকল চলিয়া যাইবে। গুরু উদ্ধার করিয়া ব্রজের পরিকর ভাবসাগরে ডুবাইয়া ভগবানের সমীপস্থ করিয়া প্রেমভক্তির আবরণ দ্বারা সেবায় নিত্য বন্ধন করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয়। বর্ত্তমানে প্রারব্ধের কর্ম্মের জন্য মধ্যস্থ থাকিয়া যথাসাধ্য গুরুর আদেশ পালনে যত্নব.ন্ হইতে থাক। কালে সকলি পাইতে পারিবে। **গুরুই উদ্ধার করিবেন।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার-বিবরে প্রবেশ করিলে সর্ব্বদাই ধৈর্য্যবান্ † ধারণ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে কেবল অহঙ্কারাদি বিবর্ত্তন রসে বর্দ্ধন হইয়া পড়ে। নানান উপদ্রব সহ্য করিতে চেষ্টা করাই ধর্ম্ম। জপ তপস্যাদি কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রী-পুত্রাদি ভরণ-পোষণে যত্নশীল হইয়া, অনাসক্ত ভাবে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। **স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যে ভগবান্ সম্যক্‌রূপে বিরাজমান।** কেবল বর্ত্তমানে মর্কট বৈরাগ্য লালসায়, পথহারা হইয়া বিপথ গতিতে সুখদুঃখকর সমুদ্র পারবর্ত্তী রাবণের পুরী অশোক বনে বন্দী হয়। **কোন কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণপোষণে, তৃপ্তি দানে তৃপ্তিলাভে, ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।**

ভগবান্‌পদ পাইবার জন্য কর্ত্তৃত্বাভিমান মতে কোন প্রার্থনা রাখিতে হয় না অদৃষ্টক্রমে কর্ম্মসূত্র দ্বারা যে রকম সগাজেই যে অবস্থার আবরণে পড়িয়া জন্ম পাইতে হয়, তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্ব্বদা ভগবৎচরণে মতি রাখিয়া, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, পিতা মাতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বেগ সহ্য করিতে করিতে ভগবানের নাম করিতে করিতে দেহরূপ হইতে মনের সকল অভাব মোচন হইয়া যাইবে। তারপর আর কোন বাঁধা থাকিবেন, তখন পরম আনন্দরসে ভাসিতে থাকিবে। **ভগবান্ কৃপা করিলেই তাহার উপর নানা ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই মঙ্গল জানিবে।** যথাসাধ্য আত্মীয় স্বজনের অত্যাচারের দ্বারা বিরক্ত না হইয়া, তাহাদের তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করিবে। যাহা যখন সময় পাইবে নাম করিবে। এতৎভিন্ন যত পারিবে মনে মনে ভগবান্ নিকটে * আছেন—এই চিন্তা করিয়া নাম করিবে। ইহাতেই ভগবানের নিকট যাইবে।

ভগবানের কৃপায়, নিত্য সেবায়, পরা-ভক্তি হৃদয়ে জাগাইয়া শ্রদ্ধাপ্রীতি যুক্তে ভগবানের সেবা করিয়া যাইতে পারেন, তাহাই হউক। ভগবান্ ছাড়া এ দেহ-বিবর হইতে উদ্ধারের আর কোন পথ নাই। **মায়ার নাটে পড়িয়া দিনরাত্রি**

---

† গীতা ১৮।৬২
* গীতা ১৩।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহিংসার অভিমানে মুগ্ধ থাকিয়া কেবল অস্থায়ী সুখের জন্য পিপাসা করে, সেই পিপাসায়ই মন এবং বুদ্ধির উৎপন্ন হয়। যখন ভগবানের নিকট প্রাপ্ত হয়, তখন মন বুদ্ধি থাকে না। **যেই নাম সেই ভগবান্। নাম পাইলে ভগবানের পাওয়া অভাব নাই।** গুণ হইতে মায়াই উদ্ভব হয়। সেই মায়াই অভাব। অভাবই সুখ দুঃখ পরিচয় দিয়া অসত্যের অনুচর করিয়া নেয়। অতএব **নাম যখন পাইয়াছেন, তখন যে অবস্থাই হউক না, এই দেহত্যাগের পর নিত্যধামে অবস্থিতি হইবেই নিশ্চয়। ঐশ্বর্য্য নিয়া ব্রজে যাইতে পারে না।** * ব্রজভূমি কেবল মাধুর্য্যময়, সেখানে দুঃখের সুখের গতি নাই। মন বুদ্ধিরও গতি হয় না। কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকেন।

সংসারোদ্ধারই ভগবানের সেবা ; অনন্যভাবের দ্বারাই সেবাকার্য্য সাধিতে হয়। এই সেবায় বেদবিধি লাগে না, মনের তৃপ্তিজনক উপচারে সম্পাদন করিতে হয়। এই প্রকারই ঐকান্তিক ভাবে নির্ভরাদি স্নেহ উপচারে সংমার্জ্জন করিতে করিতে অকৃত্রিমভাবের উদয় হয়। পরে শ্রদ্ধা, পরে ভক্তি, পরে বিশুদ্ধ ভক্তি, পরে প্রেমের উদয় হয় ; তার পরে বিশুদ্ধ প্রেম হয়, তার পরে সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শক অনুভব করে। সেবাচারির কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না। স্বভাবের তরঙ্গ খেলিয়া প্রেমের লহর উল্লাস ফুটিয়া চলে। এই প্রেমতরঙ্গের অবধি নাই। ইহাই ভগবৎ ভক্ত, মুক্তি সর্ব্বদা তার সেবার সাহায্য করিয়া সেবা সহিষ্ণুতা সম্পাদন করে। **সর্ব্বদা সেবা করিয়া চলিতে থাক, গুরু সকল শক্তি সঞ্চারে সদানন্দ প্রকাশ করিবেন, চিন্তা নাই, উদ্ধার তিনিই করিবেন।**

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ গীতা ৪।১১

আমাকে যে যেমন ভাবে, আমি সেই ভাবেই প্রকাশ হইয়া তার কাছে থাকি। ইহা আমার কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বে নাই। ভগবান্ একমাত্র চালক। প্রারব্ধের সত্ত্বাই চরাচর প্রতিফলন হইয়া থাকে। এই সকল বেগ সহ্য করিতে করিতে রাম আসিয়া সীতাকে সমুদ্র বন্ধন করিয়া, সীতার প্রকাশ বাধক মুক্ত করিয়া সদানন্দপদ সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেইরূপ নিজ পতিও গুণ প্রবুদ্ধ ভবসাগর

* Holy Bible, New Testament : S. Mark, Ch. 10, Para 25.
"25. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন করিয়া উদ্ধার কারবেন সন্দেহ নাই। কর্ম্মে আবাহন বিসর্জ্জন না করিয়া কেবল যাহা যাহা সংসারের ভাগ্য বশে উপস্থিত হয় তৎসমস্তকেই কর্ত্তৃত্ব বলেই হউক কি অকর্ত্তৃত্ব বলেই হউক, যেমন ভাবেই হউক, করিয়া যাইতে থাকিবে। গুরুই সুধাক্ষরণ কৃপাবর্ত্তে উদ্ধার করিয়া নিত্যধানে নিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। সকল কর্ম্মেরই ফল অর্থাৎ লাভাদি সুখ দুঃখের বোধন, যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া যাইবে। **ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম।**

ভগবানেতে আর তার নামেতে ভেদ নাই জানিয়া লইতে হয়, ভাজন হইতে হয়। **মনস্থিরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।** ভগবান হৃদয়ে এবং পিছনে সর্ব্বদা আছেন নিশ্চয়; ইহার সন্দেহ রাখিবে না। দেখিতে পাও আর নাই পাও, ইহা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আঢ্য করিয়া সতত থাকিবে। ইহাই ভগবৎ-সেবা। কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তখন ভগবান্ প্রত্যক্ষ পাইবে। শান্তির আকর ভগবৎসেবা ফল লাভ কারতে পারিবে।

"মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি॥
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরোঃ রক্ষতি পার্ব্বতি॥"

ওঁ শান্তি ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহার

(ক) শ্রীমুখের অমৃত বাণীর 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধীয় সারার্থ

ভারত=ভা:—দীপ্তি ; দীপ্তি—জ্যোতি:, জ্যোতি:—ব্রহ্ম ; ভারত ব্রহ্মে রত ; ভারতবাসী ধর্ম্মে রত। ইহাই ভারতীয় নরনারীর ভগবৎপ্রদত্ত স্বাভাবিক অবস্থা। ভারতের ইতিহাস পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যখনই ভারতবাসীর মধ্যে অধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটিয়াছে, তখনই দেশ অধঃপতিত এবং দুঃখে, দৈন্যে, অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে! এই প্রকার অবস্থায় কতক দিন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে যখন তাহা অসহ্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং "ত্রাহি মাং মধুসূদন" বলিয়া ভারতীয় নরনারীর সমষ্টিপ্রাণ স্পন্দিত হইতে থাকে, তখনই শ্রীভগবান নরদেহ ধারণপূর্ব্বক এই নরজগতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবাসীকে পথ দেখাইয়া দেন। আজ ভারতবাসীর সেই জর্জ্জরিত অবস্থা: তাই পরম পুরুষ, পূজ্যপাদ, ভক্তিভাজন শ্রীশ্রীগুরুদেব দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলীতে— তাঁহার অমৃতবাণীতে আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল চিত্রাবলীর প্রদীপ্ত আভাস পাইতেছি। এখন দেখা যাক, সেই ধর্ম্মে রত হইতে হইলে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত। কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে আমরা ধর্ম্মে রত হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারি— লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারি— সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। কোন সংকল্প সিদ্ধির জন্য নিয়মিত ভাবে, পুন: পুন: চেষ্টা করাই সাধনা। এই সাধনা পুরুষকারসাপেক্ষ— "পৌরুষং নৃষু" (গীতা ৭।৮)। অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, এই প্রকারে সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

দীন দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলীর সারাংশ অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, এইসব পত্রাবলী গীতার ১৩শ অধ্যায়ের বিংশতিটি বিষয়ের প্রতি (৭-১১ শ্লোক) লক্ষ্য স্থির রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকার মনোবৃত্তি নিয়া, সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশে পরিপূর্ণ। যথা,—

১। **অমানিত্ব**—আমার কোন গুণ থাক আর না থাক, সকলে আমাকে মান্য করুক, এই প্রকার দাবীই মানিত্ব, তাহার অভাব অমানিত্ব। মানিত্ব ত্যাগ—অহং ত্যাগ।

২। **অদম্ভিত্ব**—সকলে আমাকে সাধু বলিয়া, বুদ্ধিমান বলিয়া, পণ্ডিত বলিয়া মান্য করুক, ইহাই দম্ভিত্ব, তাহার অভাব অদম্ভিত্ব।

৩। **অহিংসা**—স্বার্থবুদ্ধিই হিংসা, এই হিংসা দ্বারাই পরপীড়ন হয়। **"কায়েন মনসা বাচা"** পরপীড়া বর্জ্জন।

৪। **ক্ষান্তি**—অম্লান বদনে পরপীড়া সহ্য করা।

৫। **আর্জব**—বালকসুলভ সরলতা।

৬। **আচার্য্যোপাসনা**—গুরু-সেবা, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা, গুরুর আদেশ ও উপদেশ পালন।

৭। **শৌচ**—বাহ্যান্তরশুচিতা, চিত্ত-শুদ্ধিতা।

৮। **স্থৈর্য্য**—ধীর ও স্থিরভাবে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া। নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সাধনা ত্যাগ না করা।

৯। **আত্মবিনিগ্রহ**— শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে নিগ্রহ করিয়া সংযত করা; কায়মনোবাক্যে সংযম অভ্যাস করা।

১০। **ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য**—বিষয়বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্তি।

১১। **অনহঙ্কার**—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহং জ্ঞানের অভাব।

১২। **অসক্তি**—স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ববোধশূন্যতা, অনাসক্তভাব।

১৩। **জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধি প্রভৃতি দৈহিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় বিষয়ের পুনঃ পুনরালোচনা।**

১৪। **অনভিষঙ্গ**—স্ত্রীপুত্রগৃহাদি অনিত্য বস্তু হইতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী এবং দুঃখী মনে না করা।

১৫। **নিত্য সমচিত্তত্ব**—ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে মনকে অবিকৃত রাখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। **অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি**—শ্রীভগবান—শ্রীগুরুই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তিনি ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই, এইরূপ স্থির জানিয়া একমাত্র শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে অনন্যশরণ নেওয়া। ইহাই **পাতিব্রত্য ধর্ম্ম**।

১৭। **বিবিক্ত-দেশ-সেবা**—চিত্তসুখকর, পবিত্র, নির্জ্জন, ভয়-বর্জ্জিত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাসপূর্ব্বক সাধনভজন করা।

১৮। **জনসংসদি—অরতি**—বিষকুম্ভপয়োমুখ বিষয়ী লোকের সংসর্গ ত্যাগ করা।

১৯। **অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব**—সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানের উন্মেষের জন্য,—পরমার্থ তত্ত্ব লাভ করার জন্য একনিষ্ঠভাবে যত্ন করা।

২০। **তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন**—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ক আলোচনা।

কি প্রকার সাধনপন্থা অনুসরণ করিলে আমাদের এই প্রকার মনোবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে?

> "যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" গীতা ৩।২১

অর্থাৎ দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পত্রাবলী দ্বারা—তাঁহার অমৃত বাণী দ্বারা আমাদিগকে যেই প্রকার উপদেশ দিতেছেন, সেই অমৃতবাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, সেই নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, আমাদিগকে সাধনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে; অর্থাৎ আমাদের **পাতিব্রত্য ধর্ম্ম** অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। একমাত্র শ্রীভগবান—শ্রীগুরুই আমাদের পতি, এই প্রকার ভাব নিয়া, অর্থাৎ **"সতী স্ত্রী যেমন পতি বিনে অন্য নাহি জানে"**, আমাদেরও সেই প্রকার শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে অনন্যশরণ নিয়া, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিয়া সাধনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার সাধনাই অদ্বৈতের সাধনা—নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা।

আমাদের যম, নিয়ম এবং প্রত্যাহার * প্রভৃতি সাধন অভ্যাস করিতে হইবে। প্রত্যাহার সাধন করিতে করিতে চিত্তকে সমুদয় বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ শ্রীভগবানে— শ্রীগুরুতে— আত্মায় স্থাপন করিতে অভ্যাস করিতে করিতে মনের চঞ্চলতা দুর হইয়া মন স্থির হয়। মন স্থির হইলেই ভগবৎপ্রাপ্তি—গুরুপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীভগবানের প্রেমপূর্ণ রূপ—শ্রীগুরুদেবের চিন্ময় মূর্ত্তিই ধ্যেয়। তাহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়।

সাধনা—অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য— প্রকৃত শান্তি লাভ করার জন্য—জন্মমৃত্যুর তাড়না হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা—নাম করাই সাধনা। এই সাধনা অভ্যাসসাপেক্ষ। ধৈর্য্যই ইহার প্রধান সহায়। অধৈর্য্য হইলে আর সাধনা হয় না। কারণ, 'ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম'। যতদিন পর্য্যন্ত চিত্ত আনন্দময় শ্রীভগবানে

---

* যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি— সাধনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রই এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিবেন।

যম দ্বাদশ প্রকার— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও ভয়।

নিয়ম একাদশ প্রকার—শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, সুরার্চ্চন, তীর্থপর্য্যটন, পরোপকারে ইচ্ছা, এবং আচার্য্য-সেবা। অমৃতবিন্দু ৬॥

প্রত্যাহার— বিষয়পঞ্চক (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মায় স্থাপন করা যে প্রকার প্রত্যাহার, বিষয়পঞ্চকে আত্মস্বরূপের চিন্তা করাও তেমন প্রত্যাহার অর্থাৎ বিষয়ের অনুভূতিতে যাহা আসে তৎসমুদয়ই পরমাত্মা—শ্রীভগবান, এই জ্ঞানে সাধন অভ্যাস করা। অমৃতবিন্দু ৫॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শ্রীগুরুতে—আত্মায় স্থিতিলাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অনলস ভাবে, অনন্যচিত্ত হইয়া কঠোর সাধনা করিতে হয়; অর্থাৎ সকল বিষয়ের চঞ্চলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যের সহিত গুরু-বাক্যে—মহামন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া নাম করিয়া সাধন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হয়। এই ধৈর্য্যই আমাদিগকে পরমানন্দ দিতে পারে।* এই প্রকার ইঙ্গিতই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে দিতেছেন।

"কায়েন মনসা বাচা" কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা, কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হওয়া, সর্ব্বদা পরের গুণ গ্রহণের অভ্যাস করাই মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে হিংসাদ্বেষ বর্জ্জন পূর্ব্বক, "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা"— তৃণের মত অবনত হইয়া, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া, অভিমান ত্যাগ করিয়া, মান্য ব্যক্তিকে মান্য করিয়া, সর্ব্বদা সত্যাশ্রয়ী হইয়া, সমস্ত দেবতা প্রভৃতি জীবগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে নাম করিলে, সাধক নামের ফল অতি সত্বরই প্রাপ্ত হন।

সত্যকথন, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সদালাপ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, ঈশ্বর-বোধে শ্রীগুরুদেবের অনন্যশরণ ও তাঁহার উপদেশ পালনই সাধনা। সত্য=অখণ্ড, অয়ন=আশ্রয়। দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, এই দুই-এর মিলনকে সত্যনারায়ণ বলে; তবে অখণ্ডকে—পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকা—নামের সঙ্গ করাই সত্যনারায়ণের সেবা। ‡

---

*Holy Bible, New Testament: S. Mathew, Ch.10. Para 22
"But he that endureth to the end shall be saved."
কোর্‌আন্:— ইন্না আল্লাহ্ মা আ আছ্‌ছাবিরুনা। সুরা— ২, আয়াত্—১৫৩।
God is with those who patiently persevere.

‡ নারং জীবসমূহঃ, অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য স নারায়ণঃ — পরমাত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সত্যনারায়ণের সেবা দ্বারাই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।" মুণ্ডক উপঃ। ৩-১,৫ ॥

নিত্যবুদ্ধ শ্রীভগবান সত্যই আছেন,—এই বিশ্বাসে সাধনার উৎপত্তি এবং শ্রীভগবানের উপলব্ধি—গুরুপ্রাপ্তি—আত্মোপলব্ধিই সাধনার পরিসমাপ্তি---সিদ্ধি। প্রতিনিয়ত অর্থাৎ— "বিহারশয্যাসনভোজনেষু" নাম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিদাকাশ নির্ম্মল হইয়া, দর্পণে প্রতিফলিত রূপাদির মত এই দৃশ্যজগৎ হইতে নামরূপের পর্দ্দা অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ হয়, এই জ্যোতিঃ ঘনীভূত হইয়া ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইয়া ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। তাই শ্রীগুরুদেবের আদেশ, অবিরাম নামের সঙ্গ করা। তিনি আদেশ করিতেছেন, "দিবানিশি নাম করিবেন", "শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিবেন," "যাহা পারেন করিবেন, না পারেন না করিবেন, শ্রীগুরুর পদে অনন্যমতি রাখিবার চেষ্টা করিবেন, সকল ভার গুরুই বহন করিবেন," "নামেই সকল দুঃখ দৈন্য দূর করিয়া পরম শান্তিতে নিয়া যাইবে।"

মন্ত্র; "মননাৎ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ"—মনন অর্থাৎ নিত্য নূতন বাসনা কামনা হইতে মনকে যে ত্রাণ করিয়া স্থির করিয়া নেয়, সে-ই মন্ত্র। গুরুদত্ত মন্ত্র সাধন করিতে করিতে যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখনই বৈষয়িক বাসনা কামনা নির্ম্মূল হইয়া মন স্থির হইয়া যায়। তাই আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, "মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং"—গুরুদত্ত সাধনমন্ত্রই নাম। এই নাম বীজই হউক, কিংবা নামই হউক, এই নামই মন্ত্র, মন্ত্রই নাম। "নময়তি—ধ্যানাৎ আকৃষ্য অবতারয়তীতি নাম।" যাহা দ্বারা আরাধ্য দেবতাকে— শ্রীভগবানকে— শ্রীগুরুদেবকে তদীয় নিজ ধাম হইতে আকর্ষণ করিয়া অবতারণ করান যায়, তাহাই নাম। এই নাম নিছক কতিপয় শব্দের সমষ্টিমাত্র নহে। এই নামই অক্ষর, পরমব্রহ্ম। এই নামে শ্রীশ্রীভগবানের অনন্তশক্তি নিহিত আছে। নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা এবং ভগবানের সঙ্গ করা—রমণ করা, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবানে মন রাখা—একই কথা। নাম শুধু নামীকেই প্রকাশ করে; কারণ, নাম ও নামী অভেদ। এই নাম স্মরণ মাত্রই যখন নামীর রূপ গুণ প্রকাশ পায় এবং নামের সঙ্গে ইষ্টস্মরণ হইয়া সাধকের অন্তরের প্রেম-ভক্তির সংবর্ধণে—রমণে, নামের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভগবানের আরাধনা হইতে থাকে, সেই অবস্থার নামই **মন্ত্রচৈতন্য**। তাই সর্ব্বদা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, এই প্রকার নামের সঙ্গে রমণ করার আদেশই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে দিতেছেন।

"রময়তীতি রামঃ" রময়তি অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের মন, আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভগবৎমুখী করার জন্য আমাদের মনকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাই রমণ করা অর্থাৎ মনকে রাখা। দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীশ্রীচরণে সর্ব্বদা আমাদের মনকে ধরিয়া রাখাই রমণ করা। এই প্রকার রমণ করাই সাধনা। তাই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে **অবিরাম** নামের সঙ্গ করিতে বলিতেছেন। কারণ, তিনি বলেন "এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর * পতিত পাবনী শক্তিবান।"

আমরা দেখিতেছি ও বুঝিতেছি, এই জগতের একজন কর্ত্তা—চালক আছেন। এই গুরুই কর্ত্তা—এইটি মনে ঠিক ধারণা করিয়া নাম করিতে হয়। যেমন ছোট ছেলেটি মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে, ঘুমাইয়া থাকে, কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা করে না, আমাদেরও ঠিক সেই প্রকার **অকর্ত্তা হইয়া**—গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিয়া, তাঁহারই নিকটে, তাঁহারই আশ্রয়ে আছি—এই জ্ঞানে, শ্বাস প্রশ্বাস রূপ প্রাণ-চৈতন্যের প্রতি—আত্মচৈতন্যের প্রতি—অন্তর্দেবতার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নাম করিয়া গেলে আর পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, সিদ্ধি

---

* 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভও নিকটস্থ হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রীভগবান সর্ব্বদা আমাদের প্রাণরূপে—আত্মারূপে—অন্তর্দ্দেবতারূপে, হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রকার সাধন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে, শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সিদ্ধির পথে নিয়া যাইবেন, কৈবল্যমুক্তির অধিকারী করিবেন।

কামনাবাসনা শূন্য হইয়া সাধনা করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মক্ষয় করিয়া সিদ্ধির পথে আসিতে হয়। **পরন্তু শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে—আত্মার অনন্যনির্ভরতা থাকিলে, এই জন্মেই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সংস্কার ক্ষয় করিয়া, সিদ্ধিলাভ ও পরে কৈবল্য-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।** অতএব অনন্যচেতা হইয়া গুরুবাক্য পালন, এবং গুরূপদিষ্ট উপায়ে মনন ও নিধিধ্যাসনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ সাধনা। কারণ, যাহার যাহা প্রয়োজন, গুরু তদীয় শিষ্য-দিগকে তদনুরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। এই প্রকার সাধনাদ্বারা সর্ব্ববিধ কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া বিষয়ে অনাসক্তি আসিবে। এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে ও পরে ধ্যান ও সমাধি আসিবে, এই সমাধি নির্ব্বিকল্পে পৌঁছিয়া **কৈবল্য** দান করিবে।

এই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সর্ব্বদা শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সতর্ক থাকিতে হয়, যেন তাহা ধরা যায়। কারণ, প্রত্যেকের হৃদয়েই কোন না কোন সময় সত্যের আভাস বিজলী-চমকের মত খেলিয়া যায়। শ্রীগুরু-**দেবের কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না,** এইটি হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া সেই গুরুর কৃপা লাভ করার জন্য সাধনপথে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। তাই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, তাঁহার ভক্ত হইয়া, তাঁহারই চিন্তা করা, তাঁহারই সেবা করা, তাঁহারই আদেশ পালন করার উপদেশ দিতেছেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বলিতেছেন যে, এই দীনদয়াল ঠাকুর ছাড়া—গুরু ছাড়া, এজগতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। এই প্রকার দৃঢ় প্রত্যয় যাহার হইবে, তাহার কৈবল্যমুক্তিও সন্নিকট এবং সুনিশ্চিত।

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাও বলিতেছেন যে, সর্ব্বদা নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় মনকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে পরম শান্তির উদয় হয়। ইহাই অদ্বৈতের সাধনা, নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা।

ভ্রান্তিই জীবের বহুকালের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার। তাই ভ্রমপূর্ণ মানুষ 'আমি' 'আমার' নিয়া ব্যস্ত। 'আমার' বাড়ী, 'আমার' ঘর, 'আমার' পুত্র, 'আমার' কন্যা, 'আমি' ধনী, 'আমি' পণ্ডিত, 'আমি' বুদ্ধিমান, ইত্যাদিই ভ্রম; কারণ, আমরা এই অনিত্য দেহকেই 'আমি' 'আমার' বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু যে চৈতন্য সত্ত্বা এই "আমির" অভিনয় করিতেছেন যাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইলে, এই 'আমির' কোন কার্য্যই চলেনা, তাঁহাকে চিনি না, তাঁর কথা ভুলেও মনে করি না যে সেই বিরাট 'আমির'—সেই চিৎশক্তির অভাব হইলে, যাঁহার স্পন্দনের বিরাম হইলে এই 'আমি' কোথায় থাকে? এই ভ্রম দূর করার চেষ্টা— **সেই নিত্য সত্য "আমির" সন্ধান করা, তাঁহার—পরমাত্মার অনুসন্ধানই সাধনা।**

সাধকপ্রবর সিদ্ধ মহাপুরুষ **রামপ্রসাদ** * সেই 'আমির' সন্ধান করিতে করিতে 'আমিকে'—'পরমাত্মাকে'—শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছিল। এক সময় তিনি গাহিয়াছিলেন :—

"'আমি' কোনখানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোথা গেলে 'আমি' মিলে ব'লে দে 'মা' আমায়।"

---

* "কালীভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ **রামপ্রসাদ**। তাঁহার বাড়ী পশ্চিম বঙ্গের হালীসহর গ্রামে ছিল। তিনি গৃহী সাধক ছিলেন। সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভও নিকটস্থ হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রীভগবান সর্ব্বদা আমাদের প্রাণরূপে—আত্মারূপে—অন্তর্দ্দেবতারূপে, হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রকার সাধন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে, শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে সিদ্ধির পথে নিয়া যাইবেন, কৈবল্যমুক্তির অধিকারী করিবেন।

কামনাবাসনা শূন্য হইয়া সাধনা করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মক্ষয় করিয়া সিদ্ধির পথে আসিতে হয়। **পরন্তু শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে—আত্মায় অনন্যনির্ভরতা থাকিলে, এই জন্মেই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সংস্কার ক্ষয় করিয়া, সিদ্ধিলাভ ও পরে কৈবল্য-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।** অতএব অনন্যচেতা হইয়া গুরুবাক্য পালন, এবং গুরূপদিষ্ট উপায়ে মনন ও নিদিধ্যাসনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ সাধনা। কারণ, যাহার যাহা প্রয়োজন, গুরু তদীয় শিষ্য-দিগকে তদনুরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। এই প্রকার সাধনাদ্বারা সর্ব্ববিধ কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া বিষয়ে অনাসক্তি আসিবে। এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে ও পরে ধ্যান ও সমাধি আসিবে, এই সমাধি নির্ব্বিকল্পে পৌঁছিয়া **কৈবল্য** দান করিবে।

এই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সর্ব্বদা শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সতর্ক থাকিতে হয়, যেন তাহা ধরা যায়। কারণ, প্রত্যেকের হৃদয়েই কোন না কোন সময় সত্যের আভাস বিজলী-চমকের মত খেলিয়া যায়। শ্রীগুরু-**দেবের কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না,** এইটি হৃদয়ে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া সেই গুরুর কৃপা লাভ করার জন্য সাধনপথে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তন্মধ্যে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। তাই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, তাঁহার ভক্ত হইয়া, তাঁহারই চিন্তা করা, তাঁহারই সেবা করা, তাঁহারই আদেশ পালন করার উপদেশ দিতেছেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বলিতেছেন যে, এই দীনদয়াল ঠাকুর ছাড়া—গুরু ছাড়া, এজগতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। এই প্রকার দৃঢ় প্রত্যয় যাহার হইবে, তাহার কৈবল্যমুক্তিও সন্নিকট এবং সুনিশ্চিত।

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাও বলিতেছেন যে, সর্ব্বদা নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় মনকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে পরম শান্তির উদয় হয়। ইহাই অদ্বৈতের সাধনা, নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা।

ভ্রান্তিই জীবের বহুকালের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার। তাই ভ্রমপূর্ণ মানুষ 'আমি' 'আমার' নিয়া ব্যস্ত। 'আমার' বাড়ী, 'আমার' ঘর, 'আমার' পুত্র, 'আমার' কন্যা, 'আমি' ধনী, 'আমি' পণ্ডিত, 'আমি' বুদ্ধিমান, ইত্যাদিই ভ্রম; কারণ, আমরা এই অনিত্য দেহকেই 'আমি' 'আমার' বলিয়া জ্ঞান করি; কিন্তু যে চৈতন্য সত্ত্বা এই "আমির" অভিনয় করিতেছেন যাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইলে, এই 'আমির' কোন কার্য্যই চলেনা, তাঁহাকে চিনি না, তাঁর কথা ভুলেও মনে করি না যে সেই বিরাট 'আমির'—সেই চিৎশক্তির অভাব হইলে, যাঁহার স্পন্দনের বিরাম হইলে এই 'আমি' কোথায় থাকে? এই ভ্রম দূর করার চেষ্টা— **সেই নিত্য সত্য "আমির"সন্ধান করা, তাঁহার—পরমাত্মার অনুসন্ধানই সাধনা।**

সাধকপ্রবর সিদ্ধ মহাপুরুষ **রামপ্রসাদ** * সেই 'আমির' সন্ধান করিতে করিতে 'আমিকে'—'পরমাত্মাকে'—শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছিল। এক সময় তিনি গাহিয়াছিলেন :—

" 'আমি' কোনখানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোথা গেলে 'আমি' মিলে ব'লে দে 'মা' আমায়।"

---

* "কালীভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ **রামপ্রসাদ**। তাঁহার বাড়ী পশ্চিম বঙ্গের হালীসহর গ্রামে ছিল। তিনি গৃহী সাধক ছিলেন। সর্ব্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক এই প্রকার গান শ্রীহটের (পুঃ বঃ) সিদ্ধ মহাপুরুষ জনাব হাচন রজা চৌধুরী ছাহেব মরহুমও * এক সময় গাহিয়াছিলেন :—

"'তোমায়' ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি"....

তন্ময় হইয়া স্বরচিত মায়ের সাধনসঙ্গীত গাহিতেন। মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, "জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ" ও "গানাৎ মুক্তিঃ।" গান করিতে করিতেই রামপ্রসাদ মুক্ত হইয়াছিলেন।

এক সময় তিনি ঘরের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে তন্ময় হইয়া মাতৃসঙ্গীত গাহিতেছিলেন। অপরদিক্ হইতে তাঁহার কন্যা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার সেই কন্যা স্থানান্তরে গেলেও, তাহার বেড়া বাঁধার কার্য্য সমভাবেই চলিতেছিল—'মা' কালীই কন্যারূপে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। এই প্রকার অনন্যচিত্ত হইয়া যাহারা শ্রীভগবানকে ডাকেন—শ্রীগুরুর উপাসনা করেন, ভগবান তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন অর্থাৎ অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিও—তৎসংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন—মোক্ষ প্রদান করেন।

* "সিদ্ধ মহাপুরুষ জনাব **হাচন রজা চৌধুরী** ছাহেব মরহুম। শ্রীহট (পুঃ বঃ) জিলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ থানার অধীন তাঁহার বাড়ী। তিনি সেই দিনের ভোগী জমীদারদের অন্যতম ছিলেন—নিরক্ষর জমীদার। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বরচিত সাধনসঙ্গীতই গাহিতেন। সেই রামপ্রসাদের মত তিনিও **"গানাৎ সিদ্ধঃ"** ছিলেন।

তাঁহার দেহরক্ষার পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব একিমুড় রজা চৌধুরী ছাহেব তাঁহার পিতার রচিত গানগুলি **'হাচন উদাস'** নামে এক বহি ছাপাইয়া পিতাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের বাঙ্গালার বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বাপর এই বাঙ্গলাদেশের অনেক সাধকই গানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন :—

কমলাকান্ত (বর্দ্ধমান পঃ বঃ), **কৃষ্ণকান্ত** (ফরিদপুর পূঃ বঃ), **ভুবন রায়, গুল মামুদ, মনমোহন** এবং **আপ্তাব্ উদ্দিন** (ত্রিপুরা—পূঃ বঃ) এবং শ্রীহট্টের জমীদার **হাচন রজা চৌধুরী** ছাহেব মরহুম্ প্রভৃতি।”

অনুরূপ কথা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যুগাবতার, জন্মসিদ্ধ, মহামানব **যীশু খ্রীষ্টও** * বলিয়াছেন :—

“যে করিছে ‘আমির’ সন্ধান,
সে যেন থামে না কখন,
যতদিন না পায় সন্ধান,
থাকে না নিশ্চেষ্ট বসিয়া।
বিস্মিত হইবে সে তখন,
পাবে তাঁর সন্ধান যখন,
যাবে চলি অমর ভবন,
আর না আসিবে ফিরিয়া।

ইহাই কৈবল্য মুক্তি।

---

* Jesus sayeth :—“Let not him, who seeks.........cease until he finds, and when he finds he shall be astonished astonished he shall reach the kingdom, and having reached the kingdom, he shall rest.”

Deissmann, A. ‘Light from the Ancient East.’

Trans. by L. R, M. Strachan, 1927 (Translator’s Prefaces, Page No. xx)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল মানবমণ্ডলীর লক্ষ্যই সেই 'আমির' সন্ধান করা। সেই 'আমির' সন্ধান করিতে করিতে ভ্রম দূর হইয়া সেই 'আমির'— পরমাত্মার,— পরম ব্রহ্মের সন্ধান মিলিবে। জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান, হজরৎ মোহাম্মদের আল্লাহো আকবর, যীশু খ্রীষ্টের পরম পিতা, একই আরাধ্য শক্তি,— একই চৈতন্য সত্ত্বা,—একই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম*।

এই ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অটল, অচল, "অবাঙ্‌মনসগোচরঃ"। অথচ তিনিই সর্ব্বজীবে, সর্ব্বরূপে, সর্ব্বঘটে বিরাজমান। এক তাঁহার শক্তিতেই এই বিশ্বচরাচর পরিচালিত হইতেছে। এই ব্রহ্মে স্থিতিই কৈবল্যপ্রাপ্তি। এই কৈবল্যপ্রাপ্তিই মানবজীবনের শেষ পরিণতি। যাঁহার এই কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাঁহার জন্মমৃত্যুর গতাগতি ঘুচিয়া জীবন সার্থক হইয়াছে। কোন্ প্রকার সাধনপন্থা অবলম্বন করিলে আমাদের এই প্রকার পরিণতি হয়, দীনদয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের পত্রাবলীতে, তাঁহার অমৃত বাণীতে তাহাই বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

এই সাধনার একটু উচ্চস্তরে না উঠা পর্য্যন্ত শিষ্য গুরুর প্রকৃত

*Holy Bible—New Testament :
The First Epistle General of S. John, Ch. 1, Para 5 :
5. "...God is light and in Him no darkness at all."
কোর্‌আন্—আল্লাহু নুর উছ্‌ছামাওয়াতিওয়া আল্ আরজ্। সুরা—২৪, আয়াত্—৩৫
God is light of Heaven & Earth
Holy Bible—New Testament : S. Mark, Ch. 12, Para 29
"..........The Lord our God is one Lord,"
কোর্‌আন্ :—ওয়া ইলাহুকুম্, ইলাহু, ওয়া আহিদুন্ ওয়া ইলাহা ইল্লাহু। সুরা—২; আয়াত্—১৬৩
Your God is one and there is no God but He,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সাধনার সেই উচ্চ স্তরে পৌঁছিবার সুযোগ ও শক্তি যাহাতে সাধক সহজে পান, তজ্জন্য সুষুম্না নাড়ীর প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি রক্ষা করা সাধকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ, এই সুষুম্নার মূলেই **'মূলাধার চক্র'** (পদ্ম) বিরাজমান, যে স্থানে **'কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি'** শিবসহ জ্যোতির্ম্ময় অবস্থায় অধিষ্ঠিত আছেন। এই শক্তি জাগ্রত করাই সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই যাহাতে এই সুষুম্না নাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তজ্জন্য আমাদের **"সমং'কায়শিরো গ্রীবং"** গীতা ৬।১৩) হইয়া, অর্থাৎ মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া, সোজা হইয়া, ঐ মূলাধার-চক্রের জ্যোতিঃর দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, একই আসনে বসিয়া, একই সময়, একই নাম কীর্ত্তন, একই মন্ত্র জপ, একই স্তবাদি পাঠ করা উচিত। ভাল লাগে, না লাগে—ঔষধ সেবনের মত, অভ্যাসযোগে নাম করিতে করিতে নামে রুচি হয়। এই প্রকার নাম করাই গুরুসেবা। যিনি সর্ব্বদা নাম করেন তিনিই গুরুসেবা করেন। এই নাম করা ও পূজা একই; নাম করিলেই পূজা হয়; কারণ, পূজা শব্দ অর্চ্চনা, উপাসনা, আরাধনা জ্ঞাপক। পূজা অর্থাৎ পূর্ণরূপে জানা। মহাজন বলিয়াছেন :— **"জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, ন সংশয়ঃ।"** জপ দ্বারাই ভগবানকে পূর্ণরূপে জানা যায়, তাই নাম করাই জপ করা, তবে জপই হইল পূজা।

শ্বাসে প্রশ্বাসে দেহের বায়ু ও রক্ত পরিস্কৃত হইয়া, দেহের ক্ষতি-পূরণ করিতেছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম নিতে নিতে, প্রাণায়াম আপনিই হইতে থাকে এবং বীর্য্যও স্থির হয়। ইহাতেই চিত্তের ময়লা দূর হয়। দেহ নীরোগ হয়, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া মন স্থির হয় ও জ্ঞান প্রকাশ পায় এবং দেহে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃর বিকাশ হয়।

এই নামের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুদেবের অনন্তরাজ্য, অনন্তরূপ, অনন্তশক্তি, অনন্তভাব ও অনন্তলীলা প্রকাশ পাইতেছে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি গেথে গেলেই আত্মদর্শন হয়— **কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে।** তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন।

সাধনার প্রশস্ত সময় হইতেছে রাত্রির চতুর্থ যাম অর্থাৎ শেষ প্রহর। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"প্রথম প্রহরমে সবকোঈ জাগে
দোহ্‌রা প্রহরমে ভোগী,
তিছ্‌রা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহরমে যোগী।"

ঐ সময় মহাপুরুষগণ সূক্ষ্মদেহে ধরায় বিচরণ করেন। এই সময়ের মধ্যেই একটি নির্দ্দিষ্ট পৃথক আসনে বসিয়া নাম করিলে মহাপুরুষদের কৃপা পাওয়ার সুযোগ হয়। এমন কি ঐসময় ঐ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া নাম করিলে, মহাপুরুষগণ কখন কখন আসিয়া নামে সাহায্যও করেন। পবিত্র গন্ধে তাঁহাদের শুভাগমনের অনুভূতি হয়।

আহারশুদ্ধি না হইলে, সত্ত্বশুদ্ধি হয় না—সত্ত্ব গুণের বিকাশ হয় না। অতএব আহারশুদ্ধিই সাধনার প্রথম সোপান। আহারশুদ্ধি না হইলে অর্থাৎ আর্য্য-ধর্ম্মসম্মত সাত্ত্বিক আহার না করিলে, চিত্ত শুদ্ধি হয় না। কারণ, আহারে দেহ ও মনের সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া চিত্তের উপর ক্রিয়া করে। এ সম্বন্ধে সাধক-মাত্রই কিছু-না-কিছু অবগত আছেন। বিশেষ ভাবে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে মনু-সংহিতা পড়িবেন। খাদ্যাখাদ্যাদি দ্বারা আমাদের দেহ ও মনের কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা মনুসংহিতাতেই বিশেষ রূপে উল্লিখিত আছে। একটা সাধারণ বিষয় অনেকেই দেখিতেছেন, যে, যতদিন পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে ছোট থাকে, তাহাদের মাতাপিতার তত্ত্বাবধানেই থাকিতে হয়, বড় হইলে আর মাতা পিতার তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, সাধণার একটু উচ্চস্তর না উঠা পর্য্যন্ত, সংস্কার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূলক খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলাই সঙ্গত। তাহা না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, মনে সাত্ত্বিক ভাব আসে না, মনে সাত্ত্বিক ভাব না আসিলে, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হয় না, মন চলে না, সাধনা হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাহাতে নিত্য-শুদ্ধ শ্রীভগবানের—শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তির বিকাশ হয় না; যেমন মলিন দর্পণে কোন প্রকার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। কাজেই **আহারশুদ্ধি না হইলে সাধনা হয় না—আত্মদর্শন হয় না—কৈবল্যপ্রাপ্তিও ঘটে না।**

হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতি, এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যেই পরস্পর খাদ্যাখাদ্য স্পর্শাস্পর্শজনিত সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সকলের লক্ষ্যই সাধনাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া, সেই পরমাত্মায় বিলীন হওয়া। সকলেই এই সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ সংস্কার রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এবং সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তও হইতেছেন। কাজেই, এই সংস্কার ত্যাগ না করিলেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির জাতীয় খাদ্যাখাদ্যের, স্পর্শা-স্পর্শের সংস্কারজনিত মানসিক অবস্থা ত্যাগ না করিলেও সাধনার কোন বাধা হয় না—মোক্ষলাভের অভাব হয় না।

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।"

আমরা ধর্ম্ম কি, তাহাও জানি, অধর্ম্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু মোহগ্রস্ত আমরা; ধর্ম্মের দিকে মন আকৃষ্ট হওয়ার মত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। কেন হয় না? আমাদের "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই প্রকার আত্মোৎসর্গের ভাব—আত্মনির্ভরতার ভাব কেন হয় না? কি করিলে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে পারিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এই প্রকার ভাব হয়? এই চিন্তাই সাধনা। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবই কৃপা করিয়া আমাদের মোহের অন্ত করিয়া, সাধনশক্তির উন্মেষ করিয়া, আমাদিগের কৈবল্যমুক্তির সন্ধান দিবেন। মূলে থাকিবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণে "কায়েন মনসা বাচা" আত্মসমর্পণ—আত্মোৎসর্গ।

"ধ্যান মূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) শ্রীমুখের অমৃতবাণীর 'অর্থ' সম্বন্ধীয় সারার্থ

আসি নাই এ সংসারে আপনারে বড় ক'রে
আপনার মাহাত্ম্য বাড়াতে।
আসি নাই ভোগী হয়ে স্বার্থ-সুখে ভুলে গিয়ে,
নিশিদিন প্রমত্ত রহিতে।
আসিয়াছি পর কাজে, পরবেশে, পরদেশে,
পরের বাসে পরের সাক্ষাতে।
পর তরে প্রাণ দিয়ে, পর বোঝা মাথে নিয়ে,
পরেশের পায় পৌঁছাইতে॥
তোরে বলি ওরে মন, দে না ছেড়ে স্বার্থ ধন,
পরমার্থ যদি চাও।
পর সুখে সুখ, পর দুঃখে দুঃখ,
অন্তরে ভরিয়া লও॥ (শ্রীমুখের অমৃতবাণী)

সংসার মায়াময়, অচিরস্থায়ী ; বাসনাই তাহার শাসক ; ভ্রান্তিই ইহার মূল। অর্থাৎ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি। এই বিরাট ব্রহ্মই জ্যোতির্ম্ময় আদি স্পন্দন। এই ব্রহ্মের জ্যোতিঃ-সত্বাই সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। কিন্তু মায়াদ্বারা অভিভূত মানুষ, স্থূল জগতে নামরূপের কল্পনা করিতেছে, ইহাই ভ্রম। এই ভ্রম দূর করার চেষ্টাই সংসারধর্ম্মী জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ, এই ভ্রম দূর না হইলে মুক্তির সন্ধান মিলে না। কিসে—কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে, আমাদের এই ভ্রম দূর হয়, এই মহান্ উদ্দেশ্যটিকে আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে জীবনে কখনও এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হই। লক্ষ্যবিহীন জীবন, দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মত ভিন্ন পথে চালিত হইয়া, ধ্বংসের কবলে আসিয়া পড়ে। কাজেই এই লক্ষ্যটিকে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, সংসারসাগরে জীবন-তরণী পরিচালনা করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লক্ষ্যটিকে অতি উৰ্দ্ধে স্থাপিত করা প্রয়োজন, কারণ, আকাশ লক্ষ্য করিয়া যে তীর ছোড়ে, তাহার তীর অন্ততঃ বৃক্ষাগ্র পর্য্যন্ত উঠিবেই। যাহার লক্ষ্য নিম্নে – অসত্যে—হিংসায় — অধর্ম্মে, তার অধোগতি ছাড়া কি হইবে ? তাই আমরা মনে করি, সংসারধর্ম্মী জীবের লক্ষ্যটি অতি উৰ্দ্ধে,— সেই অসীমে— সেই ভূমায়— সত্যনারায়ণে— শ্রীভগবানে— শ্রীগুরুতে— পরমাত্মায়— স্থির রাখা কৰ্ত্তব্য। সেই উৰ্দ্ধে পৌঁছিতে হইলে আমাদের সত্যাশ্রয়ী হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, অনলস-ভাবে, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, দৃঢ়পাদবিক্ষেপে গতিপথে অগ্রসর হইতে হইবে ; কারণ, ধৈর্য্যই দৈবী মায়া মুক্ত করিতে সমর্থ। এই ভ্রম দূর করার চেষ্টাই সাধনা, অর্থাৎ ধৈর্য্যের সহিত নাম করা।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীতা ৯।২২

অর্থাৎ এই প্রকার অনন্যনির্ভরতার সহিত যাঁহারা শ্রীভগবানের— সত্যনারায়ণের— শ্রীগুরুদেবের চিন্তা করিয়া উপাসনা করেন, ভগবান, তাঁহাতে একনিষ্ঠ ঐসকল ব্যক্তির অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি এবং তৎসংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন— মোক্ষ প্রদান করেন। ভগবানে এই প্রকার একনিষ্ঠতাই পাতিব্রত্য ধৰ্ম্ম।

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর, সত্যনারায়ণ বলিতেছেন, এই নামেই সব হবে, সব পাবে। নাম পাইলে মুক্তির অভাব হয় না ; কাজেই আমাদের ইহ-পরকালের জন্য ভাবিবার কিছুই নাই। নাম নিতে নিতে, এই নামেই আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দৈন্য দূর করিয়া পরম শান্তির অধিকারী করিয়া নিবেন। অবশ্য এই নামে— শ্রীভগবানে—সত্যনারায়ণে—শ্রীগুরুতে—আত্মায়, অনন্য-নির্ভরতা থাকা চাই—পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত সম্পূর্ণরূপ আত্মনির্ভরতা থাকা চাই—আত্ম-সমর্পণ থাকা চাই। **এই প্রকার নির্ভরতাই পাতিব্রত্য ধৰ্ম্ম**—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাতিব্রত্য শক্তিতেই কামনা বাসনা বিলুপ্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ পায়, নিত্যানন্দের যোগ হয়, জন্মমৃত্যুর গতাগতি ঘুচিয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রাতঃকৃত্যাদি যথাসম্ভব সম্পন্ন করিয়া, মাতাপিতাকে অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিলে ঐ প্রত্যক্ষ দেবতাদের আশীর্বাদে দৈনন্দিন কার্য্যাদি যেমন সুসম্পন্ন হয়, দেহও তেমন রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। মাতাপিতাকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করা যেমন সংসারধর্ম্মীর কর্ত্তব্য, তাঁহাদের আদেশ পালন করা এবং তাঁহাদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্টের কারণ উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি সর্ব্বদা পুত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করাও তেমন একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক ভাগ্যহীন সন্তান শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হয়। সেই সব ক্ষেত্রে মাতাপিতার ফটোকে, তদভাবে, মনে মনে মাতাপিতার চেহারা ধ্যান করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে মানসিক প্রণাম করিবেন। তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এই প্রকার অভ্যাস দ্বারা মনঃসংযম হইয়া সাধনা হইতে থাকিবে এবং ক্রমে গুরু সাক্ষাৎকার হইবে। তাই, দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনারায়ণ উপদেশ দিতেছেন, মাতাপিতাকে খুসী করাই সংসারধর্ম্মীর প্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছেন, অকর্ত্তা হইয়া নিষ্কামভাবে তাহাদের সেবা করিতে পারিলে আর বন্ধনের ভয় থাকে না; তাহাতেও ভগবানের সেবা হয়। কারণ, শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনারায়ণ বলিতেছেন, ভগবান পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যারূপে সম্যকভাবে এই সংসারে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীভগবান—সত্যনারায়ণ—শ্রীগুরুদেবই আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের নিয়ন্তা। আমরা উপলক্ষ মাত্র, নিমিত্ত মাত্র, দাস মাত্র—বড় লোকের বাগানের মালীর ন্যায় আমরা যদি নিষ্কাম ভাবে পরিজনের সেবা না করি—আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারি, তবে ভগবানের বিচারে দোষী হইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনারায়ণ বলিতেছেন, নিষ্কামভাবে সুখদুঃখাদি ভোগ করাও ভগবৎ-সেবা। এই প্রকার বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত হর্ষবিষাদাদি কর্ষণ বর্ষণের বেগ সহ্য করিয়া যাইতে যাইতে অহংভাব দূর হইয়া বাসনার নিবৃত্তি হয় ও তৎপর প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া, বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। আর জন্মমৃত্যুর গতাগতি আসে না। ইহাই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি—কর্ম্মসন্ন্যাস। অভ্যাসের দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হয়। এই প্রকার অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মক্ষয় করিয়া—জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ক্ষয় করিয়া সিদ্ধির পথে আসা যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে, এই জন্মেই গুরূপদিষ্ট সাধনাদ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইয়া, সিদ্ধিলাভ ও পরে কৈবল্য-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। অতএব সর্ব্বদা গুরুর কৃপা লাভের জন্য সচকিত থাকাই সংসারধর্ম্মীর একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধন সম্বন্ধে দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলী—তাঁহার অমৃতবাণী দ্বারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহা হইতেছে এই যে, দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনারায়ণ, আমাদের নিকটে, সম্মুখে এবং পিছনে সর্ব্বদা থাকিয়া নামে আমাদের সাহায্য করিতেছেন, এই ভাব নিয়া অকর্ত্তা হইয়া নাম করা। কর্ত্তৃত্বাভিমান দ্বারা দক্ষযজ্ঞ হয়— সুখ দুঃখ, লাভ লোকসানই হয়—সব ভুল করিয়া দেয়, শেষ শান্তি হয় না, জন্মমৃত্যুর গতাগতি ঘোচে না।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার জন্য সংসারধর্ম্মী জীবের সজ্জনের সঙ্গ করাও প্রয়োজন। পরন্তু, অনেকের জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রত্যক্ষীভূত হয় যে, অনেকের জীবনের অধিকাংশ দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে এই কুসঙ্গ— **এই কুসঙ্গই ভুজঙ্গ।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের যত বিপদ, এই কুসঙ্গই ঘটায়। তাই সৎসঙ্গই সংসারী জীবের পরিত্রাণের প্রধান সহায়। এখন সৎ কে, অসৎ কে, আমাদের বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সঙ্গ করিতে হয়। সদসৎ পরীক্ষা করিতে গিয়া আমাদের অনেক সুযোগ ও সময় নষ্ট হইয়া যায়। সতের দেখা পাওয়া দুষ্কর।

লোকের সঙ্গ করিতে গিয়া প্রধান বিচার হ'বে বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ ব্যক্তির সংসর্গত্যাগ—চরিত্রহীন চাটুকারের সংসর্গত্যাগ — ধর্ম্মধ্বজী, সাধু-নামধারী, আশ্রমবাসী ভোগীর সংসর্গত্যাগ। অযাচিতভাবে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিচার বিবেচনা করিতে হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শ্রীভগবান—সত্যনারায়ণ—শ্রীগুরুদেব, আমাদের প্রয়োজন বোধে অযাচিত, ত্যাগী বন্ধুও মিলাইয়া দেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে কালবিলম্ব করা উচিত নয়; কারণ, গ্রন্থপাঠ অপেক্ষা সৎসংসর্গে দশগুণ বেশী এবং সত্বর কার্য্যসিদ্ধি হয়—শীঘ্র লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে পারা যায়। সে-ও সাধনাসাপেক্ষ।

এই নামের সাধনা দ্বারাই শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করিতে পারা যায়। মোটের উপর, এই প্রকার সাধনা ছাড়া কেহ কখনও এক-পদও অগ্রসর হইতে পারে না—লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া, এই ভবসংসারের জ্বালা জুড়াইতে পারে না। তাই আমাদের "মামেকং শরণং ব্রজ" (গীতা ১৮।৬৬) হইয়া থাকাই অবশ্য কর্ত্তব্য; অর্থাৎ সমস্ত ভার শ্রীগুরুর উপর নির্ভর করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, প্রভৃতির চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অকর্ত্তা হইয়া, উপস্থিত কার্য্যসকল যথোপযুক্ত নির্লিপ্ততার সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইবার উপদেশই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর —সত্যনারায়ণ আমাদিগকে দিতেছেন। শ্রীভগবানে—সত্যনারায়ণে—শ্রীগুরুতে অনন্যনির্ভরতা থাকিলে, শ্রীগুরুই সব করাইয়া নিবেন।

আত্মাকে চিনিতে হইলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, এই দেহই আত্মা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি, কর্ত্তা। একটু অভিনিবেশের সহিত অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই দেহ জড়পিণ্ডবৎ, ইন্দ্রিয়গ্রামই চালক। আর একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলে মনে হইবে, ইন্দ্রিয়গ্রাম কিছুই নয়, মনই চালক। কিন্তু মনের চঞ্চলতা এত বেশী যে, সে কেবল সংকল্প বিকল্পই করে, কিছুই স্থির করিতে পারে না। তখন কে কর্ত্তা, কে মনকে স্থির সিদ্ধান্তে নেয়? আর একটু স্থৈর্য্যের সহিত অন্তর্দৃষ্টি করিলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে ও ধরিতে পারি, এর মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি রহিয়াছে; তখন মনে হইবে, এই বুদ্ধিই আত্মা। কিন্তু এই বুদ্ধিও সত্বগুণের বিকার— জড়। জড়ে প্রকাশশক্তি কোথায়? অতএব চৈতন্যই প্রকাশশক্তিময়, এই চৈতন্যই আত্মা— শ্রীগুরু— শ্রীভগবান। এই চৈতন্যই বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতেছে, বুদ্ধি মনকে, মন ইন্দ্রিয়কে এবং ইন্দ্রিয় দেহকে পরিচালিত করিতেছে। অতএব অহং কর্তৃত্ব কোথায়?

স্বার্থবুদ্ধিই হিংসা; অর্থাৎ আমিই খাব, আমিই বড় হব, আমিই ধনী হব, আমিই একছত্র সম্রাট্ হব—এই প্রকার মনোবৃত্তিই অন্যের উপর উৎপীড়নের কারণ ঘটায়— এই মনোভাবই হিংসা।

সংসারধর্ম্মী জীবের অহিংসভাবে কার্য্য করিয়া যাওয়াই নিত্য প্রয়োজন। কারণ, হিংসাদ্বারা প্রাণ সর্ব্বদা সঙ্কোচিত থাকিয়া আয়ুক্ষয় করে। এই হিংসাদ্বারা প্রাণে এক প্রকার দাগ পড়ে, যেমন অপরিষ্কৃত লৌহখণ্ডে মরিচা ধরিয়া তাহাকে অকালে ধ্বংস করে। এই সংসারে লোকের যত প্রকার অসুখ অশান্তি জন্মে, তাহা শুধুই কেবল হিংসা দ্বারা সংঘটিত হয়। এই হিংসাই সংসারী জীবের সর্ব্ববিধ বিঘ্নবিপত্তির মূল কারণ। কাজেই হিংসা দ্বারা অধঃপতন ছাড়া আর কি হইবে? তাই হিংসা ত্যাগ করা সংসারধর্ম্মীর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

"তত্রাহিংসাপ্রাণিনাম্ প্রাণবর্দ্ধনানামুৎকৃষ্টতমা"।

অহিংসা সংসারধর্ম্মী মানবের দীর্ঘজীবন লাভের উৎকৃষ্টতম উপায়। অহিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা যখন আয়ুবৃদ্ধি হয়, তখন হিংসা দ্বারা নিশ্চয় আয়ুক্ষয় হইবে। এ-ত ধ্রুব সত্য।

এই সংসারে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, এই হিংসাই আমাদের জীবন খর্ব্ব করে— এই হিংসাই আমাদের অকালমৃত্যুর কারণ হয়—এই হিংসাই আমাদের সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়ার পরিপন্থী। রাষ্ট্রজীবনে এই হিংসাই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার তীব্র অবতারণার সৃষ্টি করিতেছে।

আর্য্য সভ্যতার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দিনে ঋষিগণ অহিংসানীতি প্রচার পুর্ব্বক বিশ্বপ্রেম দ্বারা বিশ্বজয় করিয়াছিলেন। সেই সময় এই জগতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পুর্ণ বিকাশ হইয়াছিল এবং সেই ভাবেই জাতিসমূহ—মানবমণ্ডলী পরিচালিত হইত।* পুনরায় ধর্ম্মজগতে সেই আর্য্য সভ্যতার—সেই আর্য্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সময় হইয়াছে।

যে হিংসাময়ী,—ধ্বংসাত্মিকা‡ পশুশক্তি জগৎ প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে,

---

* Holy Bible, New Testament: S. Mark, Ch. 12, Para 31.

............"Thou shalt love thy neighbours as thyself. There is none other commandment greater than this."

‡Holy Bible, New Testament : II Timothy : Ch. 3. Paras 1 to 7

1. "...........That in the last days perilous times shall come,

2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

3. Without natural affection, trucebreakers; false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,.

4. Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উচ্ছেদের এই উপযুক্ত সময়। তাই আশ্রমমাহাত্ম্য সম্বলিত পত্রদ্বারা, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহামানব দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর কৈবল্যনাথ ইঙ্গিত করিতেছেন যে, এই হিংস্রজগতের শাসনের জন্য পুনরায় মহাশিবের আবির্ভাব হইতেছে। তখন এই পৃথিবীতে একটি অমৃতময় মৃত্যুহীন নূতন জগতের সৃষ্টি হইবে।*

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরও বলিয়াছেন, "অদূর ভবিষ্যতে একটি বিরাট ধ্বংসলীলার অভিনয় হইবে, তাহার পর এই পৃথিবীতে একটি অভিনব, কালাতীত, আনন্দময়, মৃত্যুহীন সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে।"

---

5. Having a form of godliness, but denying the power thereof : from such turn away.

6. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins— led away with divers lusts.

7. Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth."

*Holy Bible, Revelations, Chap. 21, Paras 2—4, 24-25

"2. And I, John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God.

4. And God shall wipe away all tears from their eyes ; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain : for the former things are passed away,

24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it............

25. ....for there shall be no night there."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দরের স্বরচিত "**হরিকথা**" গ্রন্থে নানাস্থানে ভাবী প্রলয়ের আশঙ্কা জানাইয়াছেন। যথা,—

"মহাপ্রলয়, এল"

"মহাপ্রলয় নিকটে — মা"

"আর্থ-কূইক হয় কেন ? মা ?

"কাল জল, নাশ রটে"

"প্রলয়াম্বু, ভয় বাসে"

"মহাপ্রলয় আসে, কাঁপে ভব তরাসে"

এই প্রলয় হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও লিখিয়াছেন ; যথা,—

"যদি মা, কীর্ত্তন রটে,
তবে সৃষ্টি রক্ষা ঘটে"

"আর রক্ষা নাই, সবে হরিনাম লও"

"মহাপ্রলয় কাল, রক্ষা হরিনাম"।

মহানাম সম্প্রদায়, ফরিদপুর (পুঃ বঃ) শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে, গত ১৩২৮ বাংলা সনের কার্ত্তিক মাস হইতে, জগত-কল্যাণ কল্পে অবিরাম মহানাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এই কীর্ত্তনই প্রলয়ের ঝঞ্ঝা কাটাইয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিবে।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ইঙ্গিতেই এই নিরবচ্ছিন্ন মহানাম কীর্ত্তন চলিতেছে।

১৩২৮ বাংলা সনের আশ্বিন মাসে প্রভু জগদ্বন্ধু, মহাপ্রলয়ের আঘাত নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়া দশা আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "চন্দ্রপাত" নামক এক রহস্যময় গ্রন্থে "মহামৃত্যু—মহাপ্রলয়ন" বাণীতে উক্ত বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই মহামৃত্যুক্ষণ হইতেই ফরিদপুর (পুঃ বঃ) শ্রীঅঙ্গনে, উক্ত প্রকার নিরবচ্ছিন্ন মহাকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত নবযুগের আবির্ভাব না হয় ততদিনই এই কীর্ত্তনযজ্ঞ চলিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুরে (পূঃ বঃ) স্থায়ীভাবে বাস করিতে চাহেন শুনিয়া শ্রীবৃন্দাবনের কোন কোন বৈষ্ণব ভক্ত এক সময় বলিয়াছিলেন, "প্রভু, ফরিদপুর কি আপনার উপযুক্ত ভজনস্থান ? এই ব্রজভূমিতে যমুনা তীরেই আমরা আপনাকে ভজনমন্দির তৈয়ার করিয়া দিতেছি। আপনি এখানেই অবস্থান করুন।" প্রভু কিন্তু সেদিন দৃঢ় স্বরে এক অভিনব চাঞ্চল্যকর উক্তি করিলেন, "জানিস ? যদি কোন দিন পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডুবে যায়, সেদিনও ফরিপুরে হাটু জল। ফরিদপুরকে যে এবার আমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থান রূপে পরিণত কোরবো।"

(ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম, এ, পি-এইচ, ডি, হইতে সংগৃহীত।)

এই সম্বন্ধে স্বনামধন্য সূক্ষ্মদেহী রাজর্ষি স্বোঽহং স্বামীজী মহারাজ, যিনি প্রথম জীবনে সার্কাসে বন্য ব্যাঘ্রের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতেন, সেই শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বোঽহং স্বামীজী মহারাজও প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৯৪৮ সনে আমাকে জানাইয়াছিলেন, "আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ভারতের এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এই ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবে এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হইবে। যাহাতে পূর্ণরূপে ঐ প্রকার ধ্বংসলীলার অভিনয় হইতে না পারে তজ্জন্য ভারতের অশরীরী শক্তিবর্গ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। অতঃপর ভারতবাসীকে পথ দেখাইয়া দেওয়ার জন্য এক মহামানবের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু মূলে থাকিবে একনিষ্ঠ সাধনা।

ইংরাজী ১৯০৮-৯ সনে, যখন আমি ঢাকায় ছিলাম, ঐ সময় স্বোঽহং স্বামীজী মহারাজ (শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) মধ্যে মধ্যে ঢাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উকিল সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আসিয়া থাকিতেন ; কখনও বা বাড়ী যাইতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর (পূঃ বঃ)—লোনসিং গ্রামে, আমার বাড়ীর তিন মাইলের মধ্যেই ছিল। ঐ সময় ঢাকায় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন— **'না লইবে কারো দোষ, না করিবে রোষ, আপনি হইবে সাবধান।'**

পরছিদ্রান্বেষণ একটি মহৎ দোষ। অনেকের স্বভাব, পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। পরদোষ অনুসন্ধানকারীর মন সদাই দোষদুষ্ট থাকে। এই যে পরদোষের কল্পনা— চিন্তা, তাহাদ্বারা অন্তরে, চিত্তে, প্রাণে, এক প্রকার ছাপ পড়িয়া চিত্তটিকে মলিন করিয়া ফেলে; সেই প্রাণে সাধন ভজন হওয়া দুষ্কর। এই প্রকার অনধিকারচর্চ্চা সংসারধর্ম্মীর বিশেষভাবে বর্জ্জনীয়। কারণ, আমাদের নিজ নিজ ভাগ্যদোষেই নানাপ্রকার ভাল মন্দ অবস্থা, সুখ দুঃখ জুটিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের পরদোষান্বেষণের চিন্তা না করিয়া তাহাদের গুণ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, গুণ গ্রহণের অভ্যাসেও চিত্তশুদ্ধি হয়। মোটের উপর সংসারী জীব সর্বত্র সমভাব ও সত্যদ্রষ্টা হইয়া, সত্য কথন, সদ্‌ভাবে জীবন যাপন ও সৎচিন্তার আশ্রয় নিতে পারিলে, এই সত্যই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। এই সত্যই আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিবে।*

ব্যবহারিক জগতে,— কর্ম্মজীবনে, যাঁহারা এই সত্যের আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার প্রত্যক্ষানুভূতি পাইয়াছেন। **"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"** । মুণ্ডক, ৩, ১, ৬।

---

*Holy Bible, "New Testament : S. Mark Ch. 10, Para 18.
"There is none good but one that is God."

কোর্‌আন্ :— ফাতা-আলি আল্লাহু আলমালিকুল্‌হক্। সুরা—২০, আয়াত ১১৪।

High above all is God, the king, the truth.

Holy Bible Do — S. Mark : Ch. 2, Para 7
"Who can forgive sins but God only."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলসতা সংসারধর্ম্মী জীবের সকল প্রকার কর্ম্ম ও সাধনা খর্ব্ব করে। এই অলসতাকে প্রশ্রয় দিলে, কেহ আর সংসারের কোন কর্ম্মেই সফলকাম হইতে পারে না। এই অলসতা বহুবিধ। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে, অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গে উঠি উঠি করিয়া শয্যা ত্যাগ না করা এবং মধ্যাহ্ন-আহারের পর নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া শয্যা গ্রহণ করা। এই দুই অভ্যাসই সর্ব্বাগ্রে পরিত্যজ্য। কারণ, অতি প্রত্যূষে যাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদের সাংসারিক দৈনন্দিন কার্য্যই সুসম্পন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাই মহাজন বলিয়াছেন :

"ষড়দোষাঃ পুরুষেনেহ হাতব্য ভূতিমিচ্ছতা,
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধঃ, আলস্যং, দীর্ঘসূত্রতা"

এই ছয়টি রিপুই সম্পদ্‌লাভেচ্ছু সংসারধর্ম্মী জীবের পক্ষে সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়। এই রিপুগুলির একটির আবির্ভাব হইলেই সংসারধর্ম্মী জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যাহারা এই ছয়টিকেই জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কৃতিত্বের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণপূর্ব্বক, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া ইহ-পরকালের, কালের কবল হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সংসারধর্ম্মীর এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার চেষ্টায় অনেককে অনেক সময় বিশেষভাবে বিব্রত হইতে দেখিয়া, দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যনারায়ণ তাঁহার পত্রাবলীদ্বারা—তাঁহার অমৃতবাণীদ্বারা, 'কিছুরই অভাব ঘটাইতে চেষ্টা করিতে নাই, প্রার্থনা করিতে নাই*' বলিয়া এই

---

* Holy Bible, New Testament. S. Mathew : Ch. 6, P. 8. "Be not ye therefore like unto them : for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask Him."

কোরআন্ :—ওয়া রাজাকাকুম্ মিন্
আততাইবাতি—সুরা ১৬, আয়াত্ ৭২

"And God has provided for your subsistence of the best kind."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। নিজের পরিবার প্রতিপালন ও জীবন ধারণের জন্য' পরমুখাপেক্ষী না হইয়া—যেমন করিয়া হউক একটা চাকুরী কি ব্যবসা দ্বারা সদ্‌ভাবে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া আয় অনুসারে ব্যয় করিতে এবং অন্তকাল পর্য্যন্ত কষ্ট না হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে, দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আমা-দিগকে উপদেশ দিতেছেন। ধার করা বড় দোষ বলিয়া কোন প্রকারেই ধার করার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করিতেছেন; কারণ এই ধারে সর্ব্বপ্রকার শান্তি নষ্ট করিয়া সাধনেও বিঘ্ন উপস্থিত করে। ধার করা যেমন দোষ, ধার দেওয়াও তেমন দোষ। কারণ, ধার দিয়া সেই ধার উদ্ধারের জন্য পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সময় নষ্ট, কার্য্য নষ্ট এবং বন্ধুত্বও নষ্ট হয়। পরের স্বার্থ নষ্ট করা যেমন পাপ, নিজের স্বার্থ রক্ষা না করাও তেমন পাপ।

পরমুখাপেক্ষিতাও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—তবে কিনা, বড় লোকের সাহায্য ভিন্ন অবস্থার উন্নতি হয় না বলিয়া, যথাযোগ্যস্থলে ন্যূনতা স্বীকার করিয়া শরণ লইতে দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর— সত্যনারায়ণ আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন।

দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের—সত্যনারায়ণের এই সব উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী —অমৃতবাণীসমূহ, মানবসমাজকে ইহ-পরকালের পথ প্রদর্শকরূপে, উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ ভারতের জন-মণ্ডলীকে প্রেরণা দিতেছে। দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর —সত্যনারায়ণ কাহারও কোন অভাব রাখেন না, এই তাঁর স্বভাব।

এই প্রসঙ্গে দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যনারায়ণের আশ্রম সম্পর্কীয় কয়েকটি কথা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। কথা প্রসঙ্গে একদিন দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর,—সত্যনারায়ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, চট্টগ্রাম (পুঃ বঃ) ''কৈবল্য ধাম" এবং যাদবপুর (২৪পরগণা পঃ বঃ) "কৈবল্য ধাম" ছাড়া, এই পৃথিবীতে আরও চারিটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে আমরা মাত্র দুইটির সন্ধান পাইতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি রাজপুতনায়—চিতোরে, অন্যটি মানস সরোবরের তীরে।* অন্য দুইটির সন্ধান এখন পর্য্যন্তও মিলে নাই। পরন্তু, দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর—কৈবল্য নাথের লিখিত পত্রাবলী, যাহা ''প্রবেশিকারূপে" প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার পরিষ্কার ইঙ্গিতই রহিয়াছে যে, কোন মহাপুরুষের দ্বারা যথাসময়ে এই রহস্য উদঘাটিত হইবে।

এই স্থলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছু লিখা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাঙ্গলায় মাত্র দুইটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের মনে হয়, ভারতের সাধনোপযোগী প্রত্যেক স্থানেই এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ আশ্রম—'মানব কল্যাণ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই সব আশ্রমে যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সেবা, পূজা ও প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে এবং সাধন-ভজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে ও ভজনপরায়ণ আশ্রিতগণ পুণ্যতীর্থ্যাদি উপলক্ষে এবং যথেচ্ছভাবে যাহাতে সুখে ও শান্তিতে আশ্রমে বসিয়া সাধনার সুযোগ পায়, তৎপ্রতি আশ্রম পরিচালকগণের আশ্রমোপ-যোগী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

সাধন ভজনের ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা আশ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, এইসব আশ্রম আমাদের রামাশ্রিত সাধকমণ্ডলীর আশ্রয়স্থল। আশ্রম অর্থ হইল, যেস্থানে অবস্থিতিতে মন আশ্রয় পায় এবং মনে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বিকাশ হয়, অর্থাৎ যে স্থানে বসিয়া নিরুদ্বেগ-চিত্তে ধ্যানধারণা করিতে পারা যায় এবং মন ও প্রাণ মহাপ্রাণের—পরমাত্মার সম্মুখীন হইতে সুযোগ পায়, এই প্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে স্থানে অনুকূল, তাহাই আশ্রম। এই প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠার আদেশেই দীনদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যনারায়ণ আমাদিগকে দিয়াছেন।

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেন ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

---

*১। পাহাড়তলী কৈবল্যধাম (চট্টগ্রাম, পূঃ বঙ্গ)
২। যাদবপুর কৈবল্যধাম (২৪-পরগণা, পঃ বঃ)
৩। মনছড়া—মানস সরোবরের তীরে।
৪। যোগাদ্যা—(চিতোর, রাজপুতনায়)
৫। সত্যনারায়ণ সেবা-মন্দির—(ডিঙামানিক, ফরিদপুর, পূঃ বঃ)
৬। সমাধিমন্দির—(চৌমোহনী—নোয়াখালি, পূঃ বঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গ) শ্রীমুখের অমৃতবাণীর 'কাম' সম্বন্ধীয় সারার্থ

কামনা বাসনাই প্রারব্ধ ভোগের প্রধান উৎস। এই দুষ্পূরণীয় মকে আশ্রয় করিয়া, মানুষ সর্ব্বদা আসুরিক ভাবসমূহ অবলম্বন করিয়া, দম্ভ, দর্প, মান ও মদে মত্ত হইয়া, মোহ বশতঃ নিজেদের অসৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, বিষয়সুখে মত্ত হইয়া,—শত শত আশা পাশে বদ্ধ হইয়া, নিত্য অধর্ম্মের কার্য্য দ্বারা—প্রারব্ধভোগের কারণ সঞ্চয় করে।

আমাদের স্বার্থবুদ্ধিই সকল কর্ম্মের মধ্যে একটা কামনা রাখিয়া দেয়, এই কামনায় সংস্কার জন্মে, এই সংস্কারই পুনর্জ্জন্মের মূলীভূত কারণ।

মহাজন বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব জন্ম কৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে," "কর্ম্মজং লোকবৈচিত্র্যম্"। এই কর্ম্ম হইতেই এই বৈচিত্র্যময়-জগতে মানুষের উৎপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের ফলেই আমাদের জন্মান্তর গ্রহণ এবং যাবতীয় আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক ও দেখাশুনা হইয়া, প্রাক্তন ফল ভোগ করিতে হয়। এই দৈব অখণ্ডনীয়, কেবল কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে কর্ম্ম ক্ষয়ে এই দৈব—প্রারব্ধ খণ্ডন হয়।

এই সম্বন্ধে সুধী ভ্রাতা ভগ্নীগণ—ভক্ত পাঠকমণ্ডলী স্বকীয় অভিজ্ঞতার বিষয় একটু চিন্তা করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, এই সংসারে স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ শুধুই কেবল প্রাক্তনফল ভোগ করিয়া ঋণ পরিশোধ করার জন্য। কারণ, এই জগতে কারণ ভিন্ন কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তাই মানুষ কার্য্যকারণ পরম্পরায়, কোন না কোন কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া, প্রাক্তন ফল ভোগ দেওয়া ও নেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে কেহ কখনও জন্মগ্রহণ করে না। এই আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির গঞ্জনা সহ্য করাই প্রাক্তন ফল ভোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকের জীবনে দেখা যায়, অনেক সন্তানের মাতা-পিতার সঙ্গেও সৌহার্দ্দ্য থাকে না। অনেকে স্ত্রী দ্বারা, অনেকে পুত্র-কন্যা দ্বারাও অসুখী হয়। ভ্রাতা অতর্কিতে ভগ্নীর অনিষ্ট করিতেছে এবং ভগ্নী দ্বারাও ভ্রাতার তদ্রূপ অনিষ্ট হইতেছে। অনিচ্ছা সত্বেও অতর্কিতেই এই সব হয়। এমন কি, কোথাও পুত্র অথবা কন্যা মাতা-পিতার হত্যার কারণ হইতেছে এবং স্থলবিশেষে, মাতাপিতাও পুত্রকন্যার হত্যার কারণ হইয়া পড়ে, দেখিতে পাওয়া যায়। *

পরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, কোন এক ভগবৎ প্রেরিত অযাচিত বন্ধুদ্বারা লোক উপকৃত হয়। ইহাই প্রারব্ধভোগ। আমরা সাধারণ সংসারী জীব, বুঝিতেছি না কেন এই প্রকার হয়। এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা, এত অত্যাচার ভোগ করা সত্বেও আমরা চিন্তা করি না, বুঝিতে চেষ্টা করি না, কেন এই প্রকার হয়। আবার প্রবল আসক্তি নিয়া সেই কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটিতে থাকি এবং এই আশামরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া, আবার নূতন বাসনা নিয়া মৃত্যুর কবলে পড়িয়া, আবার নূতন জীবনে, নূতন বাসনা সংস্কারে মুকুলিত হইয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া, জন্ম-মৃত্যুর কবলে চিরকাল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। গতাগতি ঘোচে না। এই প্রারব্ধের মূলই বাসনা—ভোগই ক্ষয়। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। 'নভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম।' দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, ''প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"

---

*Holy Bible, New Testament, S. Mark : Ch 13, Para 12 "Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son ; and children shall rise up against their parents and shall cause them to be put to death."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কর্ম্ম ত্রিবিধ। সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম্ম। এই জন্মে ভাল মন্দ যে সব কর্ম্ম আমরা করিতেছি তাহাই ক্রিয়মান কর্ম্ম, ইহ জন্মে যাহা যাহা ভোগ করিতেছি তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম এবং প্রারব্ধদেবতা পর পর জন্মে ভোগের জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন তাহাই সঞ্চিত কর্ম্ম। অতএব দেখিতেছি, আমাদের কামনা বাসনাই প্রারব্ধরূপে জন্ম-জন্মান্তরে রূপান্তরিত হইতেছে। তাই আমাদের কর্ম্মগুলি অনাসক্ত হইয়া নিষ্কামভাবে করাই বিধেয়।

দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর, প্রাণগোপাল সর্ব্বদা তাঁহার পত্রাবলী দ্বারা, তাঁহার অমৃতবাণী দ্বারা আমাদিগকে এই প্রকার উপদেশই দিতেছেন।

এই যে দৈব, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল, বাসনাসংস্কারই ইহার মুল। এই সংস্কার দুরতিক্রম্য হইলেও অনাসক্ত পুরুষকার দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা, চেষ্টা দ্বারা অতিক্রম করিতে পারা যায়। তাহাও গুরুকৃপা সাপেক্ষ। এক **নামই প্রারব্ধ খণ্ডন করিতে পারে।** গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া এই সংস্কারমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিতে করিতে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয়, এই অভ্যাসযোগেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কর্ম্মে বন্ধন হয় না।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (গীতা ৪—৩৭)

এই প্রারব্ধ-ভোগের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার দ্বিতীয় পন্থা হইল কর্ম্মফলত্যাগ—শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা। হিন্দুর সমস্ত কর্ম্মই শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকাম এবং কর্ম্মফল নারায়ণে সমর্পণ করার বিধি আছে। গীতাই আমাদিগকে এই বিষয়ে পরিষ্কার শিক্ষা দিতেছেন। যথা :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"। (গীতা ৯—২৭)

এই প্রারব্ধ ক্ষয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করা, ইহাই প্রারব্ধভোগ। এই প্রারব্ধভোগে শেষ হয়, এই প্রকার বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমস্ত প্রারব্ধভোগ সহ্য করিয়া যাইতে যাইতে এবং কর্ম্মফল সকল বিচারপুর্ব্বক বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে, ক্রমে বাসনার নিবৃত্তি হইয়া নূতন কর্ম্মের সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া যায়। আমরাও দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু পত্রেই ইহার পরিষ্কার ইঙ্গিতই পাইতেছি। ইহাও গীতারই শিক্ষা, "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ" (গীতা—১৮।৬) কর্ম্ম করিয়া যাওয়া। তাহা হইলে আর কর্ম্মে বন্ধন হয় না, জন্মও হয় না, জন্ম-মৃত্যুর গতাগতি ঘুচিয়া কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়।

এখন দেখিতেছি, প্রারব্ধভোগের দ্বারা এবং নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা, কর্মক্ষয় করিতে হয়। কিন্তু সংসারী জীবের পক্ষে এই প্রকার নিষ্কাম-কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন, তাই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়া গুরুশক্তি দ্বারা কর্মক্ষয় করিতে পারিলে আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি হয় না।

সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না—গুরু করেন। আপনার সূক্ষ্ম চিৎশক্তিকে শিষ্যের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিষ্যের সূক্ষ্ম চিৎশক্তির বিকাশের সুযোগ করিয়া দেন। সদ্‌গুরু যখন শিষ্যকে মন্ত্র দিলেন, তখন হইতেই সদ্‌গুরু শিষ্যের অনন্ত জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন, গুরু ও শিষ্য একাত্মা হইয়া গেলেন। মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের নড়া চড়া বুঝিতে পারেন, সদ্‌গুরুও তেমন শিষ্যের সর্ব্বপ্রকার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারেন। মা কিছু আহার করিলে যেমন গর্ভস্থ শিশুর দেহ পুষ্ট হয়, সদ্‌গুরুর সাধনার ফলও তেমন শিষ্যগণ ভোগ করেন। সকল শিষ্যের সঙ্গেই সদ্‌গুরুর একটা অন্তরের যোগ থাকে। তাই, শিষ্য যদি গুরুর উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করে, তবে তাহাকে অনেক প্রকার লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখাল বালক যেমন নদীর তীরে সমস্ত গরু জড় করিয়া একটি একটি করিয়া গরু পার করিয়া সর্ব্বশেষ গরুটির লেজ ধরিয়া নদী পার হইয়া যায়, সদ্‌গুরুও তেমন সকল শিষ্যকে এই ভবসমুদ্র পার করিয়া শেষে নিজে পার হইয়া যান, ইহাই সদ্‌গুরুর স্বভাব। তাই দয়ানিধি শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ দিতেছেন, সর্ব্বদা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে হইবে। একমাত্র নামই প্রারব্ধ খণ্ডন করিয়া নিত্যধামে নিয়া যাইবে।

এই নাম যখন প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে অর্থাৎ "বিহারশয্যাসন-ভোজনেষু" (গীতা ১১।৪২) নাম চলিতে থাকিবে, তখনই বুঝিতে হইবে, প্রারব্ধ খণ্ডনের সূচনা হইল। সেই অবস্থায় শ্রীগুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া নাম করিয়া চলিলে শ্রীগুরুই আমাদের কৈবল্যমুক্তির সন্ধান দিবেন—প্রারব্ধখণ্ডন করিয়া জন্মমৃত্যুর তাড়না হইতে উদ্ধার করিবেন।

মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম্মের দ্বারা যেমন মানুষ প্রারব্ধ ফল ভোগ করে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিলে যেমন সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া হইয়া ফলভোগ করিতে হয়, রাষ্ট্রজীবনেও সেইরূপ জাতিবিশেষ জাতিবিশেষের উপর অত্যাচার করিলে সেই জাতিও সেই অত্যাচারজনিত ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই জাতীয় প্রারব্ধ ভোগ। বর্ত্তমানে সেই অবস্থা চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই জন্যই মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতেছে এবং জাতি জাতির উপর অত্যাচার করিতেছে—ইহা দ্বারাই যুদ্ধবিগ্রহের অবতারণা হইয়া জাতিসমূহ ধ্বংসের কবলে আসিয়া পড়িতেছে *।

---

*Holy Bible, New Testament, S. Mark : Ch. 13, Para 8. "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom : and there shall be earthquakes in divers places and there shall be famines and troubles : these are the beginnings of sorrows."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘ) শ্রীমুখের অমৃতবাণীর 'মোক্ষ' সম্বন্ধীয় সারার্থ :

"মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা"।
গুরুর কৃপাই মোক্ষলাভের মূল।

"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"।(গীতা ৩—৫)

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, লোকসকল প্রকৃতির বশীভূত॥ প্রাণীমাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য। মোক্ষের প্রতিকূল রাগদ্বেষাদি আসুরিক ভাবসমূহ, ব্যক্তি মাত্রকেই অভিভূত করিয়া সদা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে।

অতএব মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রকেই এই প্রকার আসুরিক প্রকৃতি যাহাতে তাঁহাদিগকে মোক্ষের পরিপন্থী অন্যায় কার্য্যে বাধ্য করিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য হইয়া, মানাপমানে, নিন্দাপ্রশংসায় ও সুখেদুঃখে, সমান জ্ঞান করিয়া, আমি আমার ইত্যাদি ভাবসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের সুখেদুঃখে সুখী দুঃখী ও ক্ষমাশীল হইয়া, লাভেঅলাভে সন্তুষ্ট-চিত্ত থাকিয়া, স্থিরচিত্তে (গীতা ১২।১৩-১৪, ১৮-১৯) শ্রীভগবানে—গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরে, আত্মসমর্পণ করিয়া স্বভাবকে, স্বধর্ম্মকে লক্ষ্যপথে—কৈবল্যমুক্তির সন্ধানে পরিচালিত করিতে হইবে। কারণ, শ্রীভগবান্ গীতায় প্রকাশ করিতেছেন, এই প্রকার ভক্তই তাঁহার প্রিয়। ইহার মূলে থাকিবে—গুরূপদেশে ঐকান্তিক ভক্তি ও একাগ্র নিষ্ঠা। এই লক্ষ্যই মোক্ষের দ্বার-স্বরূপ।

এই মোক্ষপ্রাপ্তির সুযোগ সুবিধার জন্য বৈদিক যুগে দ্বিজাতি প্রভৃতি মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল। "কায়েন মনসা বাচা" এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করাই সাধনার প্রথম ও প্রধান সোপান। পুরাতন ঋষিযুগের সেই গুরুগৃহে থাকিয়া কৈশোরে ব্রহ্মচর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়নের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই সাধনার বিশেষ অনুকূল। প্রায় শত বর্ষ পুর্ব্ব পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে বিশেষভাবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ঐ সময় পর্য্যন্তও গ্রামে গ্রামে টোল, চতুষ্পাঠী ও চটি বর্ত্তমান ছিল। সেই সব ক্ষেত্রেও গুরুগৃহে থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পাঠের ব্যবস্থা ছিল। কারণ, সেই যুগের পণ্ডিতমণ্ডলী অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানদান করা মহাপুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলেই পুন্য সঞ্চয় করিয়া মোক্ষলাভের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই, বিজাতীয় স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবর্ত্তনে, কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া পড়ায়, সেই সুযোগ সুবিধা হারাইয়া আমরা এখন মণিহারা ফণির মত ছটফট করিতেছি। এই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা আরম্ভ করিলে, মনঃসংযমও অতি সহজেই হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইয়া ধ্যান ধারণা হইতে থাকে।

নাম জপাদি সাধন করিতে করিতেও চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই মনে সাত্ত্বিকভাব আসিয়া অহংভাবের লোপ হয়। তৎপরই দেহাত্ম বোধ চলিয়া গিয়া প্রকৃত জ্ঞান জন্মে এবং গুরুসাক্ষাৎকার হয়। এই ক্ষেত্রে গুরুর উপদেশ পালনই প্রধান সহায়। কারণ, শিষ্যের যাহা প্রয়োজন, গুরুই তাহাকে সেই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। গুরুবাক্য পালন করিতে করিতে, বিষয়ে অনাসক্তি আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দূরীভূত হয়। এই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগ অভ্যাস দ্বারা ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া ধ্যান হয় ও পরে সমাধি আসে। **এই সমাধি নির্ব্বিকল্পে পৌঁছিলেই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে।**

গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, সত্যে নিষ্ঠা রাখিয়া, বীর্য্যরক্ষার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা, শুদ্ধচিত্তে সাত্ত্বিক আহার করা, কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা, কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হওয়া, সর্ব্বদা পরের গুণ গ্রহণের অভ্যাস করাই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রকারে সাধনায় অগ্রসর হওয়া মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেই অতীত আর্য্যসভ্যতার পৌরাণিক যুগে, মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রই এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যম নিয়মাদি অভ্যাস করিয়া, স্বভাবকে সাধনায় অনুকূল করিয়া তুলিত। আজও আমরা সেই প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সাধনমার্গ অনুসরণ করিতে পারিলে, জন্ম-জন্মান্তরের প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

আমরা স্বভাবত যে সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহা সদসৎ সংসর্গাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভ্যাস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, সৎ বা অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়ি। পুনরায় নূতন নূতন সংস্কারের অধীন হইয়া কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করার জন্য জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি। জন্মমৃত্যুর গতাগতি ঘোচে না। তাই আমাদের আশ্রয়দাতা গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অমৃতবাণী দ্বারা উপদেশ ও আদেশ করিতেছেন, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা রাখিয়া গুরু-সেবা করিলে, অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সত্য ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিবা-নিশি নাম নিয়া পড়িয়া থাকিলে, গুরুই আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিবেন।*

গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিতেছেন—সাধারণতঃ মোক্ষ লাভেচ্ছু জীবের গুরু-সেবা দুই প্রকারে হয়। একটি—এই সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন প্রভৃতিকে ভগবান্ জ্ঞানে সেবা করা; কারণ, ভগবান্ স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগ্নী, প্রভৃতিরূপে জগতে প্রকাশ হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সদ্ভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, কামনা বাসনা

---

*Holy Bible, New Testament, Romans: Ch. 10, Para 13.

"For who-so-ever call upon the name of the Lord shall be saved."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্জ্জন করিয়া অকর্ত্তা এবং অনন্যচিন্তা হইয়া নাম করা এবং অন্যটি—সখ্যদাস্যবাৎসল্য ও মধুর ভাবের যে কোন একটি আশ্রয় করিয়া অবিরাম নাম করা ; তন্মধ্যে সংসারী জীবের পক্ষে দাস্য ভাবের সাধনায়ই পূর্ণ স্বযোগ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিযোগ অভ্যাসই অন্নগতপ্রাণ মানুষের পক্ষে মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। অকর্ত্তাবুদ্ধি হইয়া অনন্যচেতা সাধনাই মুক্তিদ।

সকল দেবতা প্রভৃতি জীবগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিলে, শ্রীভগবান্ গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরই মোহের অন্ত করিয়া আমাদিগকে মোক্ষের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি আরও বলিতেছেন, "আশ্রয় পাইলে মুক্তির জন্য ভাবিতে হয় না" "নাম যখন পাইয়াছেন, তখন যে অবস্থায়ই হউক না কেন এই দেহত্যাগের পর নিত্যধামে অবস্থিতি হইবেই নিশ্চয়।"

এই প্রকার গুরুকৃপালাভ করিতে হইলে, এক স্বতন্ত্র স্থানে আসন স্থাপন করিয়া, শ্রীগুরুর উপদেশের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, নাম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া সত্ত্বগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সত্ত্বগুণের ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই স্থির লক্ষ্যে সাধন হইতে থাকে। এইটিই ঐ নির্দ্দিষ্ট আসনের গুণ। যে স্থানে আসন স্থাপন করিতে পারিলে এই প্রকার সত্ত্বগুণের বিজলী * পাইবার সুযোগ হয়, তদ্বিধ স্থানে আসন স্থাপন করিয়া সাধন ভজন করিতে পারিলে মোক্ষলাভ নিকটস্থ হইয়া পড়িবে।

"নভস্থং নিষ্কলং ধ্যাত্বা মুচ্যতে ভব বন্ধনাৎ।
অনাহত-ধ্বনি-যুক্তং হংসং যো বেদ হৃদ্‌গতম্॥

এই বিরাট ব্রহ্মে ব্যোমতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ—আত্মচৈতন্যের আ৷ স্পন্দন চিদাভাসতরঙ্গ।

---

* ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম "প্রণবধ্বনি"
প্রণব মহাবাক্য হয় বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ধ্বনিতে। সেই ধ্বনিই অনাহত নাদ— মুরলী নাদ, তাহাই ধ্যেয়। সাধক যখন সাধনপথে ক্রমে অগ্রসর হন, তখন হইতেই তাঁহার নানা প্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের অনুভূতি আরম্ভ হয়; তন্মধ্যে কেহ কেহ এই অনাহত নাদও শুনিতে পান। যখন সাধকের এই প্রকার শুভ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন হইতেই তাহার ভববন্ধন মুক্তির সূচনা হইতে থাকে।

মোক্ষলাভের জন্য সাধনেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, ভগবৎশক্তিতে,—গুরুশক্তিতেই এই বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে এবং একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, শ্রীভগবান্ গুরুদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত আমাদের আত্মীয় আর কেহই নাই। পরমাত্মাই আমাদের পরম আত্মীয়। এই সংসারে যত লোকের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা থাকে না কেন, আমরা আমাদের আত্মাকে 'আমাকে' স্ত্রী, পুত্র, স্বামী কন্যা, প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা প্রিয় মনে করি; অত্যধিক ভালবাসি। এটা সর্ব্ববাদী-সম্মত। তাই, এই গুরুই আমাদের পরম আত্মীয়, এই গুরুই পরমাত্মা—শ্রীভগবান্ "কৈবল্যনাথ"। * এই গুরুর উপদেশ ও আদেশ পালনই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম যথাযথ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই আমাদের মুক্তি –কৈবল্য প্রাপ্তি, "ন পুনরাবৃত্তিঃ" —ইহাতে সন্দেহ নাই।

"মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বাশাপিতো যদি।
কাল মৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরুঃ রক্ষতি পার্ব্বতি"॥

---

* Holy Bible, New Testamemt, S. Mark : Ch,, 12. Para 30.

"And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength : this is the first commandment."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতবাণীপূর্ণ পত্রাবলীর প্রত্যেক অংশেই মোক্ষলাভের উপায়সকল সম্যক্‌রূপে যথাযথ সুন্দরভাবে বর্ণিত রহিয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব উপসংহারেও তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাই পুনরুল্লেখ বাহুল্য মনে করিয়া, কৈবল্য প্রাপ্তিই মোক্ষ— এই কথা সংক্ষেপে সংকলিত হইল। এখন সুধী ভ্রাতাভগ্নিগণ— ভক্ত পাঠক মণ্ডলী "যথাভিলষিতং ধ্যানাদ্‌বা" শ্রীশ্রীপাতঞ্জলীর এই উক্তির অনুসরণ, করিয়া. শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার পত্রাবলী গীতার শ্লোক ভাষ্যের সহিত মিল করিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ পড়িলেই সাধনা হইবে এবং সাধক অমৃতের সন্ধান পাইবেন, নানা প্রকার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মের অনুভূতি উপলব্ধি করিবেন। এই সাধনাই আমাদিগকে সিদ্ধির পথে, মোক্ষের পথে, কৈবল্য মুক্তির সন্ধানে নিয়া যাইবে; তার মূলে থাকিবে "শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের" আদেশ এবং উপদেশে অনন্য শরণ।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮—৬৬)

ত্বমেব মাতা চ পিতাত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

ওঁ শান্তি ওঁ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্

জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের ন্যায় যাঁহারা সাধনশক্তি নিয়া এই মরজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন লাভের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু আমাদের মত যাঁহারা বহির্মুখীন প্রবৃত্তি নিয়া এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য দীর্ঘ জীবন লাভের প্রয়োজন আছে। কারণ, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে না পারিলে বর্ত্তমান যুগে সাধন-ভজনের সুযোগ পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। তাই দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি, তাহা ভ্রাতাভগ্নিগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

বর্ত্তমান যুগের অজ্ঞানান্ধ বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাদ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভের যে সকল পন্থা আবিষ্কার করিয়া জনমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিতেছেন, তন্মধ্যে গ্রন্থি সংযোজনই প্রধান। তাহাও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কারণ, সেই সংযোজন-আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং অশীতি বৎসর বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই পুরাতন ঋষিযুগের আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থাই দীর্ঘ জীবন লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। তাই নিম্নে সেই বেদের কিছু আভাস প্রদত্ত হইল।

দীর্ঘ জীবনলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রই নিম্নলিখিতরূপ নিয়মাদি পালন ও আহার বিহার করিবেন :—

সরিসার তৈল দ্বারা গাত্র মর্দ্দন ও নির্ম্মল জলে গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে, নিরুদ্বেগচিত্তে আহার্য্য দ্রব্যগুলি শ্রীভগবানে—শ্রীগুরুতে নিবেদন করিয়া, তাঁহারই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি মনে করিয়া, পরিমিত আহার করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিথিভেদে নিষিদ্ধ আহার * ত্যাগ এবং অন্ততঃ পক্ষে রবিবার ও একাদশী, অমাবস্যা এবং পুর্ণিমা তিথিতে নিরামিষ আহার করিবেন।

যথাসাধ্য পুষ্টিকর সাত্বিক খাদ্য আহার করিবেন। দীর্ঘজীবন লাভেচ্ছু ব্যক্তি কখনও রজঃ বা তমোগুণ বৃদ্ধিকারক কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। দিনে ১২টার পুর্ব্বেই আহার শেষ করিবেন এবং রাত্রে ৯টার পুর্ব্বেই আহার সমাধা করিয়া এক ঘণ্টা বিশ্রামান্তে শয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রা যাইবেন। মুক্ত বাতাসে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্যও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এইজন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন না করিয়া, পথ্যাদির পরিবর্ত্তনই যথেষ্ট।

যাহাতে কোন প্রকার স্বপ্নাদি দর্শন না হয় তজ্জন্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিবেন। যেহেতু, নিয়মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকুল। দৈনিক অন্ততঃ পাঁচ মাইল হাঁটিবেন, অথবা অন্য প্রকার দেশপ্রচলিত ব্যায়াম করিবেন। অতিরিক্ত ব্যায়ামে আয়ু ক্ষয় হয়। আমরা দেখিতে পাই, ব্যবসাধারী ব্যায়ামবীরগণ অতিরিক্ত ব্যায়াম দ্বারা অকালে কালের কবলে পতিত হইতেছেন।

অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তত এক ঘণ্টা সাধন ভজন এবং সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন। শেষরাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পরেই শয্যা ত্যাগ করিবেন; কারণ, তখন শয্যাত্যাগ না করিলে নানাপ্রকার কুস্বপ্ন দ্বারা শরীর ও মনের ক্ষতি হয়। প্রাতে শয্যাত্যাগের প্রাক্কালে

---

* প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া), দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু (লাউ) দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে সিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাসকলাই, অমাবস্যা এবং পুর্ণিমাতে মৎস্য মাংস আহার নিষিদ্ধ।

"আমিশং রক্তশাকঞ্চ যশ্চ ভুংক্তে রবেদ্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠঃ দারিদ্রশ্চোপজায়তে ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাতঃকালীন স্তোত্রাদি পাঠ করিলে মনঃসংযম হয়। বাজে চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন ; কারণ, বাজে চিন্তাদ্বারা আয়ুক্ষয় হয়, নিয়মিত উপবাসও প্রয়োজন, তাহাতে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি করে।

প্রাতর্ভ্রমণ দ্বারা প্রাতঃকালীন নির্ম্মল বাতাস যথাসম্ভব সেবন করিবেন, তাহাতে রক্তের চাক্‌চিক্য বৃদ্ধি করিয়া দেহের বর্ণ উজ্জ্বল করে এবং দেহ নীরোগ করে। স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিরাট বিশ্বে উষার আরক্তরাগ-রঞ্জিত নির্ম্মল আকাশের অপূর্ব্ব মনোহারী দৃশ্যে মনপ্রাণ আপনা হইতেই ভগবৎমুখী হয়। তখন নাম করিয়া চলিলেও সাধনা হয়। "ইহাই ভ্রমণপ্রাণায়াম"। ঐ প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিম-আভা ধ্যান করিলেও আয়ু এবং বল বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রাতঃভ্রমণ মনুষ্য-মাত্রেরই নীরোগ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। ইহার মূলে থাকিবে "কায়েন মনসা বাচা" ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা।

'যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।'

যে প্রকার ঔষধ সেবনে জরাব্যাধি ধ্বংস করে, তাহাই রসায়ন অর্থাৎ যে ঔষধে দেহে জরারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে দেয় না এবং জরার বীজ ধ্বংস করে, তাহাই রসায়ন। নিম্নে আমাদের দেশের সহজলভ্য, রসায়ন শক্তিশালী কতিপয় ভেষজের উল্লেখ করা হইতেছে।

(ক) গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা।
দ্বে দ্বে খাদন্ সদা পথ্যে জীবেদ্‌ বর্ষশতং সুখী॥
সিন্ধুত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধু গুড়ৈঃক্রমাৎ।
বর্ষাদিসভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

গুড়, মধু, শুঠ, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, ইহার অন্যতমের সহিত যথারীতি দুইটি করিয়া হরিতকীচূর্ণ সেবন করিলে শরীর রোগমুক্ত হইয়া শতবর্ষ পরমায়ু লাভ হয় : অর্থাৎ রসায়ন গুণাভিলাষী ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব, শরতে শর্করা, হেমন্তে শুণ্ঠি, শীতে পিপুল, বসন্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধু ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইক্ষু গুড়ের সহিত দুইটি করিয়া হরিতকীচূর্ণ সেবন করিলে শরীর নীরোগ হইয়া শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এই রসায়ন নিয়মিত ভাবে পুর্ণ এক বৎসর সেব্য। নইলে উপকার হয় না।

(খ) ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরাজো বিমিশ্রন্
যে ভক্ষয়েয়ুর্ম্মনুজাঃক্রমেন।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ
নির্ব্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ॥

আমলকি, কৃষ্ণতিল, ও ভৃঙ্গরাজ একত্র মিশ্রিত করিয়া রসায়ন নিয়মানুসারে পুর্ণ এক বৎসর সেবন করিলে কেশসমুহ কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রিয়সকল বিমল হয় এবং নির্ব্যাধি হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই তিনটি একত্রে দুই তোলা পরিমাণ নিয়া সম পরিমাণ কি কিছু বেশী কাঁচা দুগ্ধের সঙ্গে বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে সেব্য।

অবিশুদ্ধ শরীরস্য যুক্তোরসায়নোঽবিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি স্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥

অবিশুদ্ধ শরীরে অর্থাৎ কোন বিশেষ রোগযুক্ত দেহে রসায়ন সেবন করিলে, মলিন বস্ত্রে রং দিলে যেমন কোন ফলই হয় না, তদ্রূপ হয়। কোন বিশেষ রোগের প্রতিকার না করিয়া রসায়ন সেবনে কোন সুফল পাওয়া যায় না। সমস্ত রসায়ন ভেষজই পুর্ণ একবৎসর সেবন না করিলে পুর্ণ ফল মিলে না।

(গ) মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্য ক্ষীরেণ যষ্ঠীমধুকস্য চুর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্ত সমূলপুষ্পাঃ কল্ক প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্পা॥
আয়ুঃ প্রদান্যাময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি,
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষণতু শঙ্খপুষ্পী॥

দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুর চূর্ণ, গুড়ুচির সমূল রস মণ্ডূকপর্ণের স্বরস (থানকুনি পাতার নির্জ্জল রস) শঙ্খপুষ্পীর কল্ক এই যোগচতুষ্টয় আয়ুষ্কর, ব্যাধিনাশক, বল, অগ্নি, বর্ণ, ও স্বরবর্দ্ধক, মেধাবর্দ্ধক ও রসায়ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ শঙ্খপুষ্পী অধিকতর মেধাবর্দ্ধক। শঙ্খপুষ্পী* অভাবে ব্রাহ্মী প্রযোজ্য।

থানকুনি পাতা, যষ্টিমধু, গুড়ুচি অথবা শঙ্খপুষ্পী—ইহার যে কোন একটির দুইতোলা পরিমাণ, সমপরিমাণ কি একটু বেশী কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে সেব্য। যষ্টিমধুর চূর্ণ করিয়া রাখা যায়। গুড়ুচি সমূল পুষ্প হইলে ভাল হয়।

(ঘ) ১। যষ্টিমধু চূর্ণ ।৹আনা, ত্রিফলার গুড়া ৵৹, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবহেলরূপে সেবন করিয়া একপোয়া গরম দুগ্ধ পান করিবেন। শ্লেষ্মার ধাত হইলে, ইহার সহিত ৵৹ আনা, বংশলোচন ও /৹ এক আনা পিপুল চূর্ণ মিশাইয়া লইবেন। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে এইটি উপযোগী।

২। টাটকা শতমূল ৪ তোলা, এক পোয়া দুগ্ধ ও এক পোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই দুগ্ধ প্রাতে খালী পেটে সেবন করিলে মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিণ্ড সবল হয় বায়ুর শান্তি হয়, শরীর পুষ্ট হয় এবং মেধা বৃদ্ধি হয়।

ভূঁইকুমড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেবন করিতে পারিলে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায়। যুবকদের পক্ষে এইটি বিশেষ উপযোগী।

(ঙ) যদি সম্ভব হয়, প্রত্যহ প্রাতে অন্ততঃ এক পোয়া কমলা-লেবুর রস সেবন করিলে, অভাবে দুইটি কাগজি লেবু চিরিয়া অর্দ্ধ সের জলে জ্বাল দিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রস নিংড়াইয়া পান করিলে, অথবা দুইটি কাগজি লেবুর রস অর্দ্ধ পোয়া গরম জল মিশাইয়া পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি হয়।

(চ) যাহাদের ডিম্বে রুচি আছে তাহারা এক চামচ মধুর সহিত ডিম্বের হরিদ্রাংশ মিশাইয়া সেবন করিলে তাহাদের আয়ু ও বল বৃদ্ধি হইবে।

---

* শঙ্খপুষ্পী পশ্চিমবঙ্গে ডানকুনী বলিয়া পরিচিত, কল্ক অর্থাৎ শঙ্খপুষ্পী নির্ম্মল করিয়া বাটিয়া সেব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবানিদ্রা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কারণ, দিবানিদ্রা দ্বারা আয়ুক্ষয় হয়।

শ্বাসে ও প্রশ্বাসে যাহাতে অজপা কম ক্ষয় * হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করণীয়। নাম জপাদি যতদূর সম্ভব মনে মনে করিতে পারিলেই ভাল, তাহাতেও রেচক, পুরক ও কুম্ভকের কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া যথাসম্ভব অজপা রক্ষা পায়।

অতি নিদ্রা ও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবনে আয়ু ক্ষয় হইয়া অকাল মৃত্যুর কারণ ঘটে। যথাসম্ভব দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও আয়ু বৃদ্ধি হয়। রাত্রে বাম কাত হইয়া শয়ন করিলেই দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে। ইহাতেও দেহ নিরোগ করিয়া দীর্ঘ জীবন দান করে।

সুধী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, ধীরভাবে বিচার পূর্ব্বক, একটা অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়া পরিণত বয়সে সাধন অভ্যাস করিতে পারিলে সাফল্যমণ্ডিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে সাধন-ভজন সম্ভব হয় না তাই যোগিগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস দ্বারা দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া নেওয়া। এই যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসও কৈশোরেই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গুরুর নিকট কয়েকটি আসন-প্রাণায়াম শিক্ষা করিলেই যথেষ্ট। মুলে থাকিবে "কায়েন-মনসা বাচা" ব্রহ্মচর্য্য পালন।

---

* দিবা রাত্র ২৪ ঘণ্টায় ১১৩৬৮০ বার শ্বাস প্রশ্বাস চলে।। অমৃত ৩৩।।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিশক্তি রক্ষার উপায়

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। এখন একটা কথা হইতে পারে দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে। দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া যদি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়, তবে এই দীর্ঘ জীবনের কোন মূল্যই থাকে না। তাই দৃষ্টিশক্তি রক্ষার কতিপয় উপায় ও নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে।

১। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় মুখ জলপূর্ণ করিয়া, দম বন্ধ করিয়া একবিংশতি বার চক্ষে শীতল জলের ঝাপটা দিতে হইবে। অনন্তর ঐ শীতল জলে ভিজা হাত দিয়া মাথাটির তালুদেশ ধৌত করিতে হইবে।

২। চা চামচের এক চামচ ত্রিফলা চূর্ণ অথবা আমলকি চূর্ণ, সমপরিমাণ গব্যঘৃত ও মধুসহ প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেবন করিলে চক্ষের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়।

৩। রসদ নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য বৃক্ষের জমাট বান্ধা রস, গোলাপ জলে ঘষিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া দিনে দুই কি তিন বার ২।৩ ফোঁটা করিয়া চক্ষে দিলে, চক্ষের যাবতীয় রোগের উপশম হয়। গুগুলী শম্বুকের জলসহযোগে দিতে পারিলে উত্তম ফল প্রাপ্ত হইবেন।

৪। নিয়মিতভাবে কাঁচা রসুন খাওয়াতেও চক্ষের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা পায়।

৫। মামেরী সুরমা ব্যবহারেও চক্ষের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা পায়। আবগানীস্থানবাসিগণ প্রায়ই এই সুরমা ব্যবহার করেন।

৬। সকলের মূলে থাকিবে 'কায়েন মনসা বাচা' ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা।

ওঁ শান্তি ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

ওঁ॥ তৎ সৎ॥ ওঁ

অথর্ব্ব বেদীয়

শ্রীশ্রীরামোপনিষদের বঙ্গানুবাদ

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ওঁ

১-৩। সনকাদি যোগীন্দ্র ও ঋষিবৃন্দ এক সময়ে,
প্রহ্লাদাদি বিষ্ণুভক্তগণ সহ একত্রিত হয়ে,
জিজ্ঞাসেন হনুমন্তে, মহাবাহো! বলতো মোদেরে,
অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ স্মৃতির ভিতরে
তত্ত্ব বস্তু কি? যে সব ব্রহ্মবাদিগণের সম্মত;
উপরন্তু চতুর্ব্বেদ, নিখিল অধ্যাত্মবিদ্যা সহিত?
ও সমগ্র বিষ্ণুনাম মধ্যে প্রধান তত্ত্বই বা কি?
গণপতি, সূর্য্য, রুদ্র ও চণ্ডীমধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কি?
ভক্তশ্রেষ্ঠ, দয়া করে করুন কীর্ত্তন এ সব বারতা,
শুনিয়া সে সব দূর করিব মোদের মনোব্যথা।

৪-৫। হে যোগীবৃন্দ বিষ্ণুভক্তগণ! কহেন পবন-নন্দন,
ভববন্ধন-নাশিনী তত্ত্বকথা করুন শ্রবণ।
যে সব শাস্ত্রীয়তত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন মোরে,
"তারক ব্রহ্মাই" পরমতত্ত্ব, বলছি আপনাদেরে।
শ্রীরাম সেই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরম তপঃ।
তিনিই হন তারকব্রহ্ম, তিনিই পরম তত্ত্ব॥

৬। হনুমন্ত মুখে এই কথামৃত করিয়া শ্রবণ,
জিজ্ঞাসেন পুনঃ যোগী-ঋষিবৃন্দ বিষ্ণুভক্তগণ,
রামের অঙ্গস্থানীয় মন্ত্র, মহাবাহো বীর হনুমন্!
দেবতাদের কথা মোদের কাছে করুন কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহেন পবননন্দন তাঁহাদিগেরে তখন,
গণেশ, ক্ষেত্রপাল, দিবাকর, দুর্গা, নারায়ণ,
সরস্বতী, শশধর, নরসিংহ, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ,
সীতা, বাসুদেব, বশিষ্ট, বামদেবাদি, হনুমান,
বরাহ, বিভীষণ, অঙ্গদ, জাম্ববান ও ভরত—
এরাই অঙ্গদেবতা মোর মতে জানিবে নিশ্চিত।
না করিলে এই সব অঙ্গদেবতার অর্চ্চনাদি
রাম হন বিঘ্নকর, নিস্ফল হয় পূজা জপাদি।

৭। এসব কথা শুনিয়া হনুমন্ত মুখে, যোগীগণ
জিজ্ঞাসেন পুনরায়, মহাবল অঞ্জনানন্দন !
যতিগণ প্রণব-অধিকারী বলি শাস্ত্রে বলে,
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রণবাধিকারী হ'বে কি করিলে ?

৮। কহিলেন পুনরায় অঞ্জনানন্দন হনুমান,
অযোধ্যার সিংহাসনে রাম যবে ছিলেন সমাসীন
জিজ্ঞাসিনু তাঁহায়, হংসসম মানস সরোবরে
আছেন বিরাজিত যোগীগণের অন্তরে বাহিরে ;
গৃহস্থ ব্রাহ্মণেরা কিরূপে প্রণবাধিকারী হয় ?
আমার নিকট করুন কীর্ত্তন সে সব বিষয়।
"শ্রীরামচন্দ্রায়" এই ষড়বর্ণ মন্ত্রে অধিকারী যারা,
অযোধ্যানাথ বলেন, প্রণবেও অধিকারী তারা।
'অ' 'উ' 'ম' এই অর্দ্ধমাত্রাযুক্ত প্রণব জপান্তে
করে যে "রাম" নাম জপ, শুভফল পায় সে অন্তে।
'অকার' 'উকার' 'মকার', আরও অর্দ্ধমাত্রা পূর্ণ
প্রণবের প্রতিবর্ণের ঋষিঃ ছন্দঃ দেবতা ও বর্ণ,
জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারি স্থান,
উদাত্তাদি স্বর, বেদ ও গুণাদি করি উচ্চারণ,
ন্যাস শেষে বিধিমত দ্বিগুণ প্রণব করিয়া জপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর "রাম" মন্ত্র প্রণব সহ করিলে জপ
নিঃসন্দেহে করিবে সে লাভ শ্রীরামের স্বরূপত্ব,
এ সব রামের উক্তি, তাই প্রণব তাঁর অঙ্গমন্ত্র।
শুনিয়া এ সব তত্ত্ববাক্য অঞ্জনানন্দনমুখে,
সনকাদি ঋষিগণ পুনরায় জিজ্ঞাসেন তাঁহাকে।
৯। কহেন তখন হনুমান, রামভক্তিপরায়ণ,
শ্রীরামচন্দ্রের যে স্তব করেছিলেন বিভীষণ,
শ্রবণ করা তাহা সাধ্যায়ত্ত নয়ত কখন।
কারণ, অতি বিস্তীর্ণ সে সব স্তবস্তুতিবাদন।
বিভীষণ কৃত যে সব স্তব আমি করিছি বর্ণন,
আপনারা সবে মন দিয়া তাহা করুন শ্রবণ।
এই স্তবে আছে সাত হাজার সংস্কৃত বাক্যাবলি,
সাত হাজার গদ্য, পাঁচশত আর্য্যাচ্ছন্দো পদ্যাবলি,
আট হাজার শ্লোক, চব্বিশ হাজার পদ্যমিশ্রিত
এবং অযুত সংখ্যক ছন্দোবিশিষ্ট বাক্য গ্রথিত।
জানিবে এই সব বাক্যাবলির যথাযথ অর্থ,
ইহাই হনুমদুপনিষৎ, শুনিয়া হইবে কৃতার্থ॥
১০-১১। কহেন পুনঃ হনুমান, রামভক্ত বিভীষণ,
হেরি সিংহাসনে সমাসীন, শতস্কন্ধনিসূদন,
সুধালেন রামচন্দ্রে দণ্ডবৎ করিয়া প্রণাম,
হে রঘুপতে! মোক্ষ বিষয় করেছি নির্দ্ধারণ;
অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা প্রাপ্ত হ'তে পারে না কখন,
সহজ জ্ঞানলভ্য বিষয় এবে করুন কীর্ত্তন।
১২। যে অদ্ভুত ছন্দবাক্যের কথা বলিলেন বিভীষণ,
তাহা হ'তে পাঁচটিমাত্র ছন্দবাক্য করিলে অধ্যয়ন,
গুরুদারাগামী, বহুসংখ্যক নানাপাতককারী,
বহু কোটি যতীর প্রাণহন্তা ও গুরুহত্যাকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও যত সব ভীষণ পাপী আছে এ জগতে,
কহেন শ্রীরামচন্দ্র, মুক্ত হ'বে নিখিল পাপ হ'তে।
আমার নাম ষন্নবতি-কোটি বার করিলে জপ,
নিঃসন্দেহে হ'বেন তাঁহারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

১৩। বিভীষণ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন শ্রীরামচন্দ্রে
সম্বোধি দশস্কন্ধনিসূদনে অতি ভক্তিপূর্ণচিত্তে।
পাপীর পরিত্রাণের কথা যাহা করিলে নির্দ্দেশ,
ইহাতে অক্ষম যিনি, তাঁর প্রতি কি হবে আদেশ ?
শ্রীরামচন্দ্র কহেন পুনরায়, দানিতে অভয়,
যদি তারা উল্লিখিত অনুষ্ঠানে অসমর্থ হয় ?
মদীয় মন্ত্র প্রণবপুটিত করি করিবে জপ
পঞ্চাশৎ লক্ষ, তার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রণব,
তাহাতেই করিবে তাহারা আমার স্বারূপ্য লাভ।
বিভীষণ পুনরায় করিলেন প্রশ্ন অভিনব,
তাহাতেও যাঁরা সমর্থ না হয়, করিবে তারা কি ?
করিবে অধ্যয়ন মৎপ্রাতপাদক পদ্য তিনটি।
অসমর্থ যদ্যপি এই তিনটি পদ অধ্যয়নে
তবে করিবে গীতা অধ্যয়ন অতি নিবিষ্ট মনে।
গীতা পাঠেও যদি অসমর্থ হয় হে বিভীষণ !
করিবে তাঁরা মদীয় বিশ্বরূপ চিন্তা অনুক্ষণ ;
তাতেও অসমর্থ হ'লে করিবে নারদ কথিত
অষ্টোত্তর শত নামক স্তোত্র। তাতেও অসমর্থ,
করিবে পাঠ হনুমৎ-প্রোক্ত শ্রীরাম-মন্ত্ররাজ-স্তোত্র।
তাতেও অসমর্থ হ'লে করিবে পাঠ সীতা-স্তোত্র
অথবা রামরক্ষাদি স্তোত্র দ্বারা সদা স্তুতিবাদ
আমার। এরূপে করিবে তাঁরা মৎ-সাদৃশ্য লাভ॥

ওঁ শান্তি ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামমন্ত্ররাজস্তোত্রম্

ধ্যানম্

নীলেন্দীবরতুল্যকান্তবদনং পীতাম্বরালঙ্কৃতং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবম্।
পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধৈঃ কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে
শ্রীমদ্দাশরথিং নমামি সুতরামব্ধৌ প্লবং দুস্তরে॥

প্রণাম-মন্ত্র ঃ

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

হনুমানবাচ—

তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাম্।
যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্॥১॥

সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়চ্ছ্রিয়ম্।
বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্॥২॥

যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতম্।
স্তুতো জটায়ুনা যশ্চ মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম্॥৩॥

তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ।
প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্॥৪॥

সর্ব্বতোমুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে।
রাক্ষসেশ্বর-যোধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখম্॥৫॥

নৃভাবন্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃষু।
সিংহঃ সত্ত্বেষিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্॥৬॥

যস্মাদ্ বিভ্যতি বাতার্কজ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ।
ভিয়ং ধিনোতু পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্॥৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্ত যোগ্যতাপেক্ষারহিতো নিত্যমঙ্গলম্।
দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্ যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্ ॥৮॥
যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ।
তত্রোদাহৃতয়োর্বন্ধোর্মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥৯॥
যৎপাদপদ্ম-প্রণতো ভয়েদুত্তমপুরুষঃ।
তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্ ॥১০॥
আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহম্।
ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণম্।।১১॥
নিত্যং শ্রীরামভদ্রস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ।
শিষ্যমধ্যো দিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ ॥১২॥
ইমং হনুমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাভিধং স্তবম্।
পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥১৩॥

শ্রীরামচন্দ্র রঘুপুঙ্গব রাজবর্য্য
রাজেন্দ্র রাম রঘুনায়ক রাঘবেশ।
রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচন্দ্র
দাসোঽহমদ্য ভবতঃ 'শরণাগতোঽস্মি ॥

ইতি শ্রীহনুমৎকল্পে মন্ত্ররাজাভিধং শ্রীরামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

['বৃহৎ স্তবমালা'—৪র্থ খণ্ড, ৩৬৭—৩৬৯ এবং ৩৮১ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।]

ওঁ শান্তি ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উৎসর্গ	১	যদিজ্ঞ্য	যদজ্ঞ্যি
৩	১	অনাদিরাদি-গোবিন্দকারণ-কারণম্	অনাদিরাদি-র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ--কারণম্
১৯	২	জগৎমাকে	জগৎ মাকে
২০	১৩	কঠার	কঠোর
২৯	২৪	ম! ভৈরবে	মা ভৈঃ রবে
৩০	৫	প্রভতি	প্রভৃতি
৩১	১০	কৈবল্যনাথের	কৈবল্যনাথের
৩২ পাদটীকা	১	Testment	Testament
৩৩	৮	কায়শিরোগ্রবং	কায়শিরোগ্রীবং
৩৪	২	স্থিরবত্তী	স্থিরবর্ত্তী
৫১	১৯	পাবেন	পারেন
৫৩	২	হইবে।	হইবে।*
৫৩	৫	কি	কিছু
৫৪	৯	হৃদয়ে খা	হৃদয়ে রাখা
৫৪	১২	ভ বান	ভগবান
৫৪	১৫	এক সত্যং	একং সত্যং
৫৪	১৭	কে মাত্র	কেবল মাত্র
৫৪	২০	কেবলম্)	কেবলম্।
৫৭	৪	নিজেই	নিজের
৫৭	১২	উপায়গ্রন্থের	উপায় গ্রন্থের
৫৮-৫৯ পাদটীকা		৫৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা	৫৮ পৃষ্ঠার নীচে হইবে।
৬১	শেষ পংক্তি	পতি মুখা পক্ষ	পতি মুখাপেক্ষ
৬২	১৩	ধৈর্য্যই *	ধৈর্য্যই †
৬৪	২০	ধের্য্যই	ধৈর্য্যই *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১	৯	ভাবই	অভাবই
৭৯	১৬	বহ	বই
৭৯	১৯	বাক্য ১	বাক্য।
৮২	৭	পঙ্গ	পদ
৯৫ পাদটীকা	১	shall	shalt
৯৬ পাদটীকা	২	Plysician	Physician
১১৩	৯	দ্বন্দ্বদ্বে	দ্বন্দ্বজে
১২০	৯	যায় না।	যায় না।*
১২২	১৬	যুক্তৈবমাত্মানাং	যুক্ত্বৈবমাত্মানং
১৩৫	১৬	পরমানন্দমর	পরমানন্দময়
১৩৬	১২	খটিয়া	ঘটিয়া
১৬৪	৪	প্রমাদ	প্রসাদ
১৬৫	৫	কর্ম্ম ৭	কর্ম্ম
১৬৫	১৩	উদ্ধার করিবে।	উদ্ধার করিবে।৭
১৬৫	২০	থাকে	থাক,
১৬৮	১৮	ম প্রসাদাৎ	মৎ প্রসাদাৎ
১৭৬	১৯	ইচ্ছা, এবং	ইচ্ছা, সন্তোষ এবং
১৮৮	৬	গুরোমূর্ত্তিঃ	গুরোমূর্ত্তিঃ
১৯৫	৬	বিশ্বব্যাপ	বিশ্বব্যাপী
১৯৮	১০, ১২, ২২	স্বোহহং	সোহহং
১৯৮	১৬	পূর্ণরূপ	পূর্ণরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi